আমার বাংলা বই

ইবতেদায়ি
তৃতীয় শ্রেণি

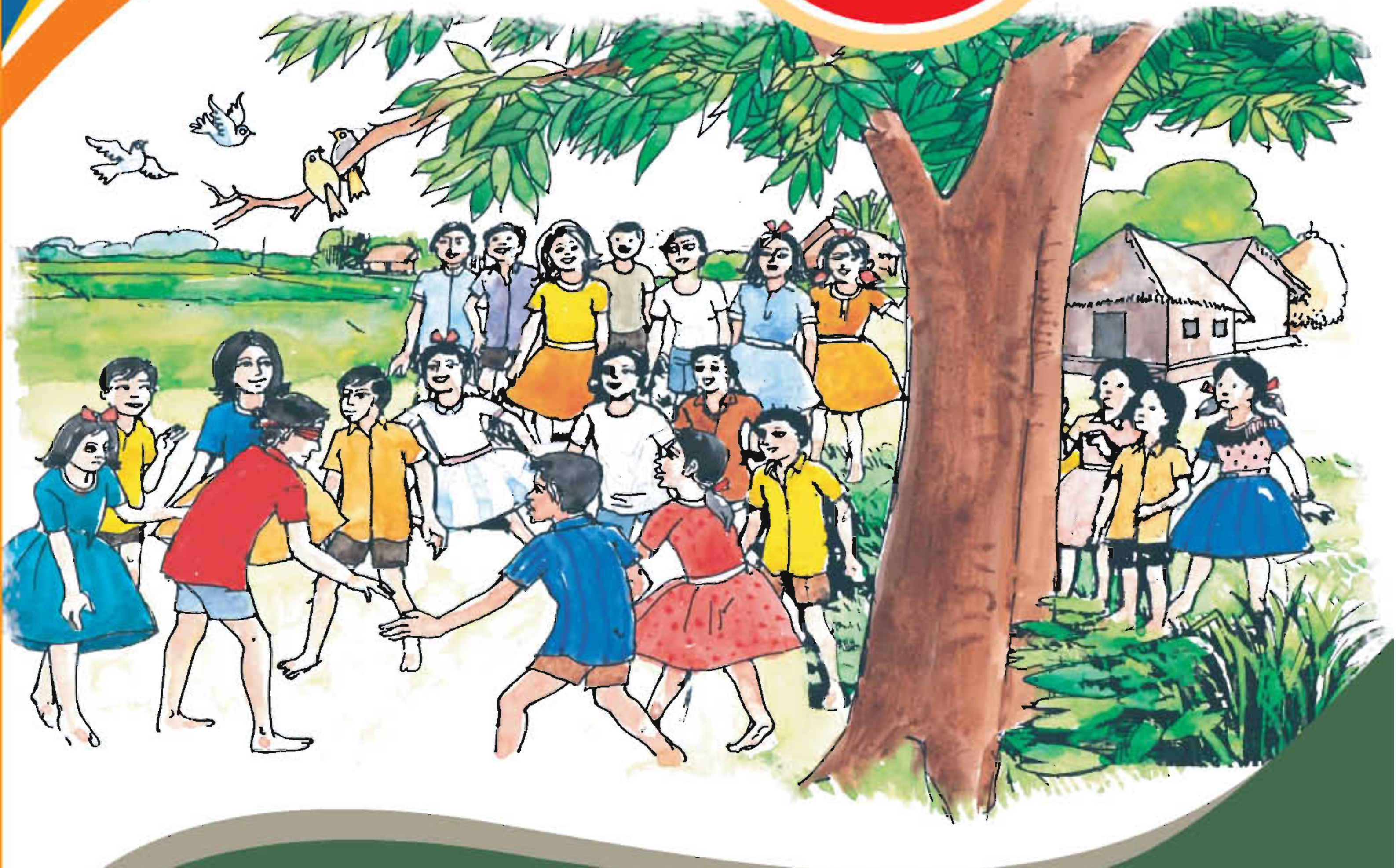

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

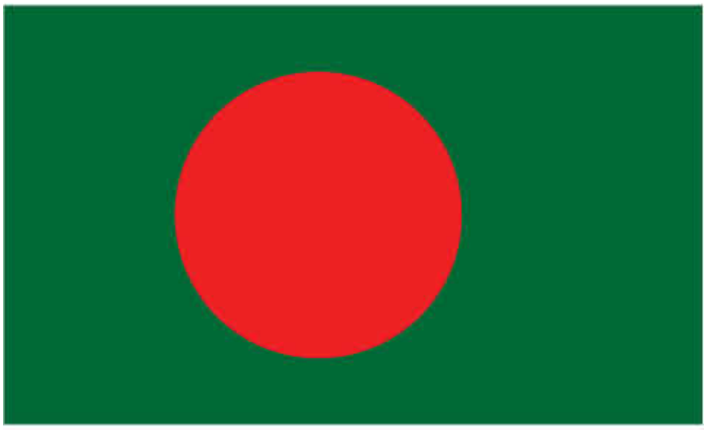

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় সবুজক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত থাকবে ।

পতাকা নির্মাণের নিয়মাবলি

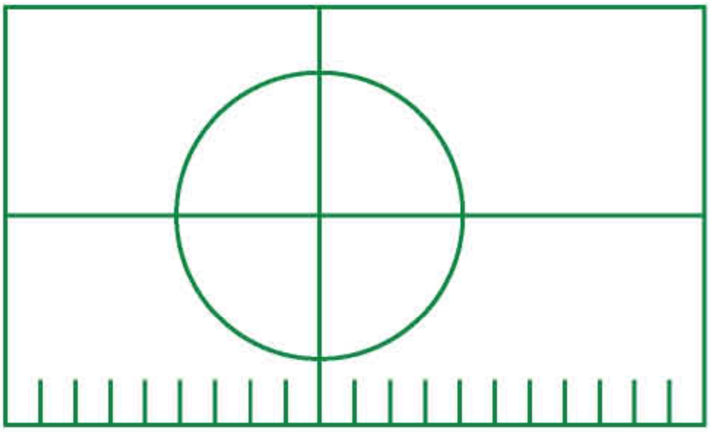

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য ৩০৫ সেমি (১০ ফুট) হয়, প্রস্থ ১৮৩ সেমি (৬ ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের ২০ ভাগের ৯ ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আর একটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদবিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।

ভবনে ব্যবহারের জন্য

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)
৩০৫ সেমি X ১৮৩ সেমি (১০' X ৬')
১৫২ সেমি X ৯১ সেমি (৫' X ৩')
৭৬ সেমি X ৪৬ সেমি (২½' X ১½')

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ইবতেদায়ি তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আমার বাংলা বই

ইবতেদায়ি

তৃতীয় শ্রেণি

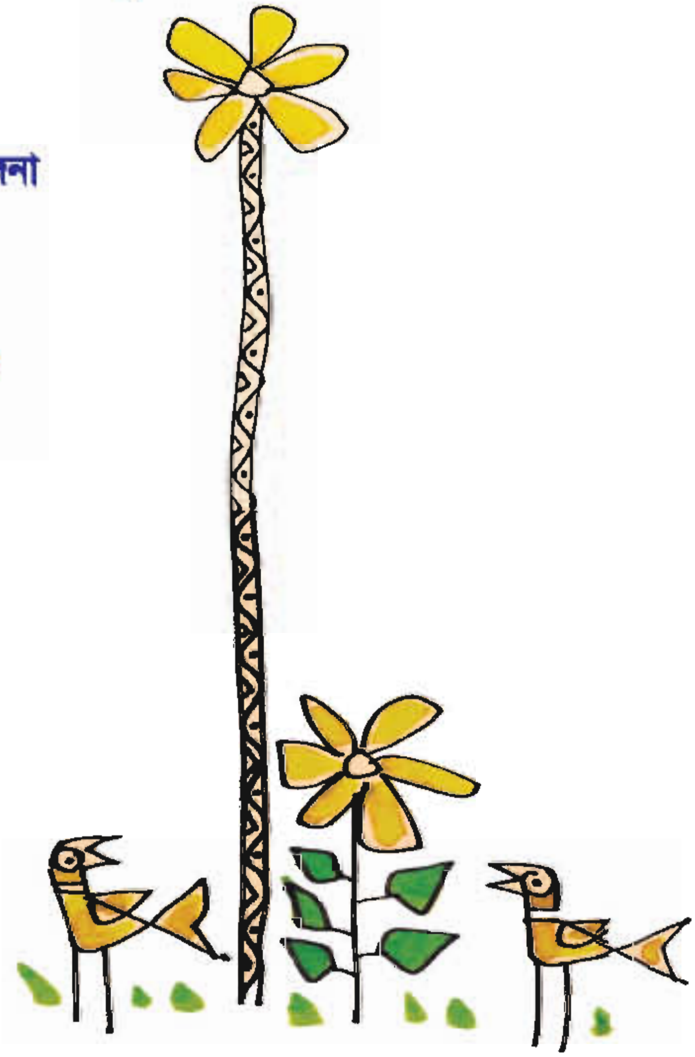

সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা

শফিউল আলম
ড. মাহবুবুল হক
ড. সৈয়দ আজিজুল হক
নূরজাহান বেগম

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : আগস্ট, ২০১৫
পুনর্মুদ্রণ : ,২০১৮

চিত্রাঙ্কন ও ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময়। তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞজন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনার আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে।

বাংলা বাঙালির মাতৃভাষা। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে বাংলা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বাংলা কেবল একটি বিষয় নয়, এটি সকল বিষয় শেখার মাধ্যম। এদিক থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। তাই বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যেন শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা আনন্দময় পরিবেশে আয়ত্ত করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখেই বাংলা পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠে শব্দ ও বাক্য সন্নিবেশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা যেমন বিবেচনা করা হয়েছে তেমনি বৈচিত্র্যময় করার দিকেও লক্ষ রাখা হয়েছে। পাঠ যথাসম্ভব নির্ভার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সহজ ও সাবলীল বাক্য। এ শ্রেণির শিশুদের জন্য নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা/শিখনফলভিত্তিক পাঠ ধারাবাহিক অনুশীলন ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে পাঠের শেষে অনুশীলনমূলক কাজের নমুনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার সারাদেশে সকল শিক্ষার্থীর নিকট প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল, এসএসসি ভোকেশনালসহ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে, যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। প্রাথমিক স্তরে প্রবর্তিত একুশটি পাঠ্যপুস্তক ২০১৫ সাল থেকে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করে গ্রহণ করেছে। শিক্ষায় বৈষম্য দূরীকরণে সরকার ইবতেদায়ি স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করছে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হবে বলে আশা করছি।

চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

নির্দেশনা

তৃতীয় শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষা-শিখনে সহায়ক বিভিন্ন ধরনের পাঠ সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকে বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, কল্পনা-নির্ভর ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় পাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ভাষা-পরিমণ্ডল বিবেচনা করে পাঠ নির্বাচন ও উন্নয়ন করা হয়েছে। ভাষা-শিখন প্রক্রিয়াকে শিক্ষার্থীদের জীবন ঘনিষ্ঠ করার জন্য ভাষাসমগ্র পদ্ধতিকে (Whole Language Approach) ভাষা-শিখনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণির এ পর্যায়ে ভাষা-শিখনের বিশেষ করে পড়ার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রয়োজন হয়। এ পাঠ্যপুস্তকে ভাষা দক্ষতা হিসাবে শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক শিখন-অনুশীলনী দেওয়া হয়েছে। শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নিম্নলিখিত শিখন-শেখানো কৌশল ব্যবহার করবেন:

শোনা ও বলা

শ্রেণিকক্ষে শোনা ও বলা সংশ্লিষ্ট শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাতে শিক্ষক নিম্নলিখিত কাজগুলো করবেন:

- শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থী শুনতে পারে এমন শ্রুতিগ্রাহ্য স্বরে, স্পষ্টভাবে ও প্রমিত উচ্চারণে কথা বলবেন;
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে শুনতে বলবেন;
- চিন্তার উদ্রেক করে এমন প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন;
- চিন্তা করতে ও পর্যাপ্ত কথা বলতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন;
- আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাবেন;
- শিক্ষার্থীদের নিজের অভিমত, মতামত প্রকাশের সুযোগ দেবেন;
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন।

পড়া

তৃতীয় শ্রেণি শেষে প্রত্যাশিত পর্যায়ে পড়ার দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের যেসব দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন তা হলো:

- শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে পড়া;
- সঠিক উচ্চারণে শব্দ পড়া;
- শব্দের বানান, অর্থ ও বাক্য পড়া;
- সঠিক গতিতে বিরামচিহ্ন মেনে বাক্য পড়া ও অর্থোদ্ধার করা;
- অনুচ্ছেদ পড়ে অর্থোদ্ধার করা;
- পড়া সংশ্লিষ্ট শিখন অনুশীলনী সম্পন্ন করা;
- যুক্তব্যঞ্জন স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়া।

লেখা

শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় লিখতে শিক্ষক উৎসাহিত করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে লেখার কাজ এককভাবে করাতে পারেন। শিক্ষক জোড়ায় এমনকি দলেও শিক্ষার্থীদের লেখার কাজ করাতে পারেন। আলোচনার মাধ্যমে লেখার কাজে শিক্ষার্থীদের নিজের মতামত নিজের ভাষায় লেখার দক্ষতা ও উৎসাহ বৃদ্ধি করে। শিক্ষার্থীরা সহজ বাক্যে নিজেদের পছন্দমতো শব্দ দিয়ে লেখার কাজ শুরু করতে পারে।

শিখন পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অবস্থা ও শিখন-শেখানো কৌশলের কার্যকারিতা নিরূপণের জন্য নিয়মিত শিখন মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া সম্পর্কে নির্দেশনা

ভাষা-শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শ্রেণিকক্ষে নিচের নির্দেশনা ব্যবহার করা যেতে পারে। শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাঠ্যপুস্তক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। পঠনের জন্য প্রতিটি পাঠের শেষে ভাষা-শিখনের জন্য সহায়ক কর্মকাণ্ড রয়েছে। পড়ার জন্য নির্ধারিত পাঠ ও পাঠ শেষে শিখন সহায়ক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ শিখন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

প্রতিটি পাঠ পরিচালনার জন্য তিনটি পর্যায় থাকবে। পর্যায় তিনটি হচ্ছে:

পর্যায় ১: নির্ধারিত পাঠের অর্থ উদ্ধারের পর্যায়

এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর নিজের আগ্রহ, বর্তমান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে শিক্ষক ভাষা, শিখন-শেখানোর জন্য ব্যবহার করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন। এটি মূলত পাঠ ও পাঠ-সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রাথমিক পর্যায়। এ পর্যায়ে শিক্ষক নির্ধারিত পাঠের অর্থ বুঝতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করবেন।

পর্যায় ২: ভাষা-শিখন সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা

এটি মূলত শিক্ষার্থীদের ভাষাদক্ষতা শিখনের জন্য নির্ধারিত পাঠ ও পাঠসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের পর্যায়। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা ভাষাদক্ষতা হিসাবে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা-সংশ্লিষ্ট শিখন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হবে। শিক্ষক এ পর্যায়ে ভাষা-শিখন সহায়ক কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করাবেন।

পর্যায় ৩: অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের সক্ষমতা উন্নয়নের পর্যায়

এ পর্যায়ে নির্ধারিত পাঠ থেকে অর্জিত শিখন শিক্ষার্থীরা বাস্তবে প্রয়োগ করবে। শিক্ষক জীবন- সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত শিখন ব্যবহারে শিক্ষার্থীর দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ প্রদান করবেন। অর্জিত শিখন যাতে শিক্ষার্থী বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে-তা এই পর্যায়ের শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য। শ্রেণিকক্ষে পাঠ পরিচালনার তিনটি পর্যায় শ্রেণিকক্ষে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন:

১. নির্ধারিত পাঠের অর্থ উদ্ধারের পর্যায়

এ পর্যায়ে পাঠ পরিচালনার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন:

- প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পাঠ শুরু করা;
- পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি বিশ্লেষণ করা;
- সম্ভাব্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা আলোচনা করা;
- পাঠের শিরোনাম পড়তে বলা;
- পাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে কীভাবে পাঠের শিরোনাম প্রাসঙ্গিক সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাওয়া;
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে নির্ধারিত পাঠ পড়া;
- শিক্ষার্থীদের পড়তে দেওয়া ও পঠিত অংশের অর্থ অনুধাবন করার সুযোগ প্রদান;
- পাঠের নির্ধারিত অংশের মূল শব্দ চিহ্নিত করতে বলা ও সংশ্লিষ্ট বাক্য সরবে পড়তে বলা;
- প্রশ্ন করতে ও মতামত প্রদানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা।

২. ভাষা-শিখন সহায়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনা পর্যায়

এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য ভাষা-শিখন সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড শিক্ষক পরিচালনা করবেন। পাঠের শিখনফলের সাথে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন শিখন-কর্মকাণ্ডের (learning activities) মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষাদক্ষতা অর্জনে শিক্ষক সহায়তা করবেন। ভাষা-শিখন সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডসমূহ হচ্ছে:

- নতুন শব্দের অর্থ আলোচনা ও বাক্য পর্যায়ে তা প্রয়োগ করা;
- যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ ও যুক্তবর্ণ যোগে শব্দ গঠন;
- পাঠ প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন-উত্তর বলা ও লেখা;
- বিপরীত শব্দ জানা ও বাক্য পর্যায়ে তা প্রয়োগ করা;
- জোড় শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি;
- বিরামচিহ্ন হিসাবে দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নচিহ্ন সম্পর্কে জানা ও বাক্যে তা ব্যবহার করা;
- কথোপকথনভিত্তিক বাক্য বলা ও লেখা;
- ছবি দেখে বাক্য বলা ও লেখা;
- নির্ধারিত বিষয়বস্তু যেমন- নদী, ঋতু, প্রিয় প্রাণী ইত্যাদি সম্পর্কে একাধিক বাক্য লেখা;
- পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সম-মানের গল্প, কবিতা পড়া।

উল্লিখিত শিখন কর্মকাণ্ডে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাবেন। প্রতিটি শিখন কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত চর্চার সুযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। এ পর্যায়ে শিক্ষক নির্ধারিত পাঠের সাথে শিখন কর্মকাণ্ডসমূহ শ্রেণিকক্ষে যথাযথভাবে পরিচালনা করবেন। শব্দের অর্থ আলোচনার সময় শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা জানা, জীবন ঘনিষ্ঠ উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষক অর্থ আলোচনা করবেন। যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শব্দে নির্ধারিত যুক্তবর্ণ দেখিয়ে তারপর শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বর্ণ ভেঙে দেখাবেন। নির্ধারিত যুক্তবর্ণ যোগে একাধিক শব্দ উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের থেকে নির্ধারিত যুক্তবর্ণ যোগে শব্দ সম্পর্কে শিক্ষক জানতে চাইবেন। নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক দেয়ালে অর্থসহ নতুন শব্দ ও বিশ্লেষণসহ যুক্তবর্ণের তালিকা টানিয়ে রাখতে পারেন। নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণের দেয়াল-তালিকা শিক্ষার্থীদের শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিখনকে সহজ ও কার্যকর করতে সহায়তা করবে। নতুন পাঠের সংশ্লিষ্ট নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিক্ষক নিয়মিত তালিকায় যুক্ত করতে পারেন।

৩. অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের সক্ষমতা উন্নয়নের পর্যায়

এটি হচ্ছে শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের পর্যায়। এ পর্যায়ে অর্জিত শিখনের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থী নিজের ভাষায় লিখবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী মুক্তভাবে নিজের ভাষায় প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে লিখবে। পাঠের উত্তর লেখার সাথে এ ধরনের লেখার পার্থক্য হলো এ লেখা শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখন ও অভিজ্ঞতা নির্ভর। এক্ষেত্রে লেখায় নিজের জানা শব্দ ব্যবহারের জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে হবে। পাঠে পড়ানো হয় নি এমন শব্দ যদি শিক্ষার্থী এ ধরনের লেখায় ব্যবহার করে তবে কোনো অসুবিধা নেই। লেখায় সৃজনশীলতার জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষক প্রশংসা করবেন। লেখায় বানান ভুল করলে সংশোধনের জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষক সুযোগ দেবেন। বানান সঠিক করার জন্য শিক্ষক প্রশংসা করবেন।

শিক্ষার্থী যখন নিজের ভাষায় লেখা শেষ করবে শিক্ষক তখন তা সরবে পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সাথে লেখা বিনিময় করবে এবং একে অপরের লেখা সরবে পড়বে।

ভাষা-শিখনের প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন উদ্দেশ্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, সেজন্য শিখন কর্মকাণ্ডে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণ করাবেন। ভাষাদক্ষতা শিখনের ক্ষেত্রে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই সামগ্রিক ভাষাদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতিটি দক্ষতা অর্জনের দিকটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। ভাষা, শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ড পরিচালনায় শিক্ষক যেকোনো ক্ষেত্রেই যৌক্তিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন। শ্রেণিকক্ষের প্রতিটি কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিখনের জন্য যেন সহায়ক হয় শিক্ষক সে ব্যাপারে যত্নবান হবেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীর মাঝে সংগঠিত সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক কর্মকাণ্ড ভাষা-শিখনকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। কাজেই ভাষা, শিখন-শেখানোর সকল ক্ষেত্রে শিক্ষক মিথস্ক্রিয়ামূলক (interactive) কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন, যেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার অবাধ সুযোগ বজায় থাকবে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক একটি সক্রিয় শিখন পরিবেশে ও শিক্ষার্থীর জীবন-ঘনিষ্ঠ প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে ভাষা-শিখন শিক্ষার্থীদের বাস্তবমুখী ও কার্যকর ভাষাদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

১. ছবি ও কথা ১
২. আমাদের এই বাংলাদেশ ৫
৩. রাজা ও তাঁর তিন কন্যা ৮
৪. হাটে যাবো ১৪
৫. ভাষাশহিদদের কথা ১৬
৬. চল্ চল্ চল্ ২২
৭. স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে ২৬
৮. কুঁজো বুড়ির গল্প ৩২
৯. তালগাছ ৩৮
১০. একাই একটি দুর্গ ৪২
১১. আমার পণ ৪৮
১২. পাখিদের কথা ৫২
১৩. আমাদের গ্রাম ৫৯
১৪. কানামাছি ভোঁ ভোঁ ৬২
১৫. আদর্শ ছেলে ৬৮
১৬. একজন পটুয়ার কথা ৭২
১৭. ঘুড়ি ৭৭
১৮. স্টিমারের সিটি ৮০
১৯. পাল্লা দেওয়ার খবর ৮৬
২০. বড় কে? ৯০
২১. নিরাপদে চলাচল ৯৪
২২. খলিফা হযরত আবু বকর (রা) ৯৯
● শব্দের অর্থ জেনে নিই ১০৪

ছবি ও কথা
আমাদের বন্ধুরা

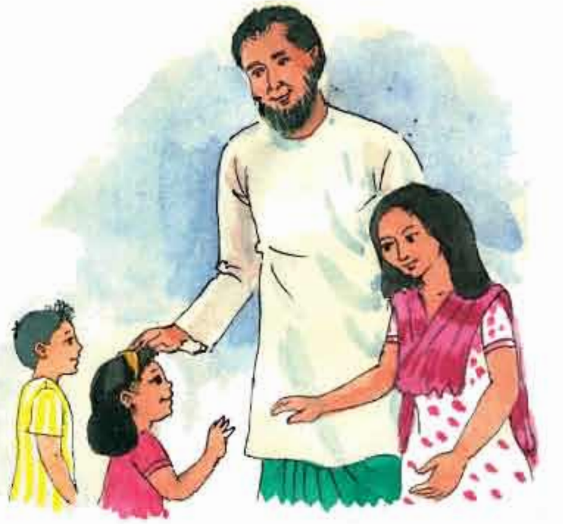

ঐশী আর ওমর এসেছে খালুর বাড়িতে। খালু ওদেরকে তাঁর সবজি ও ফল বাগান দেখাবেন। খালাতো বোন সীমা আপাও সাথে আছে।

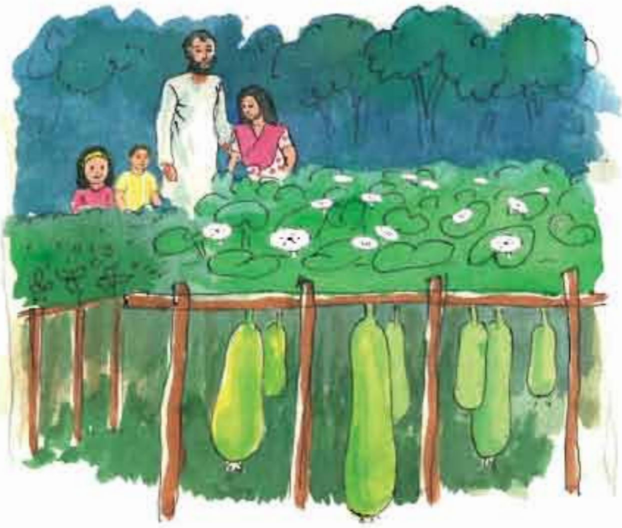

বাড়ির পাশের সবজি বাগানের একদিকে আছে লাউ। লাউয়ের মাচায় ঝুলছে লাউ। সবুজ পাতার মধ্যে দুলছে সাদা ফুল।

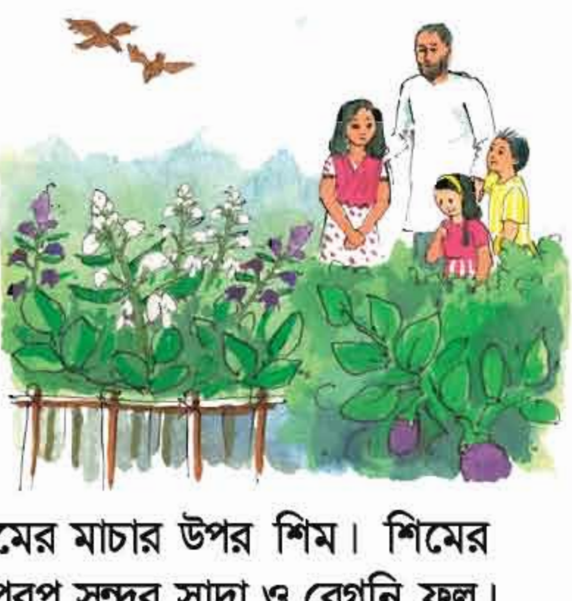

শিমের মাচার উপর শিম। শিমের অপরূপ সুন্দর সাদা ও বেগুনি ফুল। চড়ুই, শালিক মাচার উপর উড়ছে।

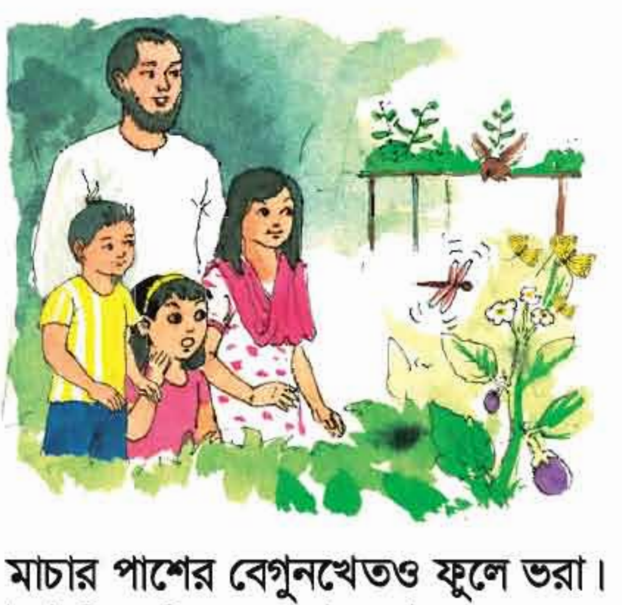

মাচার পাশের বেগুনখেতও ফুলে ভরা। টুনটুনি পাখি ফুলের উপর উড়ছে। হলুদ ও সাদা প্রজাপতি আর লাল ফড়িং উড়াউড়ি করছে।

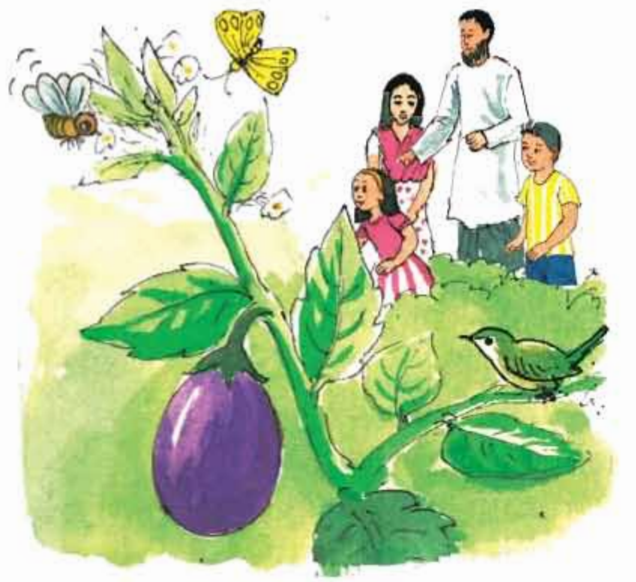

ঐশী আর ওমর যেমন অবাক, তেমনি খুশি। খালু বললেন, “পাখিরা শস্যদানা ও কীটপতঙ্গ খায়। অনেক পাখি আবার মধুও ভালোবাসে।”

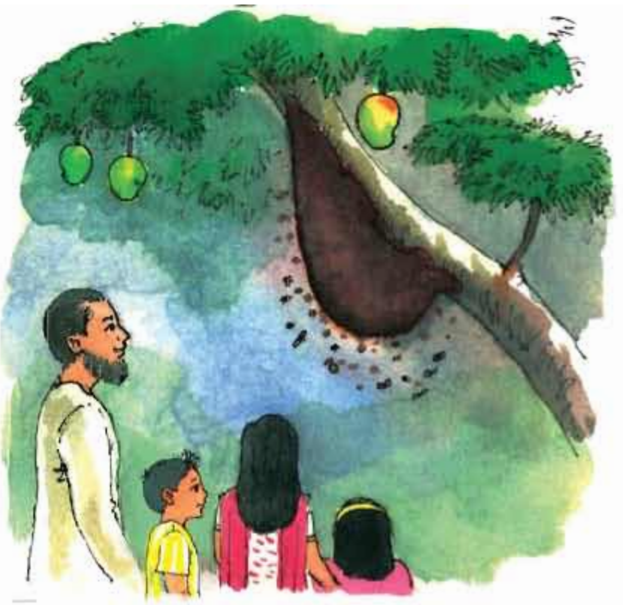

ওরা দেখল, আমগাছের ডালে বড় একটা মৌচাক। খালুর কাছে শুনল মৌমাছি, পিঁপড়ে ও পাখিরা গাছের অনেক উপকার করে।

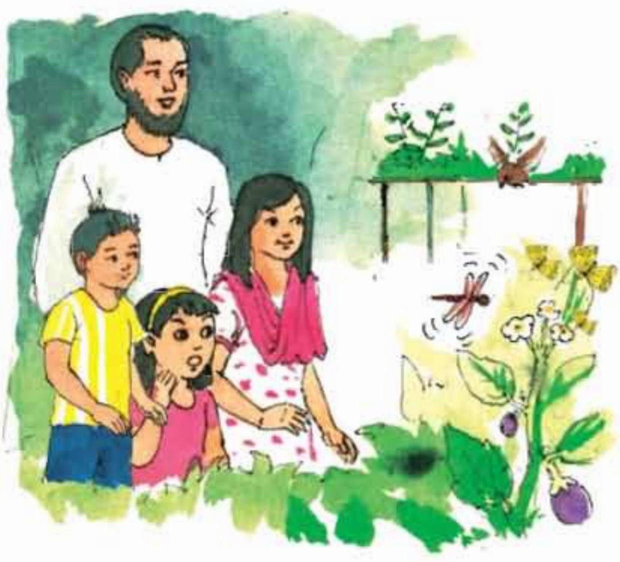

পাখি, পিঁপড়ে ও মৌমাছিরা ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায়। মৌমাছিরা ফুল থেকে মধু আহরণ করে।

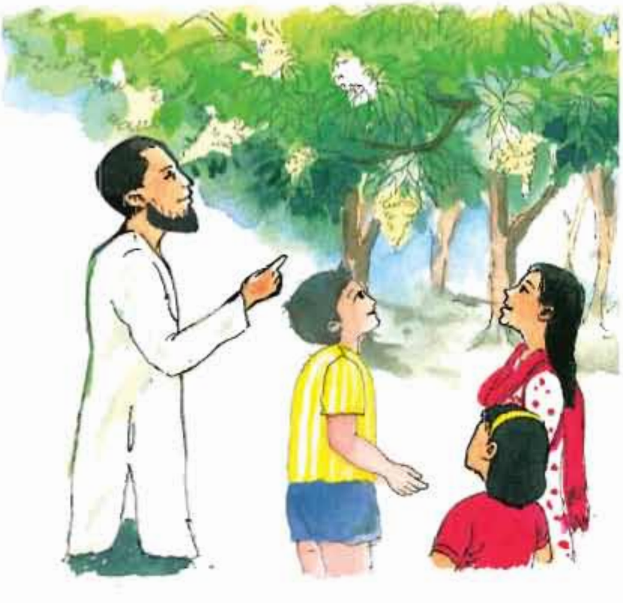

আমগাছ দেখিয়ে খালু বললেন, “এখন গাছে মুকুল হয়েছে। কিছুদিন পর এগুলো আমের গুটিতে পরিণত হবে।”

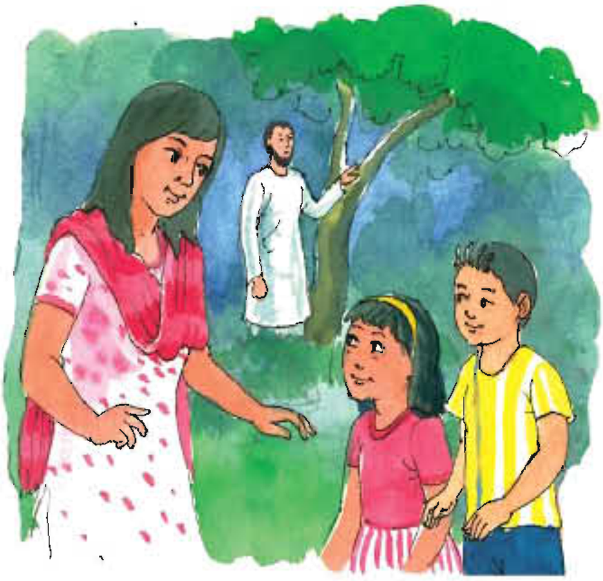

ফল বাগানের কাছে গিয়ে সীমা আপা
বলল, "গাছ আমাদের উপকার করে।
একটু ভেবে বলো তো কীভাবে?"

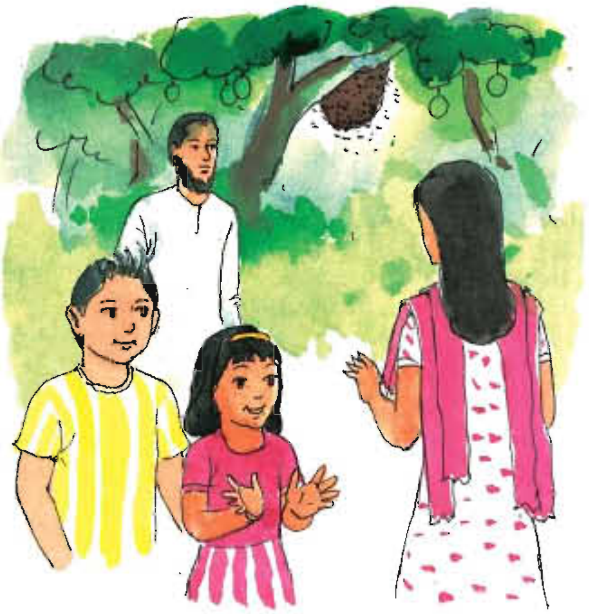

ঐশী খুশিতে হাততালি দিল। বলল,
"আমি জানি, আমরা তো গাছ থেকে
কতো রকমের খাবার পাই। খড়ি আর
কাঠও পাই।"

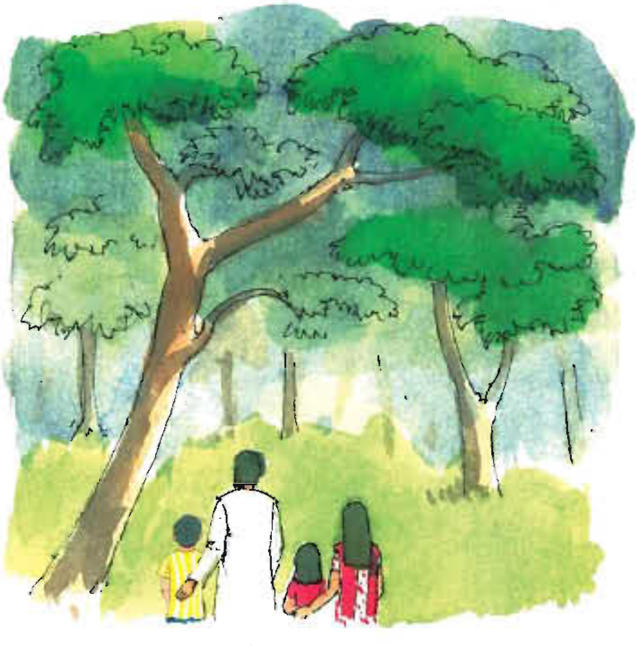

খালু বললেন, "ঠিক তাই। তবে গাছ
আমাদের বেশি উপকার করে অক্সিজেন
দিয়ে। অক্সিজেন ছাড়া আমরা বাঁচতে
পারি না।"

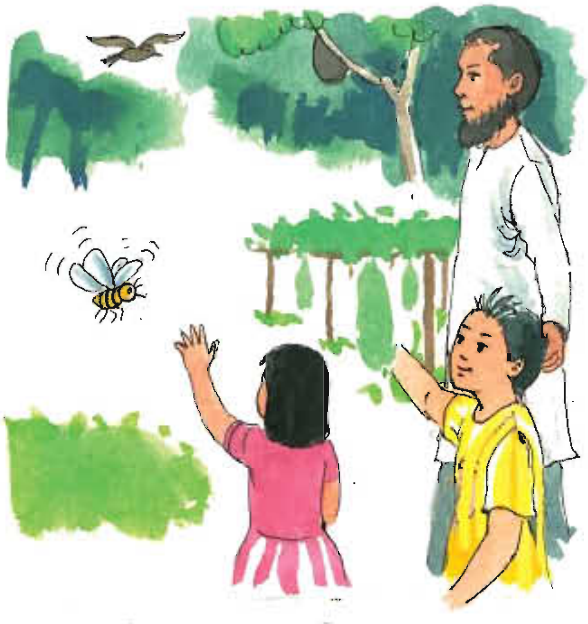

ওরা সবাই বাগানের দিকে তাকাল।
দেখল, বাতাসে গাছের ডাল দুলছে।
পাখি, মৌমাছি উড়ছে ও ফুলে বসছে।
সবাই যেন সবার কতো আপনজন।

ছবি দেখি। ছবি নিয়ে ভাবি। বাক্য বলি ও খাতায় লিখি

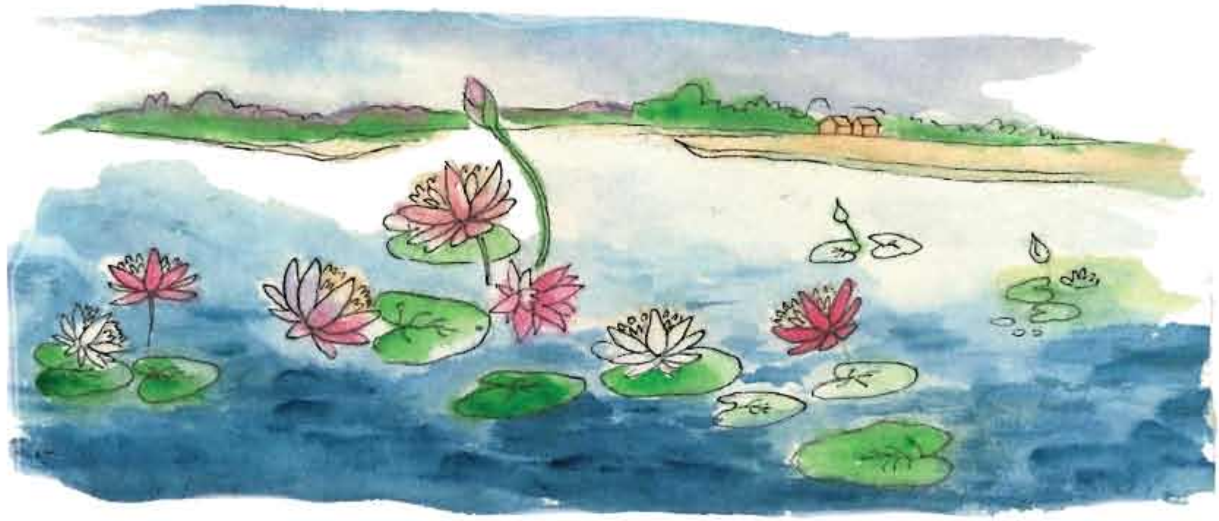

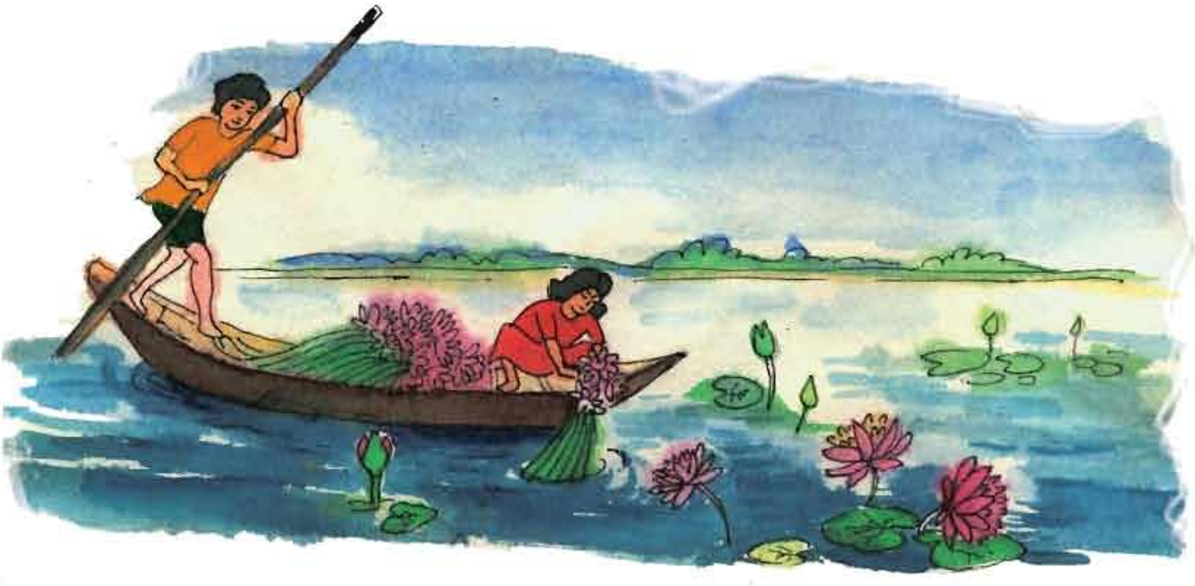

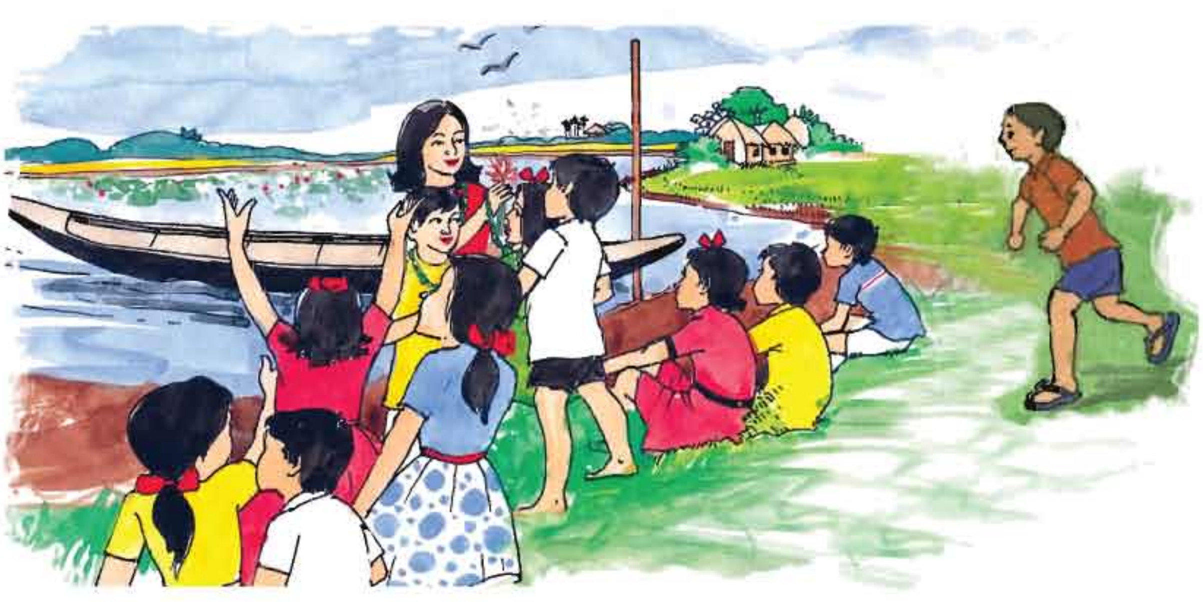

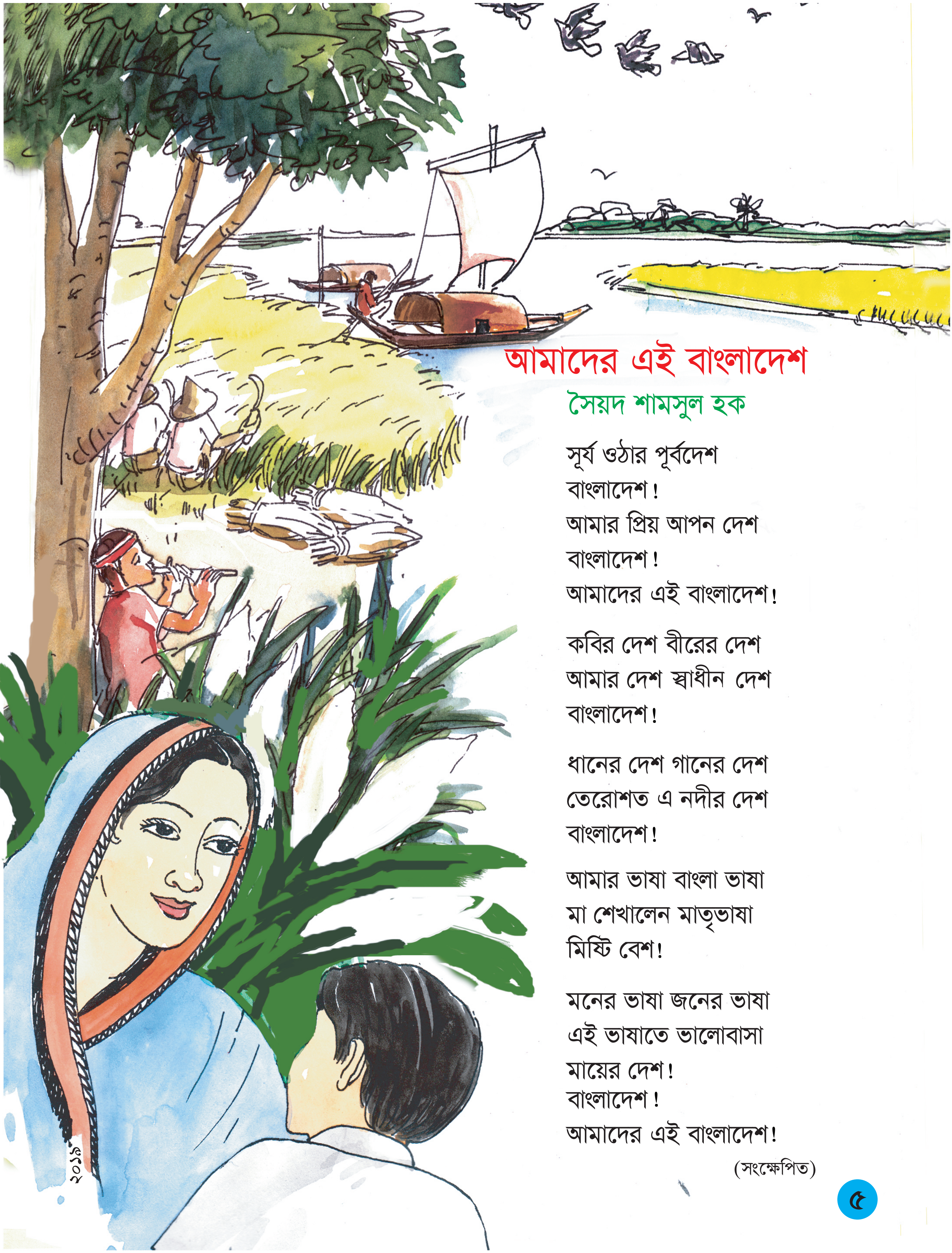

আমাদের এই বাংলাদেশ

সৈয়দ শামসুল হক

সূর্য ওঠার পূর্বদেশ
বাংলাদেশ!
আমার প্রিয় আপন দেশ
বাংলাদেশ!
আমাদের এই বাংলাদেশ!

কবির দেশ বীরের দেশ
আমার দেশ স্বাধীন দেশ
বাংলাদেশ!

ধানের দেশ গানের দেশ
তেরোশত এ নদীর দেশ
বাংলাদেশ!

আমার ভাষা বাংলা ভাষা
মা শেখালেন মাতৃভাষা
মিষ্টি বেশ!

মনের ভাষা জনের ভাষা
এই ভাষাতে ভালোবাসা
মায়ের দেশ!
বাংলাদেশ!
আমাদের এই বাংলাদেশ!

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

পূর্বদেশ প্রিয় আপন কবি বীর স্বাধীন জন

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

আপন কবি পূর্বদেশে বীরের স্বাধীন

ক. সৈয়দ শামসুল হক একজন ....।

খ. .... সূর্য ওঠে।

গ. আমরা .... দেশের মানুষ।

ঘ. আমরা সবাই .... কাজ করি।

ঙ. বাংলাদেশ অনেক .... জন্মভূমি।

৩. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. সূর্য ওঠার পূর্বদেশ কোনটি?

খ. কোন দেশ নদীর দেশ?

গ. কে মাতৃভাষা শেখালেন?

ঘ. মায়ের ভাষাকে মিষ্টি বলা হয়েছে কেন?

৪. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

সূর্য	র্য	´	য	কার্য, ধৈর্য
পূর্ব	র্ব	´	ব	গর্ব, সর্ব
স্বাধীন	স্ব	স	ব (ব–ফলা)	স্বর, স্বদেশ
মিষ্টি	ষ্ট	ষ	ট	কষ্ট, চেষ্টা

জেনে রাখি।

ব্যঞ্জনবর্ণে র যুক্ত হলে তা রেফ (´) চিহ্ন হয়ে যায়। রেফ পরবর্তী বর্ণের মাথায় বসে।

৫. ডান দিক থেকে কবিতায় ব্যবহৃত ঠিক কথাটি নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. আমার প্রিয় ....।	স্বাধীন দেশ / আপন দেশ
খ. কবির দেশ ....।	বীরের দেশ / নদীর দেশ
গ. সূর্য ওঠার ....।	বাংলাদেশ / পূর্বদেশ
ঘ. মনের ভাষা ....।	বাংলা ভাষা / জনের ভাষা
ঙ. মা শেখালেন ....।	মাতৃভাষা / ভালোবাসা

৬. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. বাংলাদেশ কতোশত নদীর দেশ?

১. এগারো　　২. বারো

৩. তেরো　　৪. চৌদ্দ

খ. জনের ভাষা বলতে কবি কোনটিকে বুঝিয়েছেন?

১. মিষ্টি বাংলা ভাষা　　২. মায়ের মুখের ভাষা

৩. সাধারণ মানুষের ভাষা　　৪. মানুষের মনের ভাষা

গ. বাংলা কাদের মাতৃভাষা?

১. দেশবাসীর　　২. মায়ের

৩. কবির　　৪. বাঙালির

৭. কবিতাটি সবাই মিলে একসঙ্গে পড়ি।

৮. কবিতাটি না দেখে লিখি।

৯. বাংলাদেশ সম্পর্কে দুইটি বাক্য লিখি।

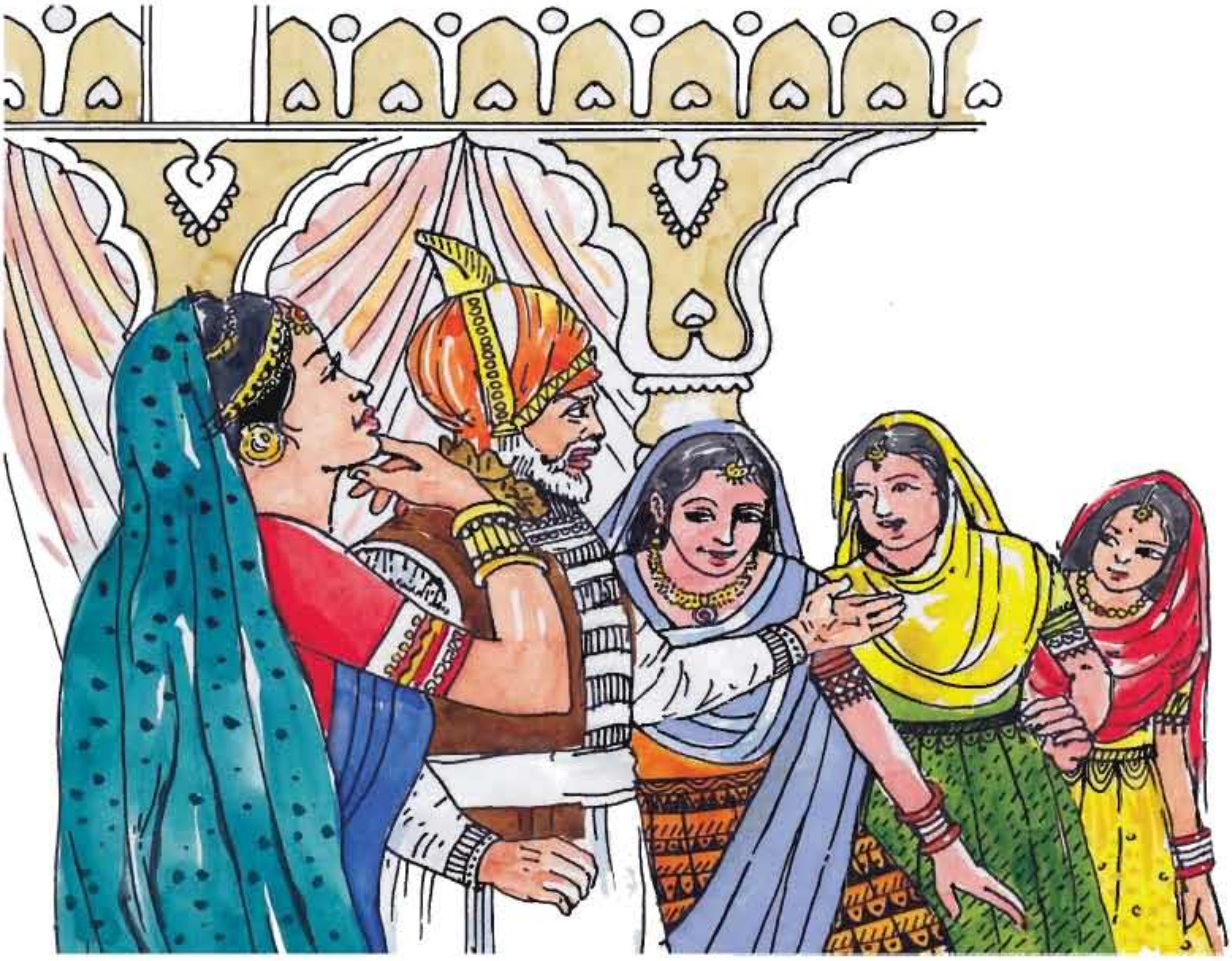

রাজা ও তাঁর তিন কন্যা

অনেক অনেক দিন আগের কথা।

এক ছিল রাজা। রাজার ছিল এক রানি। আর ছিল তিন কন্যা। শিমুল, বকুল ও পারুল।

তিন কন্যাকে নিয়ে রাজা-রানির বেশ সুখেই দিন কাটছিল। রাজ্যেও ছিল সুখ আর শান্তি।

রাজা একদিন গল্প করছিলেন। সঙ্গে ছিল রানি আর তিন কন্যা। রাজা তাঁর কন্যাদের জিজ্ঞেস করলেন এক সহজ প্রশ্ন। কে তাঁকে কী রকম ভালোবাসে?

বড় কন্যা শিমুল। সে জবাব দিল প্রথমে। বলল, "বাবা, আমি তোমাকে চিনির মতো ভালোবাসি।" রাজা একটু মুচকি হাসলেন।

মেঝো কন্যা বকুল বলল, "বাবা, আমি তোমাকে মিষ্টির মতো ভালোবাসি।" রাজার মুখে আবার দেখা গেল হাসির রেখা।

ছোট কন্যা পারুল। বলল,“ বাবা আমি তোমাকে নুনের মতো ভালোবাসি।” সঙ্গে সঙ্গে রাজার মুখ হয়ে গেল কালো। রানিও শুনে অবাক। এ কেমন কথা! রাজা বেশ অস্থির। ডাকলেন উজির,নাজির ও সেনাপতিকে।

হুকুম দিলেন,“ছোট কন্যা পারুলকে বনবাসে দাও। তাকে গভীর জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এসো।”

রাজার হুকুম বলে কথা। না মেনে উপায় নেই। পরদিন পারুলকে পাঠানো হলো বনবাসে।

গভীর অরণ্য। জন-প্রাণী নেই। পারুল একা বসে আছে।এমন সময় কয়েকজন পরী এলো। পরীরা বলল, “এই বনে তুমি একা কেন?” পারুল সব ঘটনা খুলে বলল। পারুলের দুঃখের কথা পরীরা বুঝতে পারল। রাজার মেয়ে পারুলের জন্য তারা সুন্দর একটা বাড়ি তৈরি করল। পরীরা নানা ফুলের চারা এনে একটা বাগান বানালো। বনের পশুপাখি এলো রাজার মেয়েকে দেখতে। হরিণ এলো, খরগোশ এলো, ময়ূর এলো। তারাও রাজার ছোট মেয়ে পারুলের দুঃখ বুঝতে পারল। তারা পারুলের জন্য এনে দিল নানা ফলমূল। পরীরা এনে দিল মজার মজার খাবার।

গভীর অরণ্যে পারুলের দিন কাটতে লাগল একা একা। মনে তার অনেক দুঃখ। মা নেই। বাবা নেই। বোনেরা নেই।

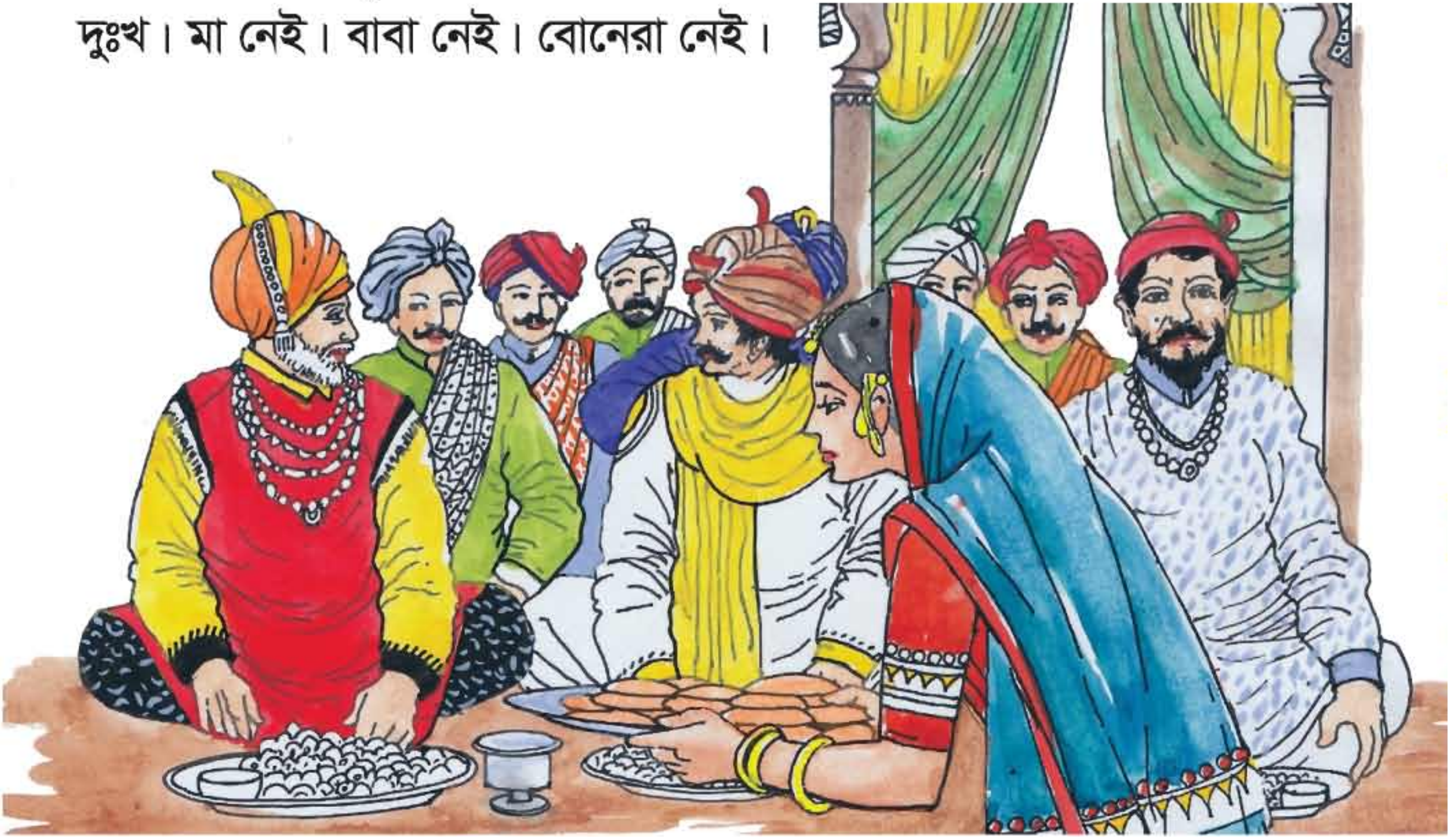

একদিন রাজার খেয়াল হলো শিকারে যাবেন। রাজার খেয়াল মানে সহজ কথা নয়। উজির, নাজির, পাইক, বরকন্দাজ নিয়ে বেরোলেন শিকারে। শিকারের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছলেন সেই গভীর অরণ্যে। রাজা তখন খুবই ক্ষুধার্ত।

সবাই দূরে দেখতে পেল একটা সুন্দর কুটির। সেই কুটিরে বাস করে এক সুন্দরী কন্যা। রাজার লোকেরা তাকে বলল,“রাজা খুব ক্ষুধার্ত। তিনি খাওয়ার ইচ্ছা জানিয়েছেন।” পারুল বলল,“আপনারা একটু জিরিয়ে নিন।” সে রান্না করল পোলাও ,কোরমা ও মাংস। নানা রকমের তরকারি। কিন্তু কোনো কিছুতে একটুও নুন দিল না।

এত রকমের সাজানো খাবার দেখে রাজা খুব খুশি হলেন। তাঁর জিভে এলো জল। রাজা খেতে বসলেন। খাওয়া শুরু করলেন। এটা নেন ওটা নেন। মুখে দিয়ে ফেলে দেন। সুন্দর রান্না তবে বেজায় বিস্বাদ। একটুও নুন নেই কোনো খাবারে। রাজা খুব বিরক্ত হলেন। নুন ছাড়া কি কিছু খাওয়া যায়? পারুল ছিল কাছেই। সে এগিয়ে এলো। বলল,“বাবা,আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমার নাম পারুল। আপনার ছোট কন্যা। আপনি যাকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন।”

রাজা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। নিজের আদরের মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর নুন দিয়ে রান্না করা হলো সব খাবার। রাজা মজা করে খেলেন।

এবার ফেরার পালা। রাজা তাঁর ছোট কন্যা পারুল আর হাতিঘোড়া নিয়ে রওয়ানা হলেন। পারুল ফিরে আসায় রাজ্যে সবার মুখে হাসি ফুটল। রানি খুশি হলেন। শিমুল, বকুল তাদের বোন পারুলকে ফিরে পেল। রাজ্যে সুখের সীমা রইল না।

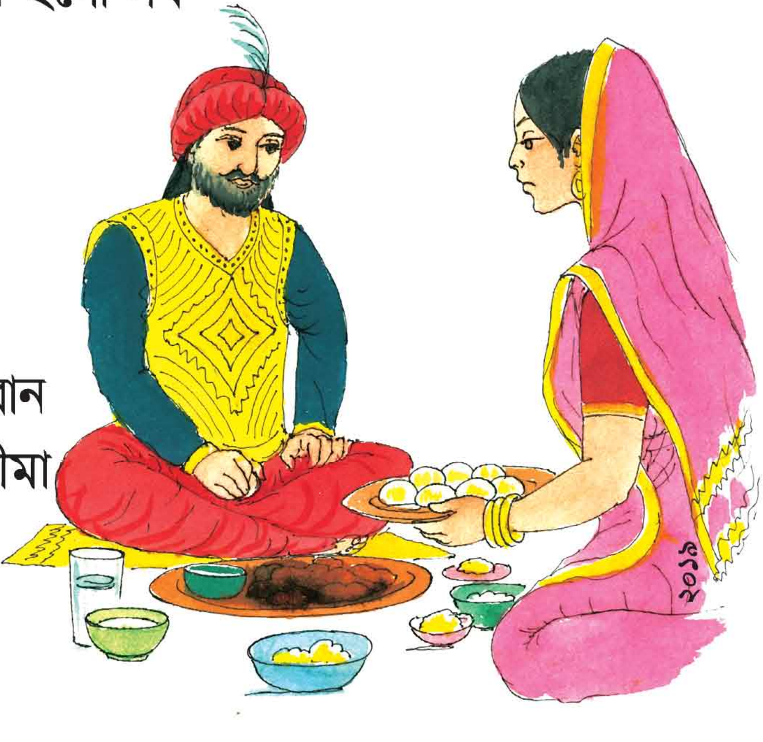

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

জবাব হাসির রেখা অস্থির হুকুম বনবাসে অরণ্য জন-প্রাণী খেয়াল
উজির নাজির পাইক বরকন্দাজ জিরিয়ে বেজায় বিস্বাদ বিরক্ত
জিজ্ঞাসা ক্ষুধার্ত

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

হুকুম অস্থির বেজায় জন-প্রাণী বরকন্দাজরা বিস্বাদ বনবাসে

ক. বিপদে .... হওয়া ভালো নয়।

খ. বাবা কাজটা করতে .... দিলেন।

গ. এ বছর .... শীত পড়েছে।

ঘ. চাঁদে কোনো .... নেই।

ঙ. নুন ছাড়া খাবার খেতে............................... লাগে।

চ. রাজা মেয়েকে .... পাঠালেন।

ছ. .... জমিদার বাড়ি পাহারা দিত।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

কন্যা	ন্য	ন	্য	(য–ফলা)	বন্যা, বন্য
বরকন্দাজ	ন্দ	ন	দ		ছন্দ, খন্দ
প্রাণী	প্র	প	্র	(র–ফলা)	প্রথম, প্রাণ
ক্ষুধার্ত	ক্ষ	ক	ষ		ক্ষমা, ক্ষণ
রান্না	ন্ন	ন	ন		কান্না, পান্না

৪. শূন্যস্থান পূরণ করি।

ক. বকুল বলল,"আমি তোমাকে............................ মতো ভালোবাসি।"

খ. রাজা একটু .... হাসলেন।

গ. পারুলকে পাঠানো হলো ....।

ঘ. পারুল ফিরে আসায় রাজ্যে সবার মুখে .... ফুটল।

৫. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. কে রাজাকে কী রকম ভালোবাসে – সে প্রশ্নের উত্তরে প্রথম কন্যা কী বলল?

১. আমি তোমাকে নুনের মতো ভালোবাসি।
২. আমি তোমাকে মিষ্টির মতো ভালোবাসি।
৩. আমি তোমাকে চিনির মতো ভালোবাসি।
৪. আমি তোমাকে গুড়ের মতো ভালোবাসি।

খ. রাজার ছোট মেয়েকে বনের মধ্যে কারা বাড়ি বানিয়ে দিল?

১. রাজার লোকেরা ২. বনের পরীরা
৩. বনের পশুরা ৪. বনের পাখিরা

গ. "আমাকে চিনতে পেরেছেন?"– রাজাকে এ প্রশ্ন কে করল?

১. শিমুল ২. বকুল
৩. পারুল ৪. রানি

ঘ. রাজা খুব খুশি হলেন কেন?

১. সাজানো খাবার দেখে ২. ছোট মেয়েকে দেখে
৩. শিকার করতে এসে ৪. নানা ফলমূল খেয়ে

৬. মুখে মুখে উত্তর বলি।

ক. শিমুল, বকুল, পারুল –এদের পরিচয় কী?

খ. মেয়েদের কাছে রাজার প্রশ্নটা কী ছিল?

গ. শিমুল ও বকুলের উত্তর শুনে রাজা কী করলেন?

ঘ.“তোমাকে আমি নুনের মতো ভালোবাসি”– একথা কে বলেছিল?

ঙ. রাজা ছোট কন্যাকে কী করলেন?

চ. বনে রাজার মেয়েকে কারা ফলমূল এনে দিল?

ছ. খাবার মুখে দিয়ে রাজা বিরক্ত হলেন কেন?

জ. তিনি কীভাবে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন?

ঝ. রাজ্যে আবার সুখ এলো কেন?

৭. উত্তরগুলো লিখি।

ক. কার উত্তর শুনে রাজার মুখ কালো হয়ে গেল?

খ. বনবাস বলতে কী বোঝায়?

গ. পারুলের সঙ্গে দেখা করতে কারা এলো?

ঘ. পারুল রান্নার সময় কোনো কিছুতে নুন দিল না কেন?

ঙ. খাবার বিস্বাদ হয়েছিল কেন?

চ. রাজা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন কেন?

ছ. পারুল রাজ্যে ফিরে আসায় কারা খুশি হলো?

৮. কথাগুলোর উত্তর জেনে নিই।

ক. উজির শব্দের বদলে আমরা এখন কোন শব্দ ব্যবহার করি?	মন্ত্রী
খ. পাইক শব্দের বদলে আমরা এখন কী বলি?	সৈন্য
গ. হুকুম শব্দের মতো একই রকম আর কী কী শব্দ আছে?	আদেশ, নির্দেশ

৯. গল্পটি মুখে মুখে বলি।

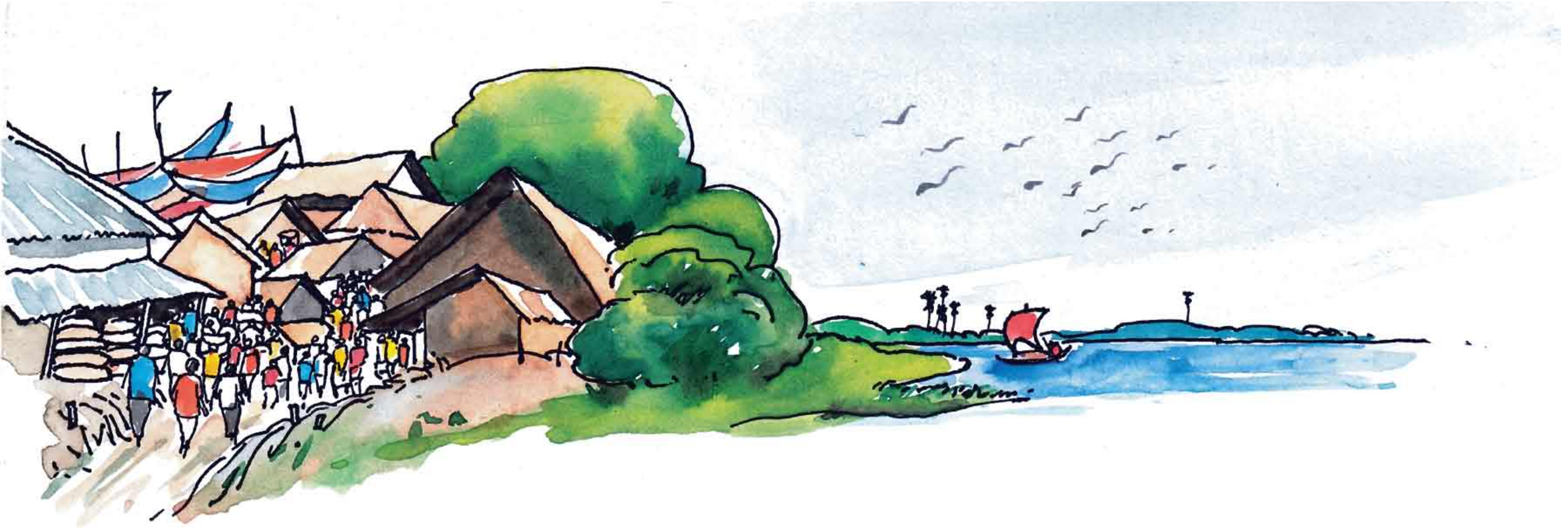

ছড়া

হাটে যাবো

আহসান হাবীব

হাটে যাবো হাটে যাবো ঘাটে নেই নাও,
নি-ঘাটা নায়ের মাঝি আমায় নিয়ে যাও।
নিয়ে যাবো নিয়ে যাবো কতো কড়ি দেবে?
কড়ি নেই কড়া নেই আর কিবা নেবে?

সোনামুখে সোনা হাসি তার কিছু দিও।
হাসিটুকু নিও আর খুশিটুকু নিও।

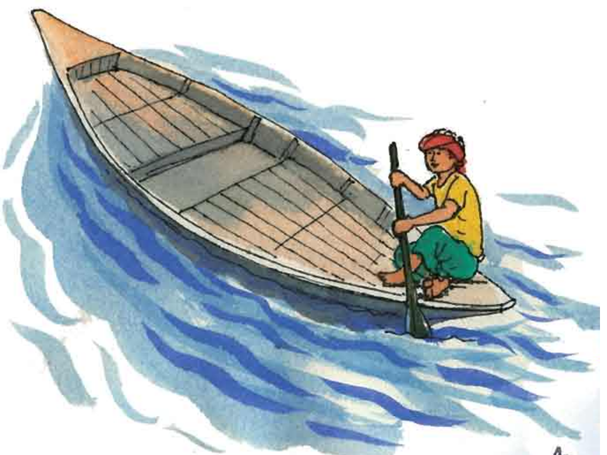

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

নি-ঘাটা   কড়ি নেই কড়া নেই

২. ছড়াটি মুখে মুখে বলি।

৩. আমার জানা আর একটি ছড়া বলি।

৪. ছবি দেখি। ছবিতে কে কী করছে তা মুখে মুখে বলি ও তিনটি বাক্যে লিখি।

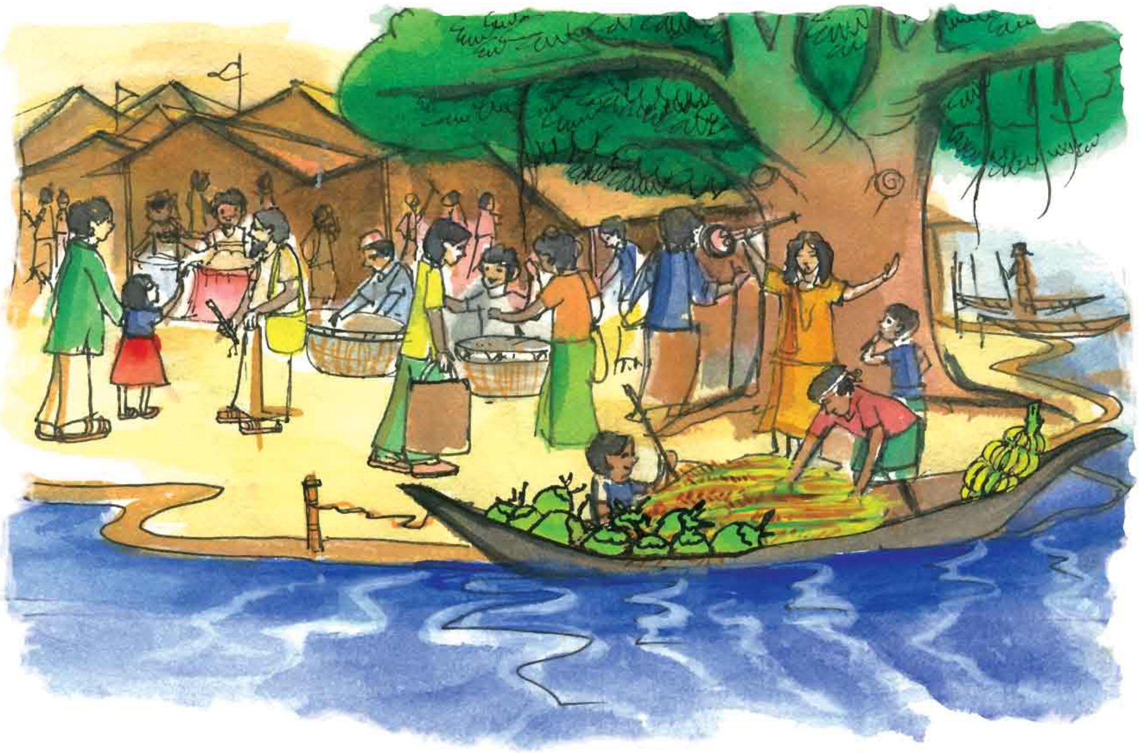

....

....

....

ভাষাশহিদদের কথা

ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখ। ১৯৫২ সাল। ফাল্গুন মাস। কোনো কোনো গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ছে। কিছু কিছু গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে। পলাশ ফুল ফুটেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। চারদিকে থমথমে ভাব। পুলিশ মিছিল করতে নিষেধ করেছে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি ছাত্রদের। পাকিস্তান সরকার চায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে। বাঙালির মুখের ভাষাকে কেড়ে নিতে চায়। কিন্তু ছাত্র-জনতা তা মানবে না। তারা মিছিল করবে। টগবগে তরুণরা বেপরোয়া। প্রয়োজনে তারা জীবন দেবে। মায়ের ভাষার দাবি ছাড়বে না।

মিছিল বের হলো। পুলিশ গুলি করল। গুলিতে নিহত হলেন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ নাম না জানা অনেকে। তাঁরা আমাদের ভাষাশহিদ।

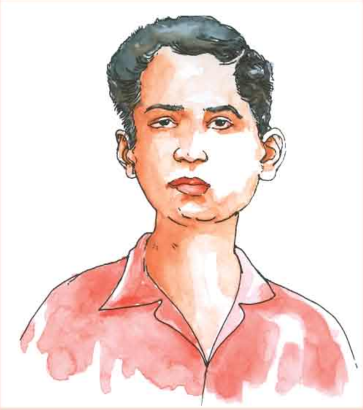

আবুল বরকত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ওই দিন পড়ার টেবিল ছেড়ে ভাষার দাবিতে তিনি ছুটে এসেছিলেন। যোগ দিয়েছিলেন মিছিলে। এক সময় মিছিলে গুলি হলো। গুলি এসে লাগল তাঁর গায়ে। বন্ধুরা তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করালেন। কিন্তু তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হলো না। রাতেই তিনি মারা গেলেন।

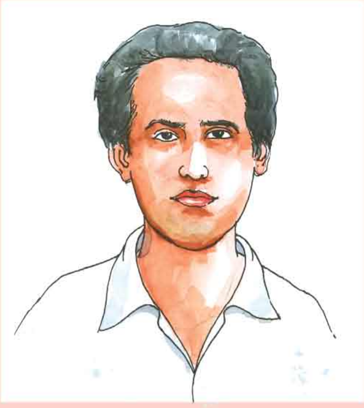

রফিকউদ্দিন আহমদ। বাড়ি মানিকগঞ্জে। কলেজের পড়া শেষ না করে এসেছিলেন ঢাকায়। ঢাকার বাদামতলীতে ছিল তাঁর বাবার ব্যবসায়। কিন্তু ওই দিন তাঁর মন ব্যবসায়ে আটকে থাকে নি। তিনিও ভাষার দাবিতে ছুটে এসেছিলেন মিছিলে। পুলিশের গুলি এসে তাঁর মাথায় লাগে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারা যান।

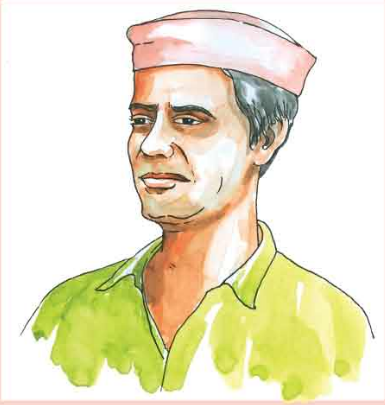

আবদুল জব্বার। ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে তাঁর বাড়ি। গরিব পরিবারের সন্তান তিনি। লেখাপড়ায় বেশি এগোতে পারেন নি। একসময় চাকরি নিয়ে চলে যান বিদেশে। অনেক দিন পর দেশে ফেরেন। ঢাকা এসেছিলেন অসুস্থ শাশুড়ির চিকিৎসার জন্য। ভাষার জন্য তাঁরও প্রাণ কেঁদেছিল। বাংলা ভাষার জন্য তিনিও মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। পুলিশের গুলি এসে লেগেছিল তাঁর শরীরে। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো হাসপাতালে। কিন্তু ডাক্তাররা তাঁকে বাঁচাতে পারেন নি। রাতেই তিনি মারা গেলেন।

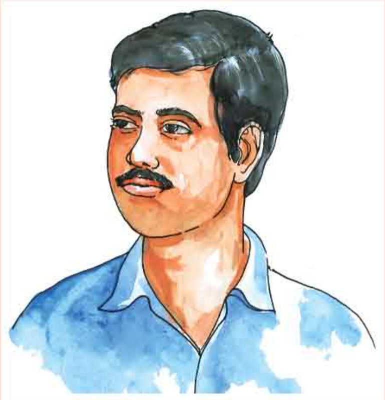

আরেক ভাষাশহিদের নাম আবদুস সালাম। ফেনী জেলায় তাঁর বাড়ি। তিনি ঢাকায় চাকরি করতেন। ভাষার টানে তিনিও গেলেন মিছিলে। একসময় পুলিশের গুলি এসে লাগল তাঁর শরীরে। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে চিকিৎসা চলল। তাঁকেও বাঁচানো গেল না।

এই ভাষাশহিদেরা মাতৃভাষাকে ভালোবাসতেন। তাঁরা জীবন দিয়ে বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষা করেছেন। তাঁদের আত্মত্যাগের ফলে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হয়েছে। তাঁদের ত্যাগের কথা ভুলে যাওয়ার নয়। তাঁরা অমর। আমরা কখনো তাঁদের ভুলব না।

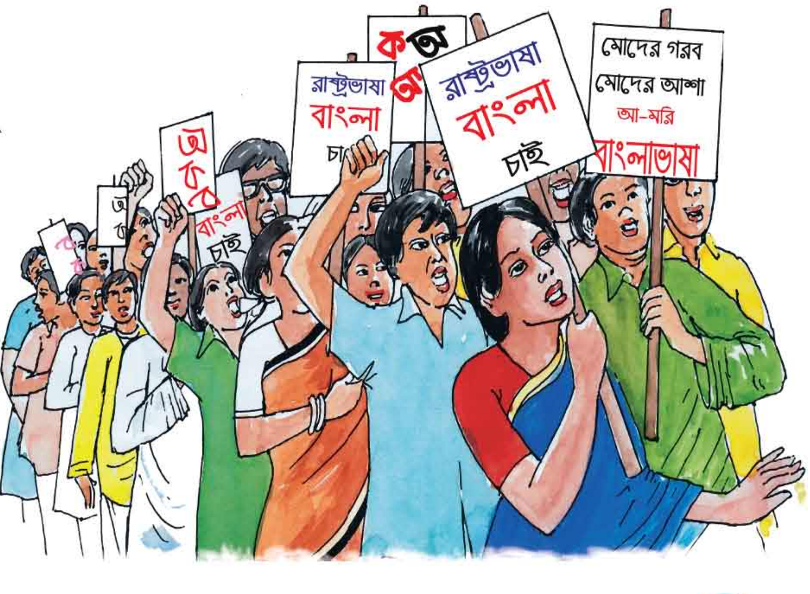
ক অ
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই
মোদের গরব মোদের আশা আ-মরি বাংলাভাষা
অ ক খ বাংলা চাই

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

থমথমে মিছিল টগবগে বেপরোয়া হাসপাতাল ব্যবসায়
অসুস্থ মাতৃভাষা আত্মত্যাগ অমর

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

মিছিলে টগবগে হাসপাতালে মাতৃভাষা অমর বেপরোয়া

ক. তরুণদের মধ্যে সব সময় .... ভাব।

খ. ২১ শে ফেব্রুয়ারির .... খালি পায়ে যেতে হয়।

গ. অসুস্থ মানুষ .... ভর্তি হয়।

ঘ. বাংলা আমাদের ....।

ঙ. সবকিছুতে তার .... ভাব।

চ. দেশের জন্য যাঁরা প্রাণ দেন তাঁরা ....।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

ফাল্গুন	ল্গ	ল	গ		ফল্গু
অসুস্থ	স্থ	স	থ		মুখস্থ, দুস্থ
সম্মান	ম্ম	ম	ম		আম্মা, সম্মতি
রাষ্ট্রভাষা	ষ্ট্র	ষ	ট	্র (র–ফলা)	উষ্ট্র, রাষ্ট্র

৪. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন –

১. রফিক   ২. সালাম

৩. বরকত   ৪. জব্বার

খ. রফিকের বাবা কী করতেন?

১. শিক্ষকতা   ২. ব্যবসায়

৩. চাকরি   ৪. কৃষিকাজ

গ. আবদুস সালামের বাড়ি কোন জেলায়?

১. মানিকগঞ্জ   ২. ঢাকা

৩. ময়মনসিংহ   ৪. ফেনী

৫. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. কিছু কিছু গাছে নতুন .... গজিয়েছে।

খ. পুলিশ .... করতে নিষেধ করেছে।

গ. টগবগে তরুণরা ....।

ঘ. এই ভাষাশহিদেরা .... ভালোবাসতেন।

মাতৃভাষাকে

পাতা

বেপরোয়া

মিছিল

৬. নাম বোঝায় এমন শব্দ লিখি।

মাসের নাম	ফেব্রুয়ারি, ফাল্গুন
ফুলের নাম	....
জায়গার নাম	....

৭. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সম্ভব	অসম্ভব	জীবন	মরণ	নতুন	পুরনো

ক. ভাষার দাবিতে ছাত্ররা .... দিয়েছিলেন।

খ. লেখাপড়া না করে ভালো ফলাফল করা .... ।

গ. বসন্তকালে গাছে .... পাতা গজায়।

৮. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. ছাত্র–জনতা কী দাবি জানিয়েছিল?

খ. পাকিস্তানিরা কী চেয়েছিল?

গ. ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি কে কে শহিদ হয়েছিলেন?

ঘ. ভাষার জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের আমরা কী নামে ডাকি?

ঙ. রফিকউদ্দিন আহমদ কেন ঢাকায় এসেছিলেন?

চ. আবদুল জব্বারের বাড়ি কোথায়?

ছ. ভাষাশহিদেরা কেন জীবন দিয়েছিলেন?

জ. ফেব্রুয়ারি মাসে ফোটে এমন তিনটি ফুলের নাম লিখি।

ঝ. ভাষাশহিদেরা কেন অমর?

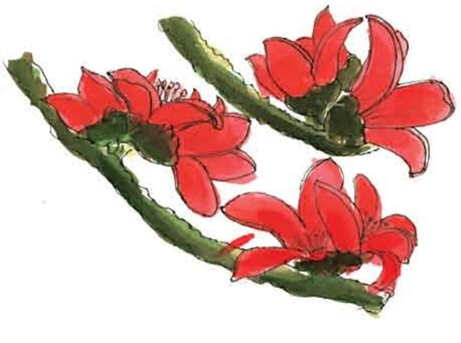

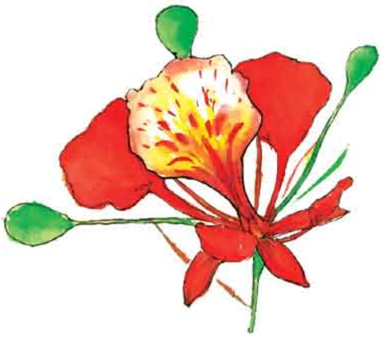

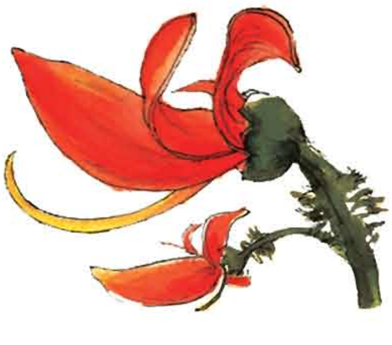

৯. নিচের শব্দগুলো দিয়ে মুখে মুখে বাক্য বলি ও লিখি।

পাতা – বসন্তকালে গাছে গাছে নতুন পাতা গজায়।

ভাষা – ....

ডাক্তার – ....

গুলি – ....

ত্যাগ – ....

১০. ছবি দেখি। ছবি নিয়ে ভাবি। বাক্য বলি ও লিখি।

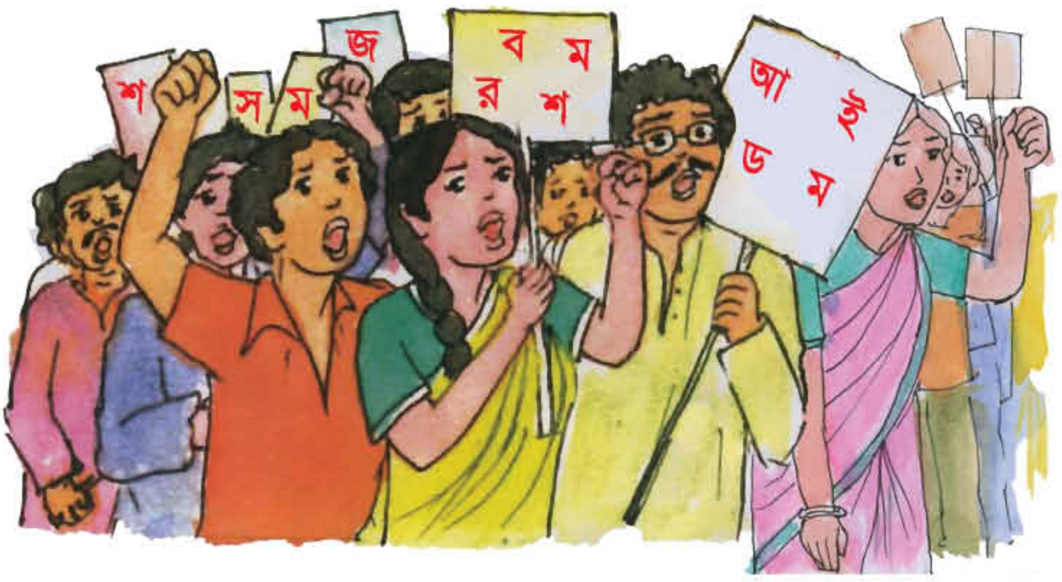
শ
স
ম
জ
ব
ম
র
শ
আ
ই
ড
ম

....

....

....

চল্ চল্ চল্

কাজী নজরুল ইসলাম

চল্ চল্ চল্!
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে চল্।
চল্ চল্ চল্॥

উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল।

নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ,
বাহুতে নবীন বল।

(সংক্ষেপিত)

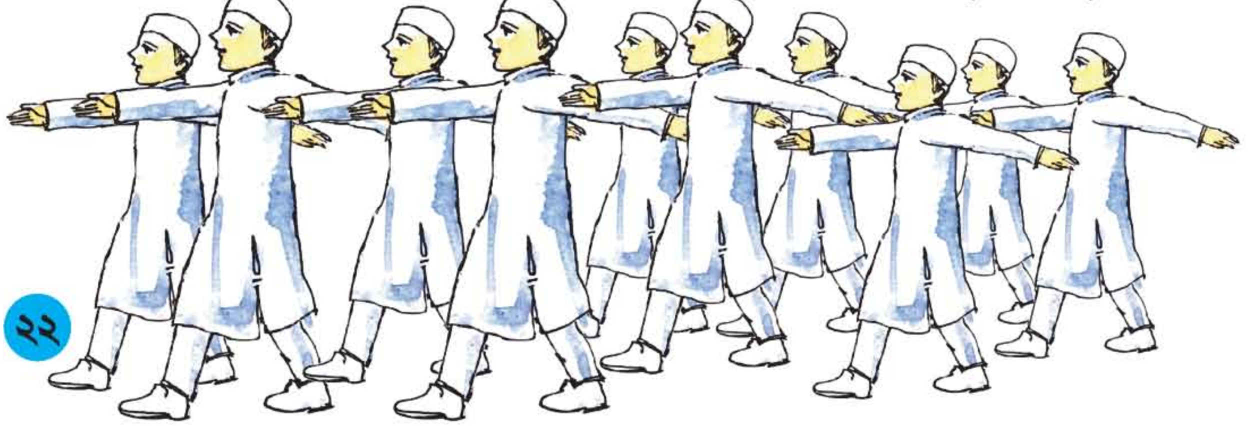

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

উর্ধ্ব গগন মাদল নিম্নে উতলা ধরণী অরুণ প্রাতে
উষা প্রভাত টুটাব তিমির বিন্ধ্যাচল নবীন সজীব শ্মশান

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

নবীনদের ধরণী প্রভাতে উতলা বিন্ধ্যাচল মাদল সজীব

ক. তিনি .... বই পড়েন।

খ. সাঁওতালরা নাচের সময় .... বাজায়।

গ. আমরা .... বরণ করি।

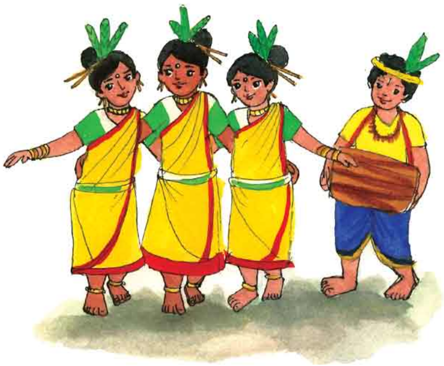

ঘ. তরুণটি সব সময় .... থাকে ।

ঙ. .... খুবই সুন্দর ।

চ. মা সন্তানের জন্য .... হয়েছেন।

ছ. .... একটি পর্বতের নাম।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই।

উর্ধ্ব	র্ধ্ব	র্ধ	ব		
নিম্নে	ম্ন	ম	ন		
বিন্ধ্যাচল	ন্ধ্য	ন	ধ	্য	(য–ফলা)
মহাশ্মশান	শ্ম	শ	ম		

৪. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. মাদল বাজে কোথায়?

১. ঊর্ধ্ব গগনে   ২. ধরণী তলে
৩. ঊষার দুয়ারে   ৪. মহাশ্মশানে

খ. অরুণ প্রাতের দলে কারা আছে?

১. শিশুরা   ২. কিশোরেরা
৩. তরুণেরা   ৪. প্রবীণেরা

৫. কথাগুলো বুঝে নিই এবং লিখি।

ক. আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল।

তরুণেরা সজীব প্রাণের অধিকারী। তারা সব সময় অন্ধকার দূর করতে চায়। তারা এ জন্য সব বাধা ডিঙিয়ে যাবে।

খ. নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,

মহাশ্মশানে প্রাণের আনন্দ নেই। তরুণেরা নতুনের গান গেয়ে মহাশ্মশানকে সজীব করে তুলবে।

৬. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. সারি বেঁধে কারা চলেছে?

খ. কারা তিমির দূর করবে?

গ. বিন্ধ্যাচল কী?

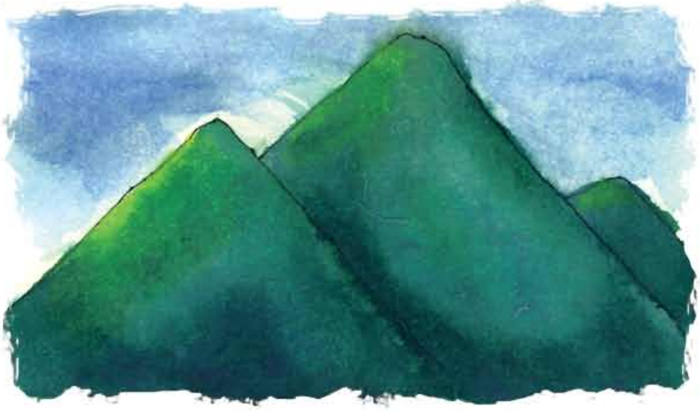

৭. আগের চরণটি বলি ও লিখি।

ক. ....,

নিম্নে উতলা ধরণী–তল,

খ. ....

আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,

গ. ....

সজীব করিব মহাশ্মশান,

৮. একই অর্থের শব্দ জেনে নিই।

গগন – আকাশ, আসমান, নভ।

ধরণী – পৃথিবী, অবনী, জগৎ।

৯. তালে তালে পা ফেলে আমরা কবিতাটি আবৃত্তি করি।

১০. কবিতাটি লিখি।

১১. সবাই মিলে কবিতাটি সুর করে গাই।

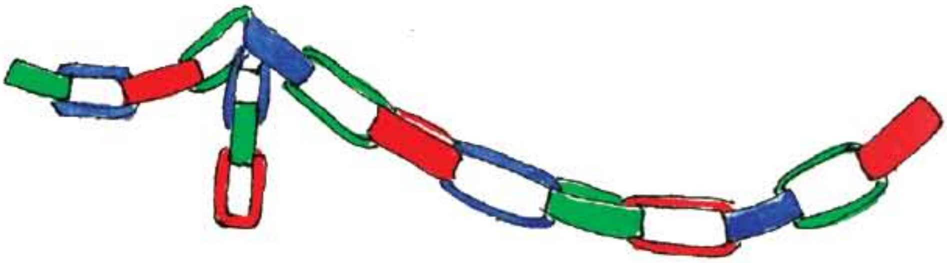

স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে

আজ বৃহস্পতিবার। এই দিন শেষের দুই পিরিয়ডে অন্য রকমের কাজ হয়। আনন্দে ভরে উঠে আমাদের মন। হাসি আনন্দে ভরে থাকে পুরো সময়টা। তাই সবাই আমরা বৃহস্পতিবারের অপেক্ষায় থাকি।

আজ ছবি আঁকার শিক্ষক রূপা আপা তাড়াতাড়ি চলে এলেন।

রূপা : তোমরা তো জানোই আগামী রবিবার আমাদের স্বাধীনতা দিবস। তাই তোমাদের আজই শ্রেণিকক্ষ সাজিয়ে ফেলতে হবে।
তিথি: হ্যাঁ, সাজাব আপামণি।
রূপা : রুনু ও আনিস এখানে চলে এসো।

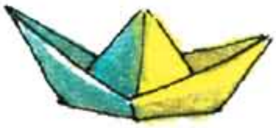

রুনু ও আনিস তাঁর টেবিলের কাছে চলে গেল।

রূপা আপামণির হাতে একটি ডালা। তাতে কতো রকমের জিনিস।

রূপা : এগুলো নাও। পাঁচ মিনিট দুইজনে পরামর্শ করো। কী কী তৈরি করবে, কোথায় কোথায় সেগুলো লাগাবে। আমি সাহায্য করব। প্রয়োজনে আমাকে জিজ্ঞেস করো।

রুনু ও আনিস নিজেদের মধ্যে কথা বলল। তারপর দুইটি দলে ভাগ করে দিল সবাইকে। দুইটি দল দুই দিকে বসে কাজ শুরু করে দিল। একটু গল্প হাসিও চলতে লাগল।

দুই দল মিলে নানা রকমের কাজ করল। লম্বা লম্বা শিকল বানালো রঙিন কাগজ দিয়ে। আর্টবোর্ডে ফুল পাতা এঁকে রং করে নিল। তাতে রাংতার ফিতে দিয়ে কারুকাজ করল। রূপা আপামণি ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। একটু দেখিয়ে দিচ্ছিলেন মাঝে মাঝে। তারপর গিয়ে বসলেন নিজের চেয়ারে। একটু পরে রুনু ও আনিস এলো তাঁর কাছে।

আনিস: আপামণি, আমাদের একটা অনুরোধ আছে।
রূপা : হ্যাঁ, বলো।
রুনু : আমরা একটা দৃশ্য তৈরি করেছি। সেটা পিছনের দেয়ালে লাগাতে হবে। আমরা দেয়ালটা ব্যবহার করতে চাই।
রূপা : তা করতে পারো।
আনিস: আপনি দয়া করে একটু উঠে দাঁড়ান। তা হলে আমরা দেয়ালে কাজ করতে পারব।
রূপা : ঠিক আছে।

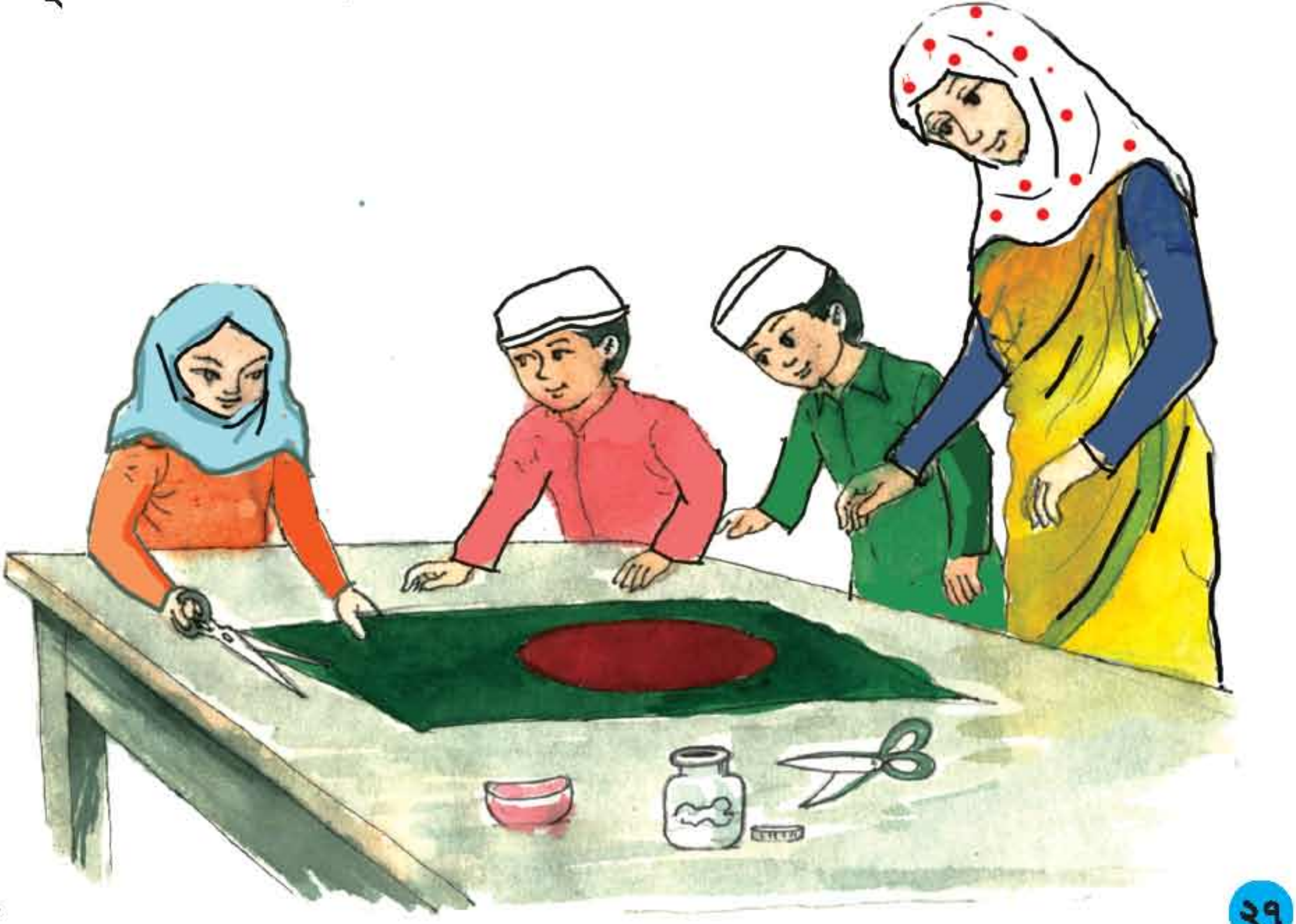

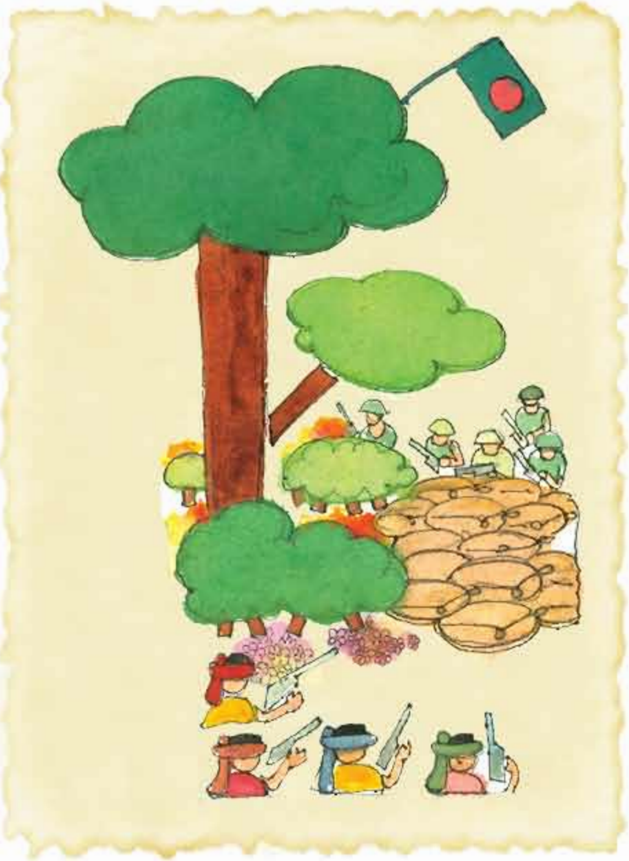

ওরা প্রথমে সাদা আর্টবোর্ড আঠা দিয়ে দেয়ালে লাগাল। রং করা লম্বা গাছটি সেঁটে দিল বাঁ দিকে। গাছের নিচে সবুজ ঝোপে লাল হলুদ কাগজের ফুল লাগাল। চার পাঁচটি গামছাবাঁধা মাথা দেখা যাচ্ছে সেখানে। শক্ত আর্টবোর্ড দিয়ে বানানো হাতে ধরা রাইফেল। দেয়ালের ডান দিকে বালির বস্তা আঁকা কাগজ লাগাল। সেখানে পাকিস্তানি সেনাদের ছবি। পুরো দৃশ্যটায় যেন যুদ্ধ লেগে গেছে।

নীলার হাতে শক্ত কাগজে বানানো জাতীয় পতাকা।

রূপা : দাও, আমি ওটা লাগিয়ে দিচ্ছি। ওটা লাগাতে হবে গাছের মগডালে।

রবি : (হেসে) ধন্যবাদ, আপামণি।

রঙিন কাগজের শিকল, ফুল আর পাতা বানানো ছিল। শ্রেণিকক্ষের চারদিকে মালার মতো সেগুলো ঝুলিয়ে দিল রবি ও পারুল। নীল সাদা রাংতার ফিতে মালার মাঝে মাঝে ঝুলিয়ে দিল। চারদিকটা তখন ঝলমল করে উঠল।

রূপা : খুব সুন্দর কাজ হয়েছে তোমাদের। ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে তোমাদের কাজের জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে।

খুশিতে সকলে হাততালি দিল।

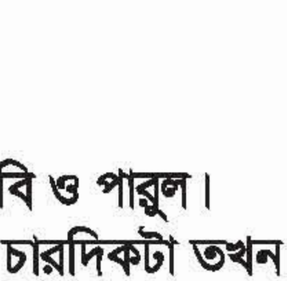

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

স্বাধীনতা পিরিয়ড অপেক্ষা আর্টবোর্ড রাংতা কারুকাজ সাঁটা
রাইফেল যুদ্ধ মগডাল পুরস্কার

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

যুদ্ধ কারুকাজ স্বাধীনতা আর্টবোর্ডে অপেক্ষা পুরস্কার

ক. গরমের ছুটির জন্য .... করছি।

খ. ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের .... দিবস।

গ. ছবি এঁকে শাকিল .... পেয়েছে।

ঘ. আমরা .... করে স্বাধীনতা লাভ করেছি।

ঙ. শাড়িতে মা সুতার .... করেছেন।

চ. রাকিব .... প্রজাপতি এঁকেছে।

৩. বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দ মিল করে একটি শব্দ তৈরি করি।

বামপাশ	ডান পাশ	একটি শব্দ
ছাত্র	বোর্ড	ছাত্রছাত্রী
আপা	পাতা	
দল	ছাত্রী	
আর্ট	নেতা	
ফুল	মণি	

৪. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

বৃহস্পতিবার	স্প	স	প	স্পষ্ট, স্পর্শ
আর্টবোর্ড	র্ট	´	ট	শার্ট, চার্ট
পুরস্কার	স্ক	স	ক	তিরস্কার, ভাস্কর
পরামর্শ	র্শ	´	শ	বর্শা, দর্শক

৫. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. সবাই বৃহস্পতিবারের অপেক্ষায় থাকে কেন?

১. কোনো ক্লাস থাকে না

২. তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে যায়

৩. শেষের দুই পিরিয়ডে অন্য রকমের কাজ হয়

৪. বিদ্যালয় বন্ধ থাকে

খ. আমাদের স্বাধীনতা দিবস কবে?

১. ২১শে ফেব্রুয়ারি   ২. ২৫শে মার্চ

৩. ২৬শে মার্চ   ৪. ১৬ই ডিসেম্বর

গ. ছাত্রছাত্রীরা মুক্তিযুদ্ধের ছবিটি তৈরি করল কেন?

১. স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান ছিল

২. নিজেরা মুক্তিযোদ্ধা সাজতে চেয়েছিল

৩. মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে

৪. সবাই মিলে আনন্দ করবে

৬. বাম দিকের বাক্য খেয়াল করি। বাক্য দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে ডান দিকের শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে বুঝি ও বলি।

ক. তোমাদের শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার রাখা উচিত।	আদেশ	উপদেশ
খ. রুনু ও আনিস, এদিকে এসো।	আদেশ	অনুরোধ
গ. আমাকে একটু তুলে ধরো না ভাই।	অনুরোধ	আদেশ
ঘ. কোথায় লাগাব পতাকাটা?	প্রশ্ন	অনুরোধ
ঙ. খুব সুন্দর কাজ হয়েছে তোমাদের।	উপদেশ	প্রশংসা

৭. বাক্যগুলো পড়ি। বৈশিষ্ট্য বোঝানো শব্দ জেনে নিই।

এটা কাগজ। এটা রঙিন কাগজ।

ওটা শিকল। ওটা লম্বা শিকল।

আর্টবোর্ড আনো। সাদা আর্টবোর্ড আনো।

গাছের নিচে ঝোপ। গাছের নিচে সবুজ ঝোপ।

এসব বাক্যে রঙিন, লম্বা, সাদা, সবুজ হচ্ছে বৈশিষ্ট্য বোঝানো শব্দ।

এবার ঘরের ভিতরের বৈশিষ্ট্য বোঝানো শব্দ নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

সবুজ চমৎকার হলুদ নীল সাদা

রুনু .... কাগজে একটা .... দৃশ্য আঁকল।

সে তাতে ....গাছ, ... গাঁদা ফুল,

.... আকাশ আঁকল।

৮. শ্রেণিকক্ষ সাজানোর বিষয়টি নিজের ভাষায় বলি।

কুঁজো বুড়ির গল্প

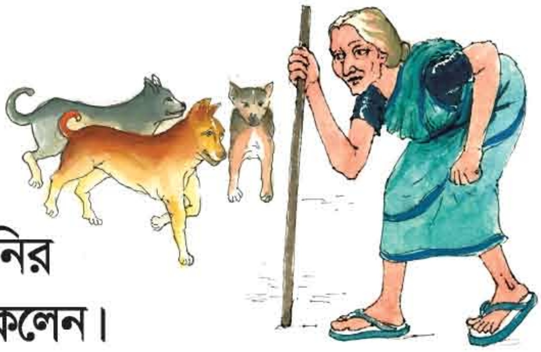

এক ছিল কুঁজো বুড়ি। বুড়ির ছিল তিনটি কুকুর। রঙ্গা, বঙ্গা আর ভুতু। বুড়ি ঠিক করলেন নাতনির বাড়ি যাবেন। তাই রঙ্গা, বঙ্গা আর ভুতুকে ডাকলেন। বললেন,"তোরা বাড়ি পাহারা দে। আমি নাতনিকে দেখে আসি।"

কুকুর তিনটি বলল,"আচ্ছা।"

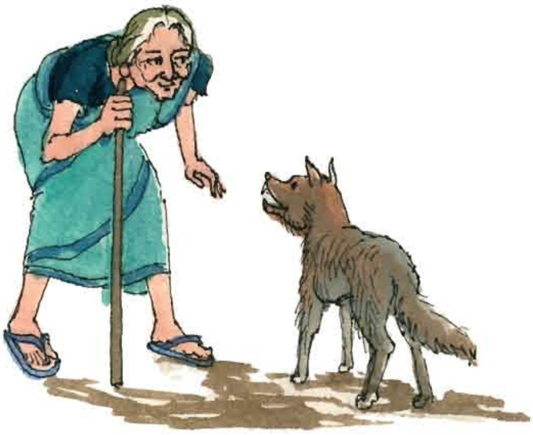

বুড়ি রওয়ানা হলেন। লাঠি ঠুক ঠুক করে কুঁজো বুড়ি চললেন। খানিক দূরে যেতেই এক শিয়ালের সঙ্গে বুড়ির দেখা। শিয়াল বলল,"আমার খুব খিদে। বুড়ি, তোমাকে আমি খাব।" বুড়ি বুদ্ধি করে বললেন,"আমাকে এখন খেয়ো না। আমার গায়ে কি মাংস আছে? আগে নাতনির বাড়ি যাই। খেয়েদেয়ে মোটাতাজা হয়ে আসি। তখন বরং খেয়ো।" শিয়াল বলল, "ঠিক আছে। তবে তাই যাও, মোটাতাজা হয়ে এসো।"

বুড়ি সামনে এগিয়ে চললেন। তিনি লাঠি ঠুক ঠুক করে যান আর যান। হঠাৎ এক বাঘ সামনে এসে বলল, "হালুম! বুড়ি, তোমাকে আমি খাব। আমার খুব খিদে পেয়েছে।" বুড়ি দেখেন, এ তো মহা মুশকিল। বাঘকে একই কথা বলেন তিনি। বাঘ দেখল বুড়ির কথা মিছে নয়। বলল,"তবে যাও। কিন্তু ফিরে আসতে হবে, হ্যাঁ।"

আবার কুঁজো বুড়ি পথ চলেন। আস্তে আস্তে লাঠিতে ভর দিয়ে। এক সময় নাতনির বাড়ি পৌঁছে গেলেন বুড়ি। নাতনির বাড়িতে কদিন মজার মজার খাবার খেলেন। তাতে বুড়ি অনেক মোটা হলেন। বুড়ি মহাচিন্তায় পড়লেন। এবার ফিরবেন কীভাবে? বুড়ি নাতনিকে সব কথা খুলে বললেন। নাতনি বলল,"চিন্তার কিছু নেই। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

নাতনি একটা মস্ত লাউয়ের খোল জোগাড় করল। তার ভিতরে ঢুকিয়ে দিল বুড়িকে। সঙ্গে দিল কিছু চিঁড়ে আর গুড়। এবার খোলটাকে দিল জোরে এক ধাক্কা। গড়িয়ে চলল সেই লাউয়ের খোল। খোল গড়াতে গড়াতে চলে এলো বাঘের কাছে। বাঘ গর গর করে খোলে দিল এক ধাক্কা। আবার গড়িয়ে চলল লাউয়ের খোল। বুড়ি ছড়া কাটেন –

লাউ গুড় গুড় লাউ গুড় গুড়
চিঁড়ে খায় আর খায় গুড়
বুড়ি গেল অনেক দূর।

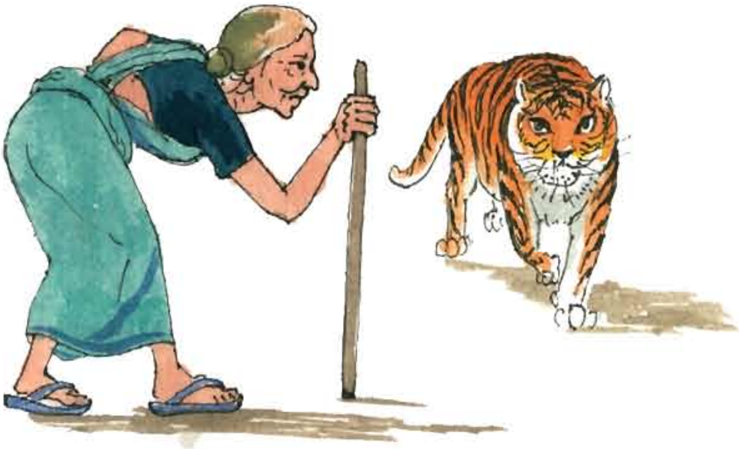

খোল গড়াতে গড়াতে এলো শিয়ালের কাছে। শিয়াল দেখল খোলের ভিতরে বুড়ি। বলল, "বুড়ি এবার তোমাকে এক্ষুনি খাব।" বুড়ি বললেন, "খাবি তো খুব ভালো কথা। কিন্তু আমারও তো কিছু ইচ্ছে আছে। আমি যে তোর গান শুনতে চাই।" শিয়াল তক্ষুনি গান ধরল, হুক্কা হুয়া। হুক্কা হুয়া। বুড়ি গিয়ে দাঁড়ালেন একটা উঁচু ঢিবির উপর। বুড়ি গানের সুরে ডাকলেন –

আয় আয় তু তু
রঙ্গা বঙ্গা ভুতু
আয় আয় আয়
জলদি চলে আয়।

নিমেষেই ছুটে এলো বুড়ির কুকুর তিনটি। শিয়ালকে ঘিরে ফেলল তারা। একটা কামড় দিল শিয়ালের কানে, আরেকটা দিল ঘাড়ে, একটা পায়ে। বাছা এবার যাবে কোথায়? শিয়াল তখন নাস্তানাবুদ, মরমর দশা।

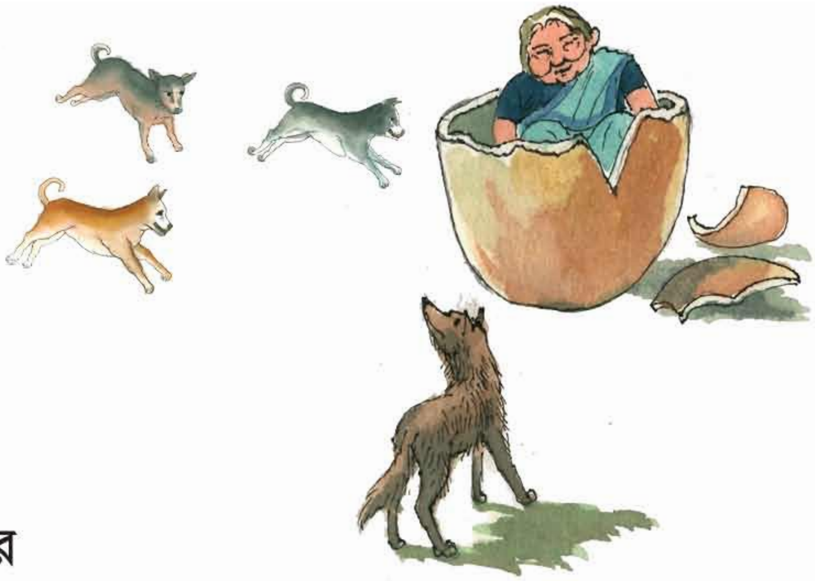

কুঁজো বুড়ি মহানন্দে চললেন তার বাড়ির দিকে। সঙ্গে রঙ্গা, বঙ্গা আর ভুতু।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কুঁজো   খিদে   মুশকিল   এক্ষুনি   তক্ষুনি   নাস্তানাবুদ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

নাস্তানাবুদ   এক্ষুনি   তক্ষুনি   মুশকিল   খিদে

ক. ফুলির খুব .... পেয়েছে।

খ. আমাকে .... যেতে হবে।

গ. কাজটা করতে গেলে .... হবে।

ঘ. .... কাজটা করে ফেললে ভালো হতো।

ঙ. কুকুরগুলো শিয়ালটাকে .... করে ছাড়ল।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

আচ্ছা	চ্ছ	চ	ছ	খাচ্ছে, ইচ্ছা
ধাক্কা	ক্ক	ক	ক	ছক্কা, এক্কা

৪. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. কুঁজো বুড়ি বাড়ি পাহারা দিতে কাদের বললেন?

১. দারোয়ানদের ২. পাহারাদারদের

৩. কুকুর তিনটিকে ৪. নাতনিকে

খ. বিপদ দেখে বুড়ি শিয়ালকে বলেছিলেন, "আগে নাতনির বাড়ি যাই। খেয়েদেয়ে মোটাতাজা হয়ে আসি।"–এ কথায় বুড়ির কিসের পরিচয় পাওয়া যায়?

১. বুদ্ধির ২. বোকামির

৩. রসিকতার ৪. রাগের

গ. বুড়ির তিনটি কুকুর নিমেষেই ছুটে এলো কেন?

১. শিয়ালের ডাক শুনে

২. গানের সুরে বুড়ির চিৎকার শুনে

৩. শিয়ালের গান শুনে

৪. বুড়ির খোঁজ পেয়ে

ঘ. নাতনি বুড়িকে লাউয়ের খোলে ঢুকিয়ে সঙ্গে কী কী খাবার দিল?

১. চিঁড়ে আর দই ২. চিঁড়ে আর গুড়

৩. গুড় আর মুড়ি ৪. গুড় আর খই

৫. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বুড়ির কয়টি কুকুর ছিল? তাদের নাম কী?
খ. বুড়ি কোথায় যাচ্ছিলেন?
গ. কুকুর তিনটিকে বুড়ি কী বলে গেলেন?
ঘ. বুড়ি শিয়ালকে কী বললেন?
ঙ. বুড়ি বাঘকে কী বললেন?
চ. নাতনির বাড়িতে গিয়ে বুড়ি মোটা হলেন কীভাবে?
ছ. নাতনি বুড়িকে কী রকম করে পাঠাল?
জ. বাড়ি ফেরার পথে কার কার সঙ্গে বুড়ির দেখা হলো?
ঝ. বুড়ি কীভাবে প্রাণীদের থেকে বাঁচলেন?

৬. বাক্যগুলো পড়ি। বাক্যের শেষে দাড়ি এবং প্রশ্নচিহ্ন বসাই।

ক. আমার গায়ে কি মাংস আছে	?
খ. সে আজ বাড়ি যাবে	।
গ. সে ফিরবে কীভাবে	
ঘ. ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী	
ঙ. ভিতরে কী আছে	
চ. আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি	
ছ. কুকুর তিনটি কী করল	

প্রশ্নচিহ্ন বাক্যে কিছু জানার ভাব বা জানার ইচ্ছা বোঝায়। এগুলোকে বলে প্রশ্নবাক্য। এ ধরনের বাক্যের শেষে প্রশ্ন (?) চিহ্ন বসে।

৭. কুঁজো বুড়ির গল্পটা মুখে মুখে বলি।

৮. গল্পটি দলে অভিনয় করি। [শিক্ষক সহায়তা করবেন]

৯. পোষা প্রাণী সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখি।

....

....

....

১০. ছবি দেখে গল্প বলি ও তিনটি বাক্য লিখি।

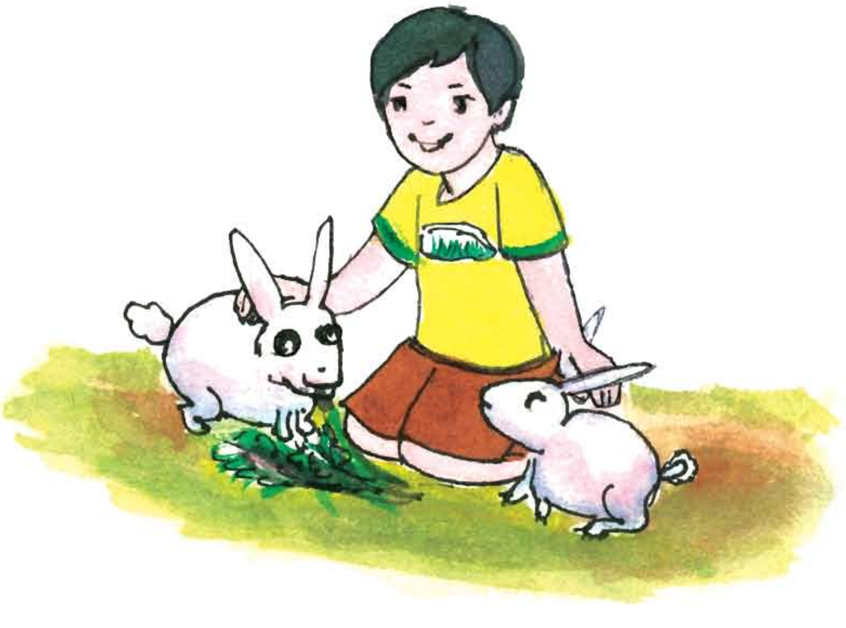

....

....

....

তালগাছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।
মনে সাধ, কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়
একেবারে উড়ে যায়;
কোথা পাবে পাখা সে?
তাই তো সে ঠিক তার মাথাতে
গোল গোল পাতাতে
ইচ্ছাটি মেলে তার,
মনে মনে ভাবে, বুঝি ডানা এই,
উড়ে যেতে মানা নেই
বাসাখানি ফেলে তার।
সারাদিন ঝরঝর থত্থর
কাঁপে পাতা-পত্তর,
ওড়ে যেন ভাবে ও,
মনে মনে আকাশেতে বেড়িয়ে
তারাদের এড়িয়ে
যেন কোথা যাবে ও।

তার পরে হাওয়া যেই নেমে যায়,
পাতা–কাঁপা থেমে যায়,
ফেরে তার মনটি –
যেই ভাবে মা যে হয় মাটি তার,
ভালো লাগে আরবার
পৃথিবীর কোণটি।

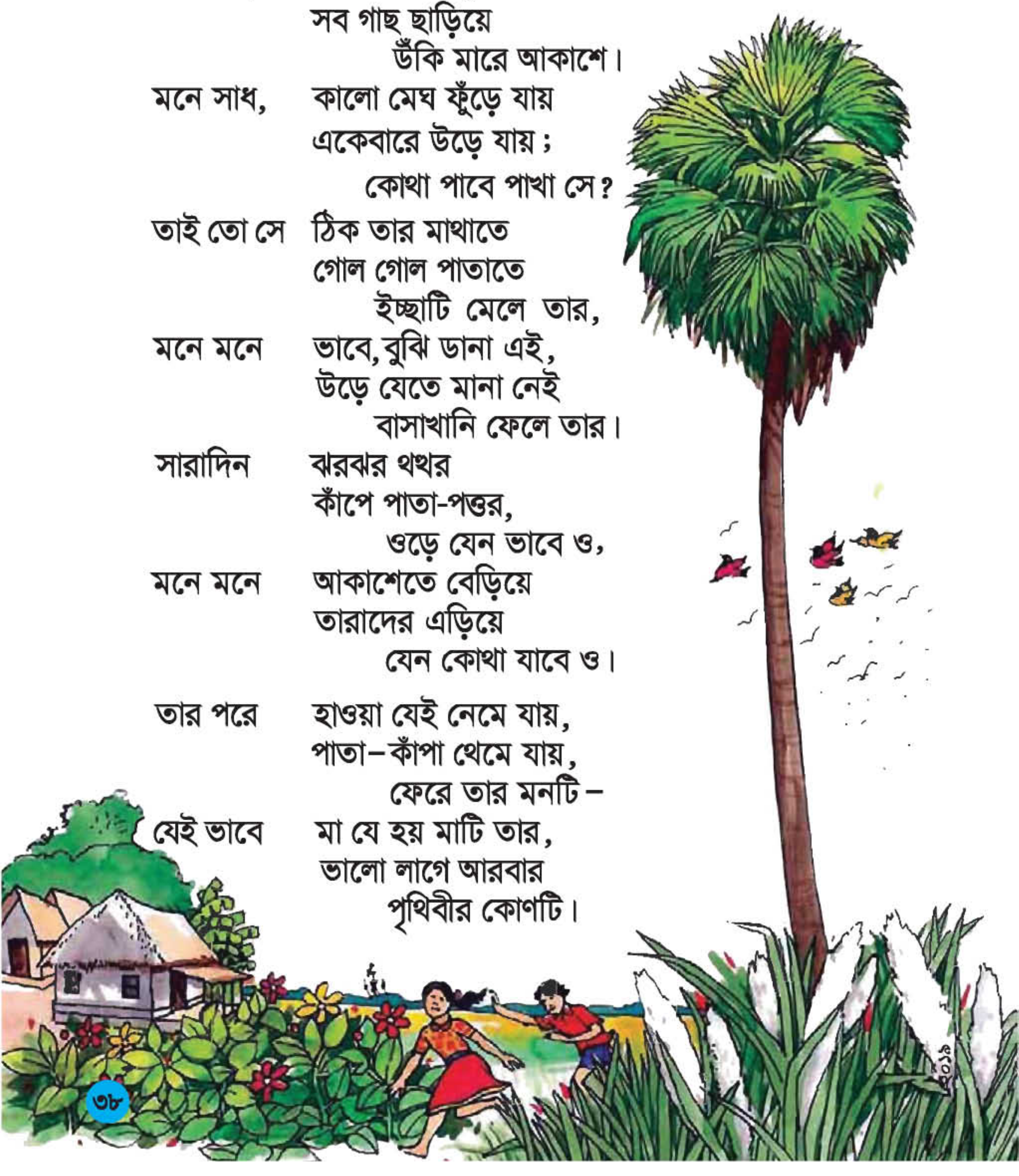

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

সাধ থত্থর

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

থত্থর সাধ

ক. দীপুর পাখির মতো উড়ার .... হয়েছে।

খ. শীলা শীতে .... করে কাঁপছে।

৩. কথাগুলো বুঝে নিই।

পত্তর – পাতা।

ফেরে – ফিরে আসে।

ফেরে তার মনটি – তার ইচ্ছা বদলে যায়।

আরবার – আরেক বার।

৪. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ....

খ. তার পরে হাওয়া যেই নেমে যায়,
.... থেমে যায়,

গ. যেই ভাবে মা যে হয় মাটি তার,
ভালো লাগে ....
.... কোণটি ।

আরবার

পাতা-কাঁপা

ছাড়িয়ে

পৃথিবীর

৫. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. তালগাছ মনে মনে কাকে মা বলে ভাবে?

১. মেঘকে
২. আকাশকে
৩. মাটিকে
৪. পৃথিবীকে

খ. তালগাছের মনে কী ইচ্ছা জাগে?

১. সব গাছের চেয়ে উঁচু হবে
২. পাতায় ভর করে ভাসবে
৩. আকাশে উঁকি মেরে দেখবে
৪. কালো মেঘ ফুঁড়ে উড়ে যাবে

গ. তালগাছের ইচ্ছা কখন বদলায়?

১. মায়ের কথা মনে হলে
২. দিন শেষ হলে
৩. হাওয়া নেমে গেলে
৪. বেড়ানো শেষ হলে

৬. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. তালগাছকে দেখে কী মনে হয়?
খ. 'মনে সাধ কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়'– কথাটির অর্থ কী?
গ. তালগাছ কীভাবে তার ইচ্ছাকে ছড়িয়ে দেয়?
ঘ. তালগাছ পাখা চায় কেন?

৭. গাছের যত্ন নেওয়া সম্পর্কে তিনটি বাক্য মুখে মুখে বলি ও লিখি।

....

....

....

৮. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

পৃথিবী ....

সাধ ....

মনে মনে ....

ডানা ....

মাটি ....

৯. ‘তালগাছ’ কবিতার প্রথম বারো লাইন মুখস্থ লিখি।

১০. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

১১. ছবি দেখি এবং ইচ্ছেমতো বাক্য লিখি।

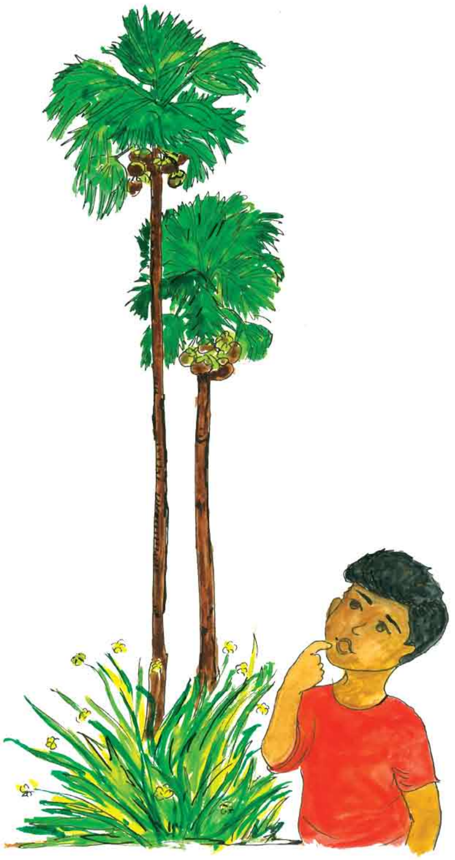

....

....

....

....

....

একাই একটি দুর্গ

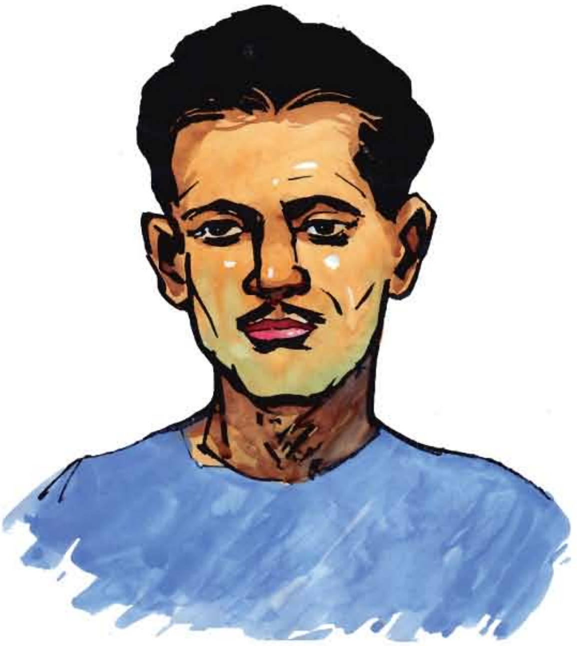

৭ই মার্চ ভাষণ দেন জাতির পিতা
বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ওই ভাষণে
তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামের ডাক দেন।
মোস্তফা কামাল তখন চব্বিশ বছরের যুবক।
বঙ্গাবন্ধুর ভাষণ শুনে তাঁর বুক ফুলে ওঠে।

এপ্রিল ১৯৭১।
পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এগিয়ে আসছে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে। তাদের ঠেকানোর জন্য
মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিয়েছেন দরুইন গ্রামে।
দলে মাত্র দশজন সৈন্য। অধিনায়ক
সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল।

১৬ই এপ্রিল ১৯৭১।
মোস্তফা কামাল খবর পেলেন পাকিস্তানি বাহিনী কুমিল্লার আখাউড়া
রেললাইন ধরে এগিয়ে আসছে। চাইছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া দখল করতে।

১৭ই এপ্রিল ১৯৭১।
ভোর থেকেই পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের উপর গোলাবর্ষণ শুরু করল।
মোস্তফা কামাল ভাবতে লাগলেন। এত কম শক্তি নিয়ে ওদের মোকাবিলা
করা যাবে না। খবর পাঠালেন জরুরি সেনা সহায়তার জন্য।

কিন্তু বাড়তি সেনা এলো না। এমনকি দুই দিন ধরে নিয়মিত খাবারও বন্ধ।
চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। সকলে মিলে আত্মরক্ষা করলেন পরিখার
মধ্যে।

দুপুরের দিকে বাড়তি কয়েকজন সেনা দরুইনে এসে পৌঁছালেন। সেই সঙ্গে
খাবারও এলো। পাকিস্তানি ঘাঁটি থেকে গোলাবর্ষণও হলো বন্ধ।

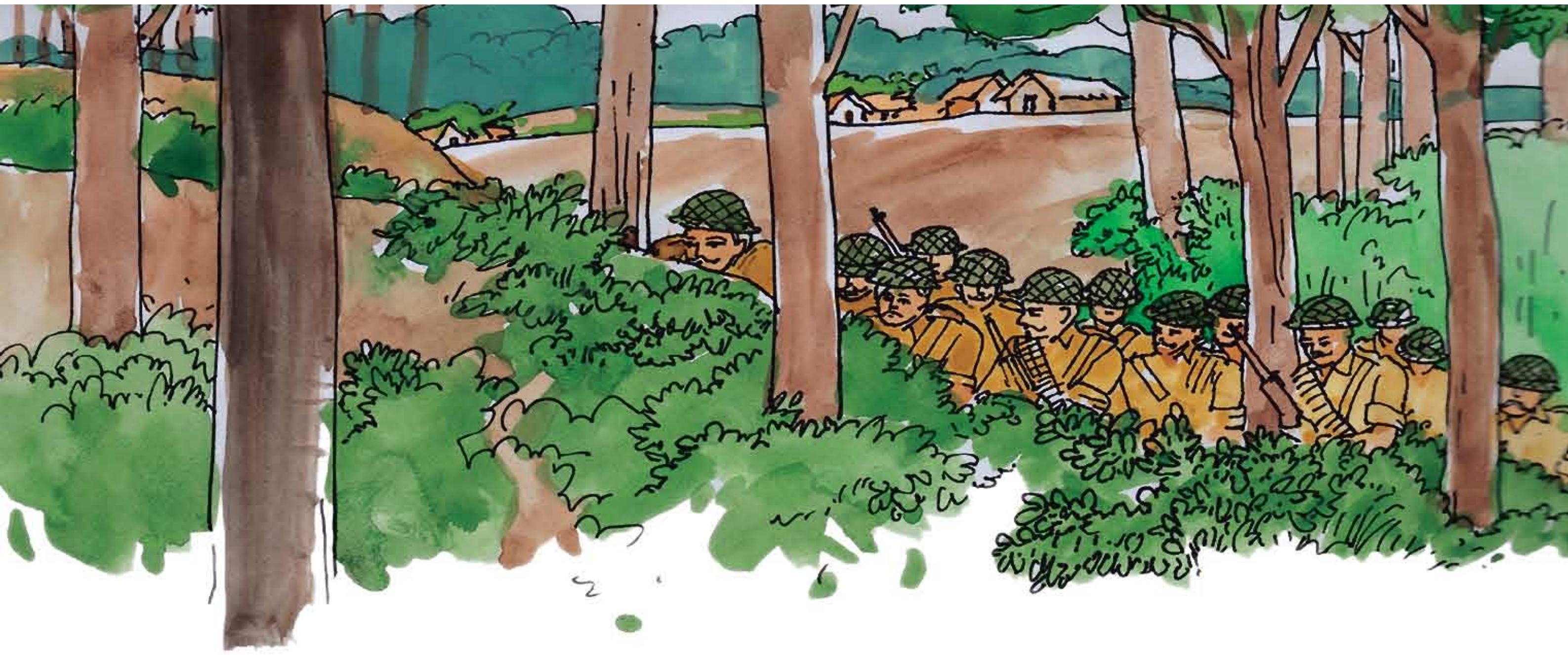

১৮ই এপ্রিল ১৯৭১।
সকালবেলা সারা আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। মুক্তিযোদ্ধারা ভাবলেন, বৃষ্টি এলে দুশমনদের হামলা থেকে কিছুটা রেহাই মিলবে।

বেলা এগারোটা। শুরু হলো প্রচণ্ড বৃষ্টি। আর সেই সঙ্গে শত্রুর গোলাবর্ষণ। এগিয়ে আসতে লাগল পাকিস্তানি বাহিনী। বেলা বারোটা। আক্রমণ হলো আরও তীব্র। মুক্তিযোদ্ধাদের পালটা গুলি তার সামনে কিছুই না।

হঠাৎ একটা গুলি এসে বিঁধল এক মুক্তিযোদ্ধার বুকে। তিনি মেশিনগান চালাচ্ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল মেশিনগান। মোস্তফা কামাল পাশেই ছিলেন। তিনি এক মুহূর্তও দেরি না করে চালাতে লাগলেন মেশিনগান।

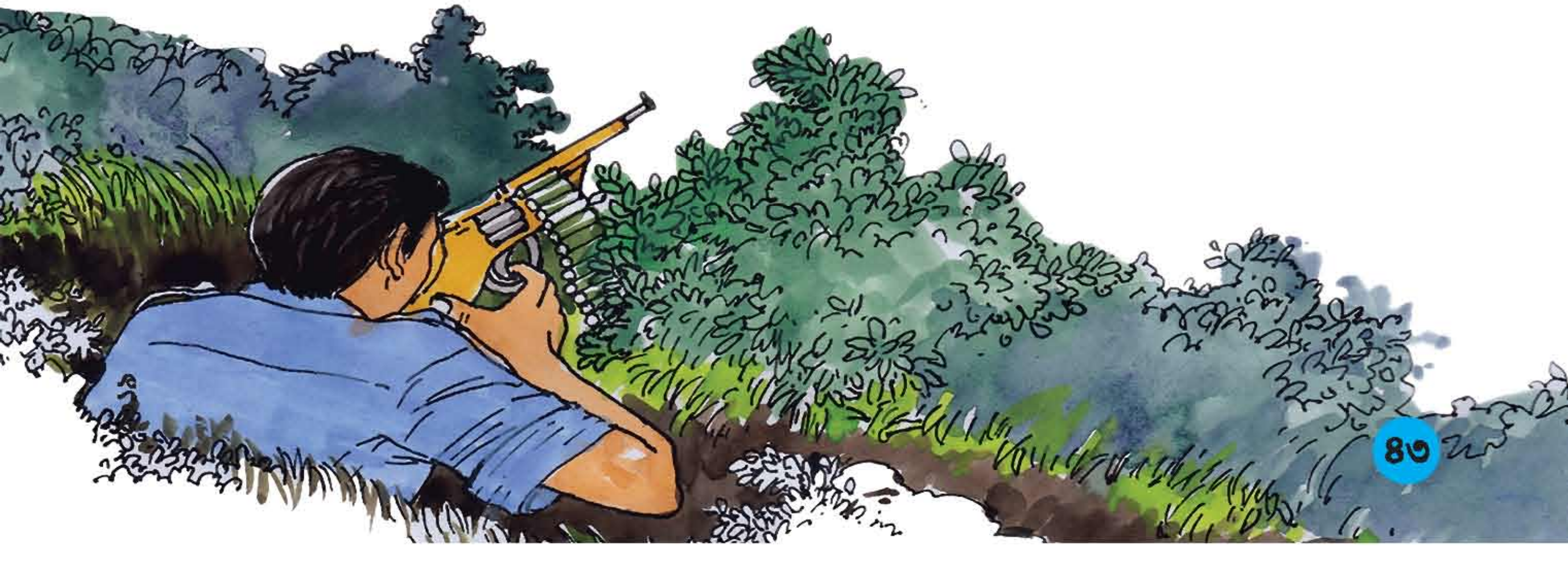

পাকিস্তানি সৈন্যরা সংখ্যায় অনেক। সঙ্গে ভারী অস্ত্রশস্ত্র। মুক্তিযোদ্ধারা সংখ্যায় কম। ভারী অস্ত্রশস্ত্র তাঁদের তেমন নেই। তাঁদের হয় সামনাসামনি যুদ্ধ করতে হবে, না হয় পিছু হটতে হবে।

কিন্তু পিছু হটতে চাইলেও কিছুটা সময় দরকার। ততক্ষণ অবিরাম গুলি চালিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে হবে দুশমনদের। এ দায়িত্ব কে নেবে?

এ সময় আরও একজন ঢলে পড়লেন শত্রুর গুলিতে। মোস্তফা কামাল পরিখার মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চালাতে লাগলেন গুলি। নয়জন মুক্তিযোদ্ধা এর মধ্যেই শহিদ হয়েছেন। পিছু না হটলে সবার মৃত্যু অবধারিত।

মোস্তফা কামাল সবাইকে সরে যেতে বললেন। তিনি একা গুলি চালিয়ে যাবেন। মোস্তফা কামাল জোর দিয়ে বললেন,"আপনাদের পিছু হটতেই হবে। তা না হলে দুশমনরা সবাইকে শেষ করে দেবে।" তিনি আবার আদেশ দিলেন,"সবাই দ্রুত সরে যান।"

শেষ পর্যন্ত মোস্তফা কামালকে রেখে সবাই খুব সাবধানে পিছু হটলেন।

অনবরত গুলি চালিয়ে যাচ্ছেন মোস্তফা কামাল। তিনি একাই যেন মুক্তিবাহিনীর একটা দুর্গ। একসময় গুলি শেষ হয়ে গেল। হঠাৎ একটা গোলা এসে পড়ল পরিখার মধ্যে। গোলার আঘাতে তাঁর শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেল। তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

দরুইনের মাটিতে সমাহিত হয়ে আছে মোস্তফা কামালের ক্ষতবিক্ষত দেহ। তাঁর আত্মদানের কথা আমরা কোনো দিন ভুলব না।

তিনি আমাদের গৌরব। তিনি আমাদের অকুতোভয় বীর। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাবে ভূষিত করে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

অধিনায়ক অকুতোভয় আত্মদান নির্বিঘ্নে বীরশ্রেষ্ঠ সমাহিত

গোলা পরিখা ভূষিত

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

পরিখার বীরশ্রেষ্ঠ অধিনায়ক অকুতোভয় সমাহিত নির্বিঘ্নে

ক. যাত্রীরা .... নদী পার হলো।

খ. .... লড়াই চালিয়ে যেতে বললেন।

গ. মোস্তফা কামাল একজন .... ।

ঘ. সৈন্যরা .... ভিতর থেকে গুলি ছুঁড়ছে।

ঙ. মোস্তফা কামালকে দরুইনে .... করা হয়।

চ. তিনি একজন .... মুক্তিযোদ্ধা।

৩. পাঠ অনুসরণ করে নিচের ঘটনার পাশে তারিখবাচক শব্দ লিখি।

ক. পাকিস্তানি বাহিনী আখাউড়া রেললাইন ধরে এগোয়–১৬ই এপ্রিল

খ. দরুইন গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর গোলাবর্ষণ হয়–

গ. মোস্তফা কামাল শহিদ হলেন–

৪. আমাদের জাতীয় দিবসগুলোর পাশে তারিখবাচক শব্দ লিখি।

ক. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ....

খ. স্বাধীনতা দিবস ....

গ. বিজয় দিবস ....

৫. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. মোস্তফা কামাল সমাহিত আছেন –

১. ব্রাহ্মণবাড়িয়া　২. দরুইন

৩. আখাউড়া　৪. কুমিল্লা

খ. এই যুদ্ধে কতোজন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হয়েছেন?

১. আটজন　২. নয়জন

৩. দশজন　৪. এগারোজন

গ. পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা এগিয়ে আসছিল –

১. ঢাকার দিকে　২. দরুইনের দিকে

৩. ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে　৪. কুমিল্লার দিকে

ঘ. ১৮ ই এপ্রিল কয়টার সময়ে প্রচণ্ড বৃষ্টি হলো?

১. সকাল নয়টায়　২. বেলা এগারোটায়

৩. দুপুর একটায়　৪. দুপুর দুইটায়

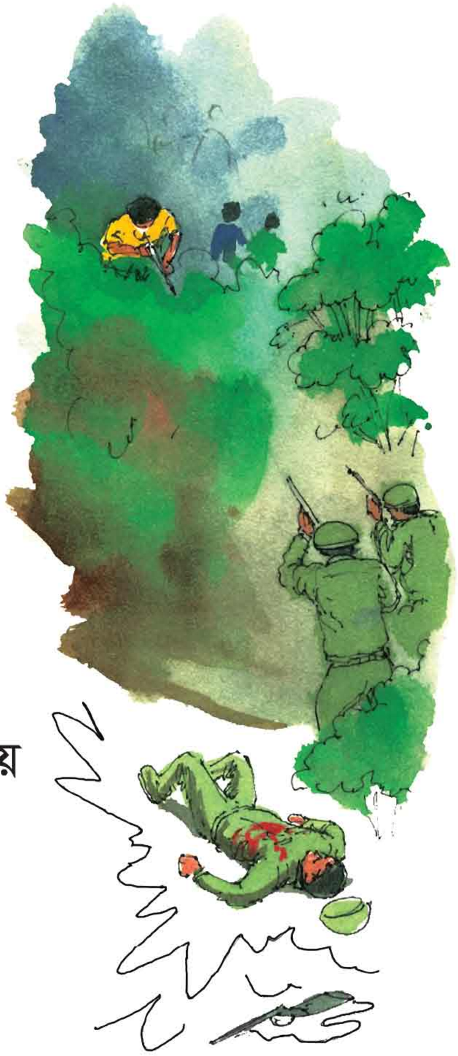

৬. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে এগিয়ে আসছিল?

খ. মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় অবস্থান নিয়েছিলেন?

গ. মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে কোন দুইটি পথ খোলা ছিল?

ঘ. সঙ্গীদের জীবন বাঁচাতে মোস্তফা কামাল কী সিদ্ধান্ত নিলেন?

ঙ. একাই একটি দুর্গ– কাকে বোঝানো হয়েছে? কেন?

৭. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

জীবন	মৃত্যু	শত্রু	মিত্র	কম	অনেক	হালকা	ভারী	বন্ধ	খোলা

ক. আমাদের দেশে .... নদী আছে।

খ. মুক্তিযুদ্ধে অনেকেই .... দিয়েছিলেন।

গ. পাকিস্তানি সেনাদের সাথে ছিল .... অস্ত্রশস্ত্র।

ঘ. .... বাহিনী গোলাবর্ষণ শুরু করল।

ঙ. শুক্রবারে আমাদের স্কুল .... থাকে।

৮. বাক্যগুলো পড়ি। হাঁ বোঝানো এবং না বোঝানো বাক্য সম্পর্কে জেনে নিই।

ওদের মোকাবিলা করা যাবে।
ওদের মোকাবিলা করা যাবে না।

হাঁ বোঝানো
না বোঝানো

এবার নিচের বাক্যগুলোকে হাঁ বোঝানো/ না বোঝানো বাক্যে পরিবর্তন করি।

সকালে গোলাবর্ষণ শুরু হলো। ....

শত্রুরা এগোতে পারল না। ....

মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটবেন। ....

আমার পণ

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,
আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।
ভাইবোন সকলেরে যেন ভালোবাসি,
এক সাথে থাকি যেন সবে মিলেমিশি।
ভালো ছেলেদের সাথে মিশে করি খেলা,
পাঠের সময় যেন নাহি করি হেলা।
সুখী যেন নাহি হই আর কারও দুখে,
মিছে কথা কভু যেন নাহি আসে মুখে।
সাবধানে যেন লোভ সামলিয়ে থাকি,
কিছুতে কাহারে যেন নাহি দিই ফাঁকি।
ঝগড়া না করি যেন কভু কারও সনে,
সকালে উঠিয়া আমি বলি মনে মনে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

গুরুজন   পাঠ   হেলা   আদেশ   ফাঁকি   কভু   সামলিয়ে

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কভু	পাঠ	হেলা	আদেশ	সামলিয়ে	গুরুজন	ফাঁকি

ক. বড়দের .... মেনে চলা উচিত।

খ. আমরা .... শেষ করে খেলতে যাই।

গ. কাজে .... দেওয়া উচিত নয়।

ঘ. .... মিথ্যা বলব না।

ঙ. মা–বাবা, শিক্ষক আমাদের ....।

চ. কাউকে .... করব না।

ছ. লোভ .... যেন চলতে পারি।

৩. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. কবিতাটি থেকে আমরা কী শিখলাম?

১. সবাই যেন সুখে বাস করতে পারি
২. সবাই মিলেমিশে জীবন কাটাতে পারি
৩. সবাই যেন সবাইকে ভালোবাসতে পারি
৪. সবাই সাবধানে সুখে জীবন কাটাতে পারি

৪. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. সারাদিন আমি কীভাবে চলব?

খ. কারা গুরুজন?

গ. পড়ার সময় আমি কী করব?

ঘ. কোন ধরনের কথা আমি বলব না?

ঙ. কাদের আমরা ভালোবাসব?

চ. অন্যের দুঃখে আমরা কী করব?

৫. ডান দিকের কথার সাথে বাম দিকের কথা মিলিয়ে পড়ি ও লিখি।

আদেশ মেনে চলি

ভালোবাসি

কাজ করি

পাঠের সময়

সামলে রাখি

গুরুজনদের/ভালো ছেলেদের

ভালো ছেলেদের/সবাইকে

মনে মনে/ভালো মনে

করি খেলা/নাহি হেলা

দুঃখ/লোভ

৬. গুরুজন সম্পর্কে জানি এবং তাঁদের সম্পর্কে একটি করে বাক্য লিখি।

বাবা | মা ....

দাদা | দাদি ....

নানা | নানি ....

চাচা | চাচি ....

মামা | মামি ....

শিক্ষক ....

৭. নিচের বাক্যগুলোর কাজ বোঝানো শব্দগুলো লিখি এবং তা দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

আমি সকালে ঘুম থেকে উঠি।	উঠা	সকালে উঠা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।
কথাটা মনে মনে বললাম।	বলা	সবার সত্য কথা বলা উচিত।
ভালো হয়ে চলি		....
ভালো মনে কাজ করি		....
সকলেরে যেন ভালোবাসি		....
একসাথে থাকি		....
কারো দুঃখে সুখী যেন না হই		....

৮. কবিতাটি মুখস্থ বলি ও লিখি।

৯. আমার ইচ্ছে সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখি।

....

....

....

পাখিদের কথা

রোজ সকালে নানা রকম পাখির ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙে। ওরা নানা সুরে ডাকাডাকি করে। তাতে মনটা খুশিতে ভরে উঠে। পাখি আমাদের অনেক উপকার করে। পরিবেশ রক্ষা করে। তারা আমাদের প্রতিবেশীর মতো। পাখি আমাদের বন্ধু।

আমাদের খুব পরিচিত পাখি কাক। কালো পালকে ঢাকা শরীর তার। কাক কা কা করে ডাকে। এরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে। খুব চালাক বলে নাম আছে কাকের। তবে বোকামির কাণ্ডও করে সে। কোকিলের ডিমে তা দেয়। বাচ্চা ফুটিয়ে দেয়।

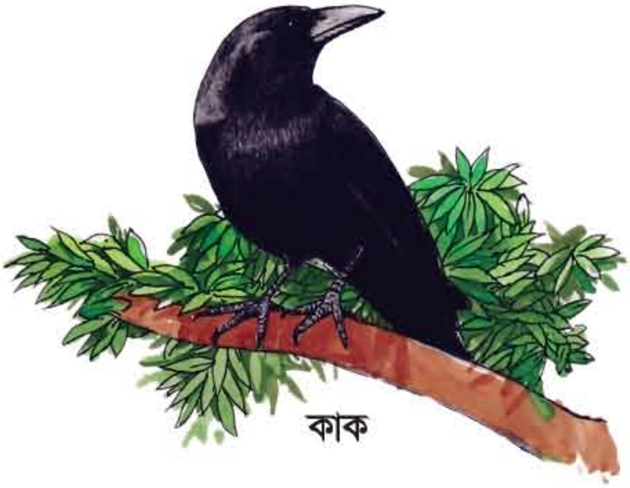
কাক

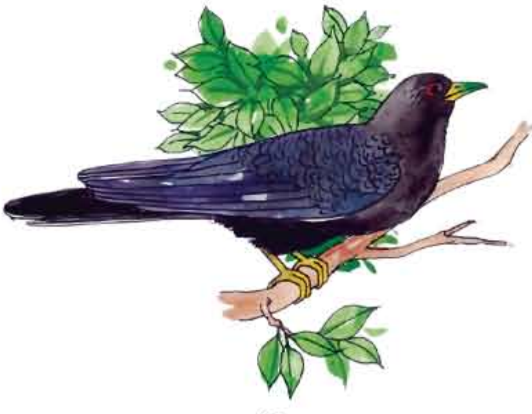
কোকিল

আমাদের চেনা পাখি কোকিল। এদের রঙও কালো। তবে কালোর উপরে উজ্জ্বল নীল রঙের পোঁচ দেওয়া। ঠোঁট সবুজ ও বাঁকানো। চোখের রং টকটকে লাল। লম্বা লেজ আছে। কোকিল ডাকে উঁচু ও সুরেলা কণ্ঠে। কুউ–উ–উ, কুউ–উ–উ ডাক ঠিক গানের মতো মিষ্টি। কোকিল বসন্তকালে ডাকে।

ময়না দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি মিষ্টি তার গান। অন্য পাখির ডাক, মানুষের কথা অবিকল নকল করতে পারে সে। এ জন্য মানুষ তাকে শখ করে পোষে। ময়নার রং কালো। চোখের নিচে ও মাথার পিছন দিকে হলুদ চওড়া রেখা টানা। ঠোঁট কমলা লালে মেশানো। পা দুইটি হলুদ।

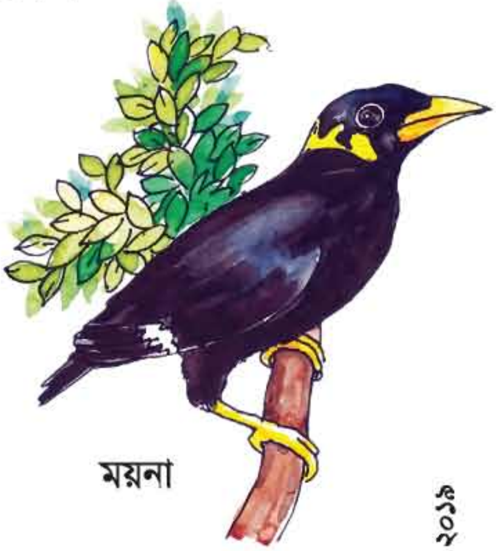
ময়না

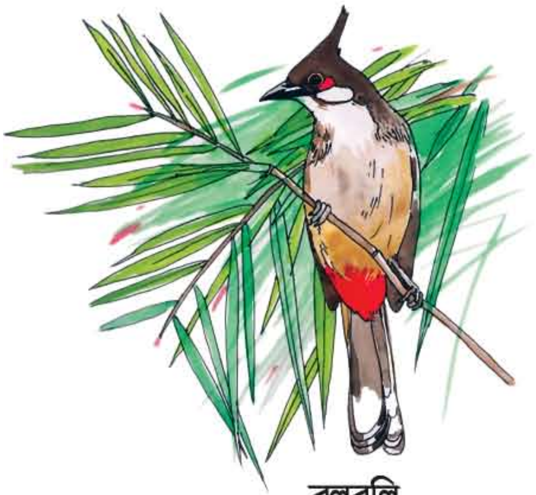

বুলবুলি

ছোট পাখি বুলবুলি। মিষ্টি গানের কণ্ঠ তার। হালকা বাদামি আর কালো রঙের হয় বুলবুলি। লম্বা লেজের গোড়ায় আছে লাল টুকটুকে ছোপ। এরা পোষ মানে সহজে। মাথার উপরে সামনে ঝুলে পড়া একটি ঝুঁটি আছে তার।

টিয়া সবুজ রঙের পাখি। সবুজ তার ডানা ও লম্বা লেজ। বাঁকানো ঠোঁট টুকটুকে লাল আর খুব শক্ত। গলায় আছে লাল ও কালো রঙের দাগ। তারা ঝাঁক বেঁধে চলে। টিয়াও পোষ মানে। মানুষের শেখানো কথা চমৎকার করে বলতে পারে।

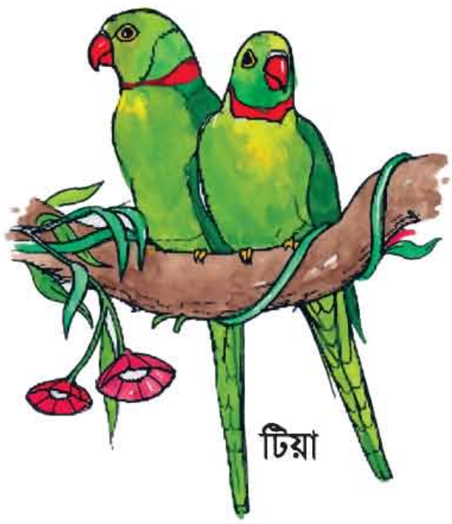

টিয়া

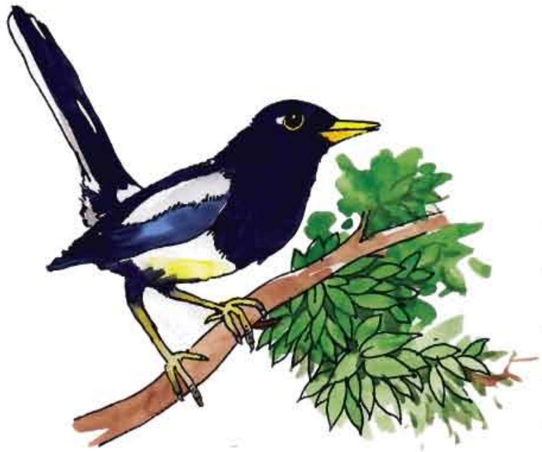

দোয়েল

ছোট পাখি দোয়েল। দেশের সব জায়গায় দেখা যায় এদের। ঝোপে ঝাড়ে, গাছের কোটরে, দালানের ফাঁকে-ফোকরে থাকে। দোয়েলের মতো মিষ্টি গান গাইতে পারে খুব কম পাখি। নরম সুরে শিস দেয়। সাদা-কালোয় সাজানো তার পালকের পোশাক। ডানার উপরে চওড়া দাগ টানা। এর লেজ বেশ লম্বা। **দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি।**

সবচেয়ে ছোট পাখি টুনটুনি। এরা বেশ চঞ্চল। কোথাও স্থির হয়ে বসে না। এরা ছোট ছোট গাছে নেচে বেড়ায়।

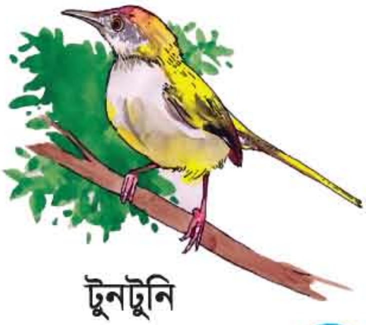

টুনটুনি

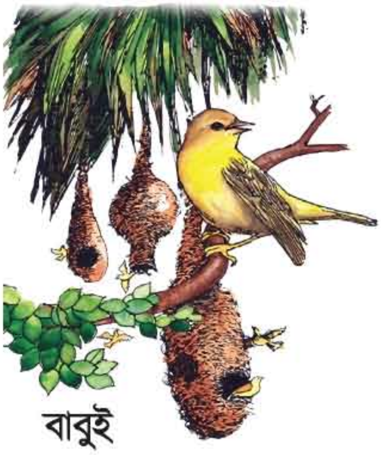

বাবুই

ছোট্ট পাখি বাবুই। এরা খুব সুন্দর করে বাসা বানাতে পারে। সরু সরু আঁশ দিয়ে তারা বাসা বোনে। সুন্দর বাসা বুনতে পারে বলে বাবুইকে বলা হয় তাঁতি পাখি। একে শিল্পী পাখিও বলা হয়।

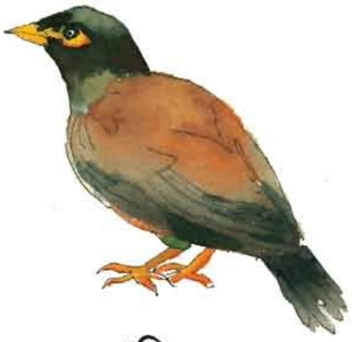

শালিক

আমাদের চেনা পাখি শালিক। চকচকে বাদামি পালকে ঢাকা শরীর। ঠোঁট ও চোখের পাশটা হলুদ রঙের। বাদামি দুই ডানার নিচে দুইটি উজ্জ্বল সাদা দাগ টানা। খাটো দুইটি পা হলুদ রঙের। এরা দল বেঁধে চলতে ভালোবাসে।

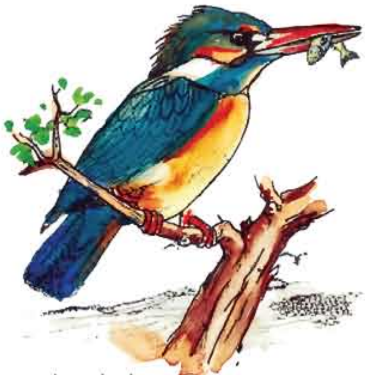

মাছরাঙা

মাছরাঙা একটি সুন্দর পাখি। এর মাথা, ঘাড়, পেট ও পিঠের রং গাঢ় বাদামি। খয়েরি রঙেরও হয়। চিবুক, গলা ও বুকে থাকে নানা রং। ডানার পালক উজ্জ্বল নীল। পানিতে ঝাঁপ দিয়ে এরা দুই ঠোঁটে মাছ তুলে আনে।

আরও কতো যে পাখি আছে আমাদের দেশে। আর কতো যে তাদের নাম। চড়ুই, বক, খঞ্জনা, ঘুঘু, শঙ্খচিল, ডাহুক, শ্যামা, চিল, ঈগল, শকুন, কবুতর। এসব পাখির কথাও আমরা পরে জেনে নেব।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

প্রতিবেশী পালক পোঁচ চঞ্চল ঝোপ ঝুঁটি শখ ঝাঁক তাঁতি স্থির

২. বক্সের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

প্রতিবেশী শখ তাঁতিরা ঝাঁক ঝুঁটি পালক পোঁচ

ক. বকের .... সাদা ।

খ. শীলা চাচি আমাদের .... ।

গ. গরমে মেয়েরা .... করে চুল বাঁধে ।

ঘ. সাঁঝের আকাশে অনেক রঙের ....।

ঙ. .... খুব সুন্দর শাড়ি বোনে।

চ. বন্ধুদের ছবি জমানো রবির ....।

ছ. এক .... পাখি উড়ছে।

৩. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কোন কোন পাখি গান গাইতে পারে?

খ. মানুষের কথা নকল করতে পারে কোন কোন পাখি?

গ. কোন কোন পাখিকে ছোট পাখি বলা হয়?

ঘ. তাঁতি পাখি কোনটি? এদের তাঁতি পাখি বলা হয় কেন?

ঙ. আমাদের জাতীয় পাখির নাম কী?

চ. কোকিল কোন সময় ডাকে?

ছ. টুনটুনিকে চঞ্চল পাখি বলা হয় কেন?

৪. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

কণ্ঠ	ণ্ঠ	ণ	ঠ		গুণ্ঠন, কুণ্ঠা
উজ্জ্বল	জ্জ্ব	জ	জ	ব	প্রোজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল
লম্বা	ম্ব	ম	ব		খাম্বা, কম্বল
ছোট্ট	ট্ট	ট	ট		ভুট্টা, বাট্টা
চঞ্চল	ঞ্চ	ঞ	চ		অঞ্চল, কাঞ্চন
খঞ্জনা	ঞ্জ	ঞ	জ		অঞ্জন, গঞ্জ
শঙ্খচিল	ঙ্খ	ঙ	খ		শৃঙ্খলা, ময়ূরপঙ্খী

৫. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. গান গাইতে পারে কোন পাখি?

১. বাবুই　　২. ময়না

৩. শালিক　　৪. টিয়া

খ. ঝাঁক বেঁধে চলে কোন সারির পাখিরা?

১. কোকিল, বাবুই, ময়না　　২. শালিক, বাবুই, বুলবুলি

৩. কাক, টিয়া, শালিক　　৪. মাছরাঙা, টুনটুনি, দোয়েল

গ. কোন সারির সব শব্দের অর্থ এক?

১. ঝলক, ঝলমল, উজ্জ্বল　　২. ঝাঁক, পাল, দল

৩. পালক, ঝলক, নকল　　৪. আগ্রহ, দক্ষ, চালাক

ঘ. পাখিদের আমরা রক্ষা করব। কারণ–

১. পাখিরা আমাদের পরিচিত　　২. পাখিরা আমাদের পড়শি

৩. পাখিরা দল বেঁধে চলে　　৪. পাখিরা আমাদের উপকার করে

৬. বাক্যগুলো পড়ি। ঠিক জায়গায় কমা, দাঁড়ি ও প্রশ্নচিহ্ন বসিয়ে খাতায় লিখি।

ক. আমাদের দেশে আছে কতো রকমের পাখি

খ. আর কতো যে তাদের নাম

গ. মিষ্টি সুরে গান করে কোকিল ময়না ও দোয়েল

ঘ. রবি আমি অনেক পাখি দেখেছি

ঙ. মাছরাঙার পিঠের রং গাঢ় বাদামি পালক উজ্জ্বল নীল

চ. তুমি কী কী পাখি দেখেছ

৭. শব্দ আছে পাতায় পাতায়। ঠিক শব্দ খুঁজে বের করি। নিচের খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

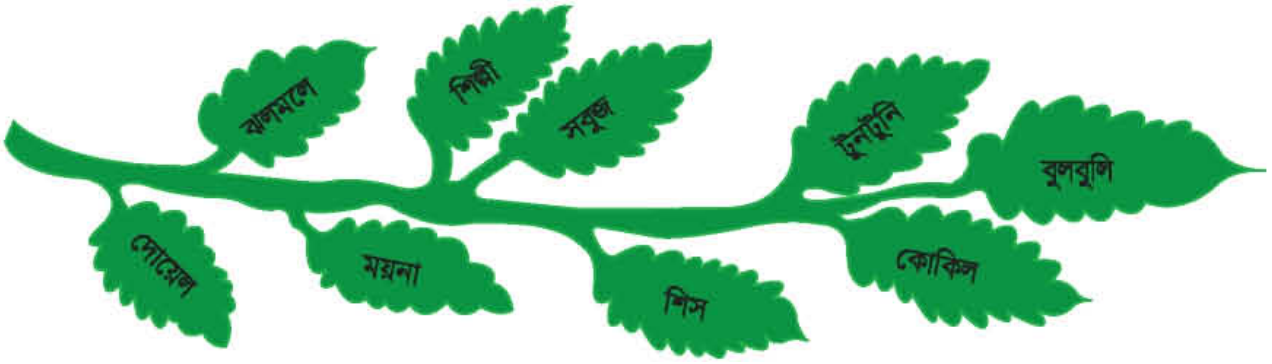
ঝলমলে
শিল্পী
সবুজ
টুনটুনি
বুলবুলি
দোয়েল
ময়না
শিস
কোকিল

ক. টিয়া .... রঙের পাখি।

খ. দোয়েল নরম সুরে .... দেয়।

গ. মিষ্টি সুরে গান গায় .... ও ....।

ঘ. মাথার সামনে ঝুঁটি আছে .... পাখির।

ঙ. সবচেয়ে ছোট পাখি ....।

চ. বাবুই হচ্ছে ....পাখি।

৮. শব্দগুলো ভালোভাবে দেখি। এগুলো পাখিদের রং ও গুণের কথা বোঝাচ্ছে। শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখি।

সবুজ　তাঁতি　ছোট্ট　নরম　সুন্দর

সবুজ　আমাদের খেলার মাঠটি সবুজ ঘাসে ভরা।

ছোট্ট　………………………………………………………………

নরম　………………………………………………………………

সুন্দর　………………………………………………………………

৯. ছবি দেখি। পাখি সম্পর্কে দুইটি করে বাক্য লিখি।

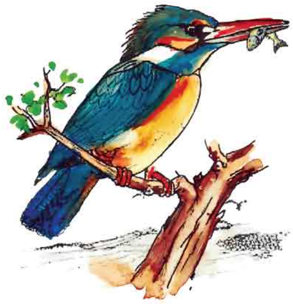

………………………………………………………………

………………………………………………………………

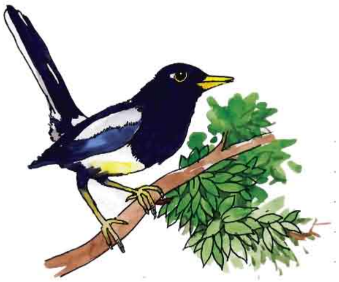

………………………………………………………………

………………………………………………………………

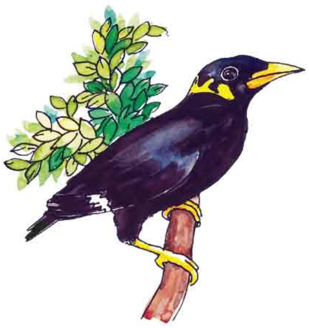

………………………………………………………………

………………………………………………………………

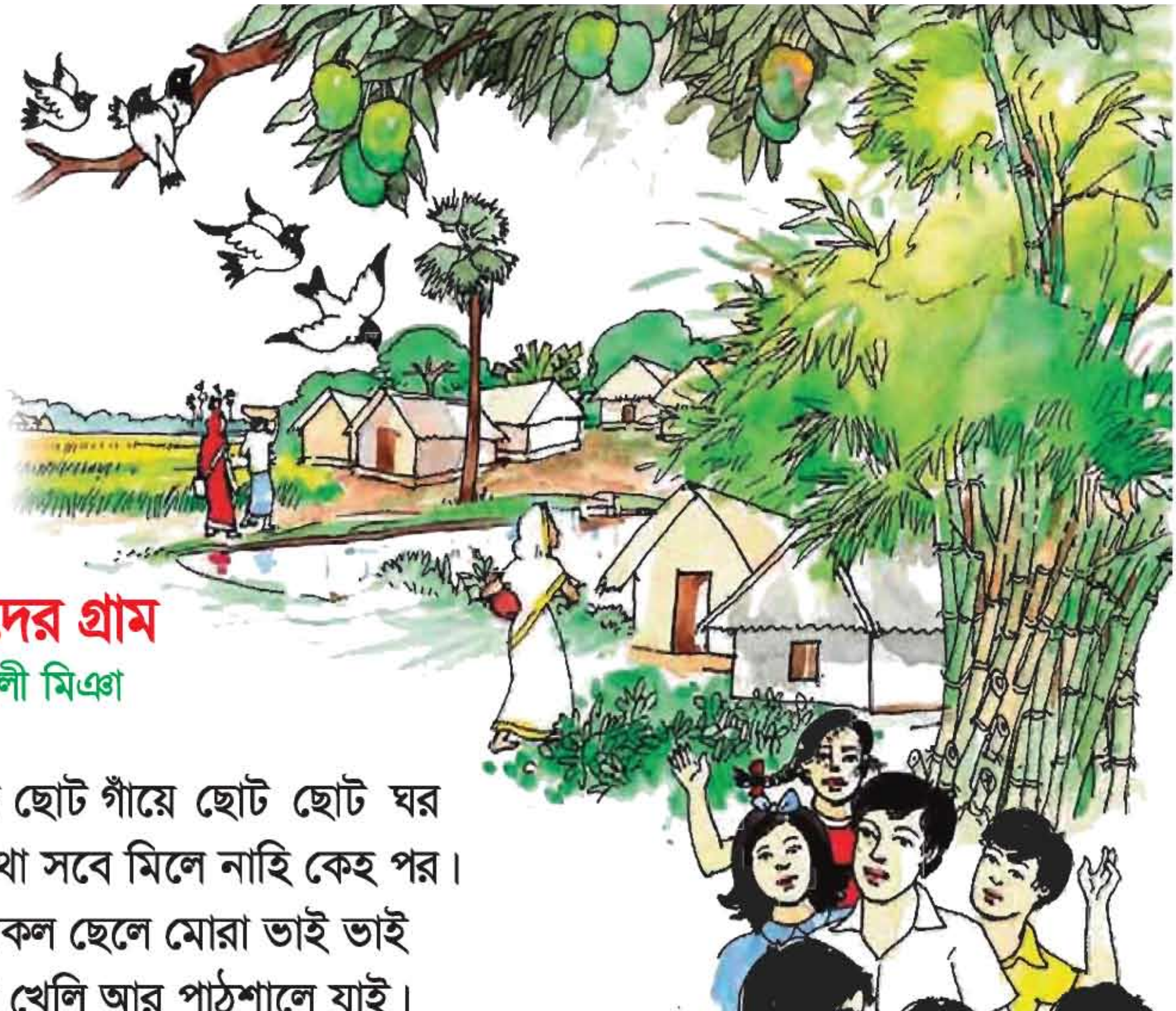

আমাদের গ্রাম

বন্দে আলী মিঞা

আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর
থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর।
পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই
একসাথে খেলি আর পাঠশালে যাই।
হিংসা ও মারামারি কভু নাহি করি,
পিতা-মাতা গুরুজনে সদা মোরা ডরি।

আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান,
আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ।
মাঠভরা ধান আর জলভরা দিঘি,
চাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি।
আমগাছ জামগাছ বাঁশ ঝাড় যেন,
মিলে মিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন।
সকালে সোনার রবি পূব দিকে ওঠে
পাখি ডাকে, বায়ু বয়, নানা ফুল ফোটে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

সেথা পাঠশালা কিরণ আত্মীয় হেন

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

পাঠশালা কিরণে হেন সেথা আত্মীয়

ক. ছুটিতে আমরা .... স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যাই।

খ. সেকালে শিশুদের পড়ার জন্য .... ছিল।

গ. থাকি .... সবে মিলে নাহি কেহ পর।

ঘ. এ .... কাজ করতে নেই।

ঙ. চাঁদের .... চারদিক আলোকিত।

৩. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখি

জলভরা ....

মাঠভরা ....

ঝিকিমিকি ....

বাঁশঝাড় ....

৪. এক শব্দের অনেক অর্থ জেনে নিই।

চাঁদ	চন্দ্র, শশী, সুধাকর।
রবি	সূর্য, দিনমণি, দিবাকর।
বায়ু	বাতাস, হাওয়া, সমির।

৫. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. পাড়ার সকল ছেলে একসঙ্গে কী করে?

১. মাছ ধরে
২. বাজারে যায়
৩. বেড়াতে যায়
৪. খেলাধুলা করে

খ. সকালে সোনার রবি কোন দিকে ওঠে?

১. পশ্চিম
২. উত্তর
৩. পূব
৪. দক্ষিণ

গ. গ্রামকে মায়ের সমান বলা হয়েছে কেন?

১. সবাই মিলেমিশে থাকে
২. সবাইকে মায়া মমতা দেয়
৩. সব গাছ আত্মীয়ের মতো
৪. সবকিছু মিলে গ্রামটি সুন্দর

৬. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. গ্রামের ঘরগুলো দেখতে কেমন?
খ. গ্রামের লোকজন কীভাবে থাকে?
গ. ছেলেমেয়েরা একসাথে কোথায় যায়?
ঘ. গ্রামের গাছপালা দেখলে কী মনে হয়?
ঙ. সকালে গ্রামে কী কী ঘটে?

৭. কবিতাটি মুখস্থ বলি ও লিখি।

৮. আমার গ্রাম বা শহর সম্পর্কে চারটি বাক্য লিখি।

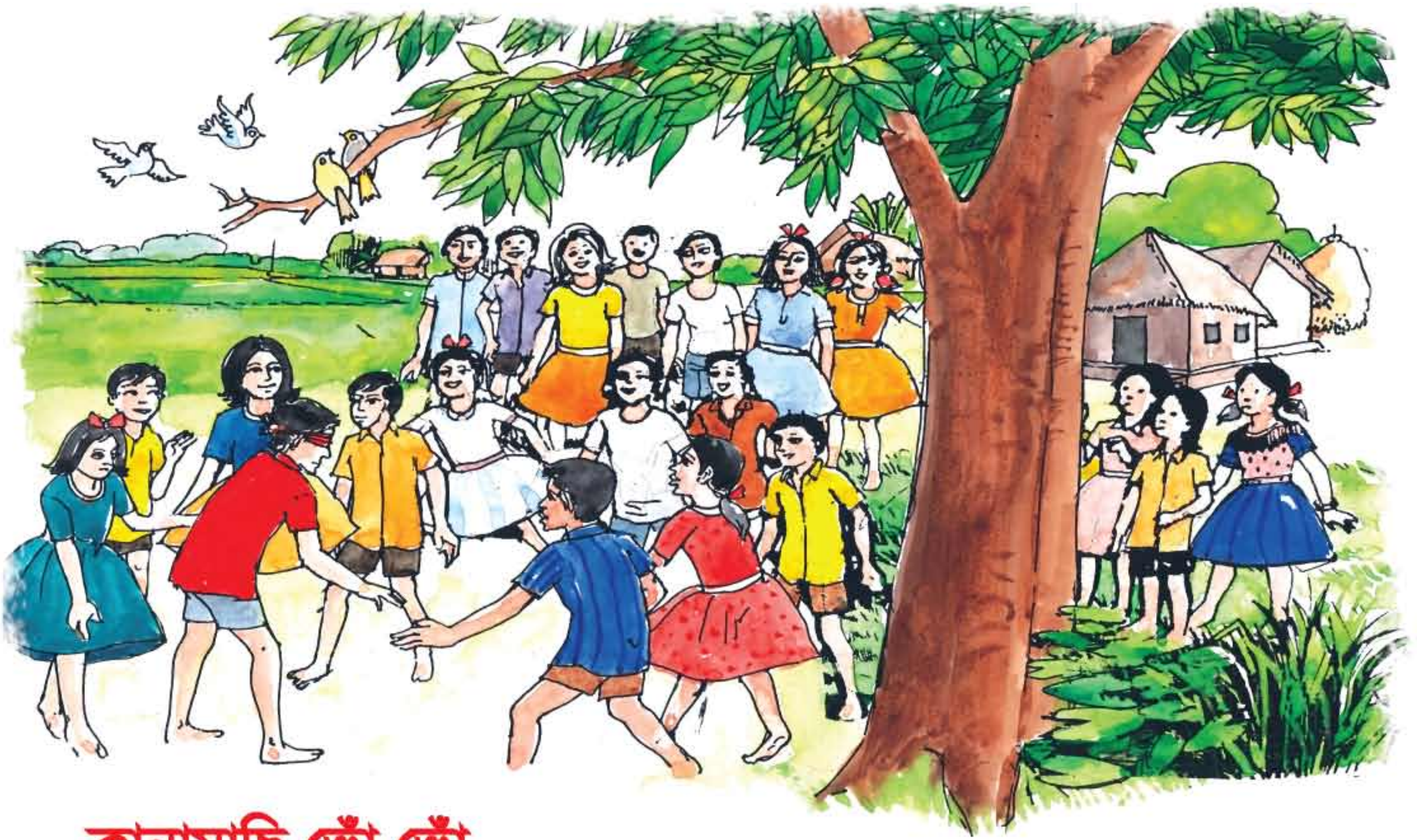

কানামাছি ভোঁ ভোঁ

গ্রামের নাম শীতলপুর। তপুর মামাবাড়ি। গ্রামখানি ছবির মতো সুন্দর। প্রতিবছর গ্রীষ্মের ছুটিতে তপু মামাবাড়ি যায়। সাথে মা-বাবা আর বড় বোন কান্তা। শহর ছেড়ে দূরে কয়েকটা দিন খুব আনন্দে সময় কাটে।

গ্রামে তপু আর কান্তার অনেক বন্ধু। মামাতো ভাইবোন রিতু, সোমা আর জিশান তো আছেই। আরও আছে পাশের বাড়ির কেয়া, কনক, শিহাব, সুবিমল, রাতুল এবং আরও অনেকে। সবাই একসাথে হইচই আর আনন্দে সময় কাটায়। দুপুরে বাগানে মিছামিছি বনভোজন হয়। বিকালে হয় খেলা। আর রাতে উঠানে মাদুর পেতে গল্প।

এবার গ্রামে তপু একটা নতুন খেলা শিখল। নাম কানামাছি। কী যে মজার খেলা! অনেকে মিলে একসাথে খেলা যায়। সেদিন খেলার শুরুতে রাতুলের দুই চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল সোমা। এমনটাই নিয়ম। তবে প্রথমে কার চোখ বাঁধা হবে সেটা নিজেদেরই ঠিক করে নিতে হয়। পলাশ পাশ থেকে বলল, "রাতুল সব দেখতে পাচ্ছে। সোমা আপু, তুমি শক্ত করে বাঁধো নি।"

সোমা রাতুলের চোখের সামনে একটা আঙুল উঁচিয়ে ধরে বলল, "কয়টা আঙুল বলো তো?" রাতুল বলল, "পাঁচটা।"

সবাই একচোট হেসে উঠল। বোঝা গেল, রাতুল কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

এরপর শুরু হলো আসল খেলা। রাতুলের চারদিকে ঘুরতে লাগল সবাই। একঝাঁক মাছির মতো। কেউ তাকে হালকাভাবে ধাক্কা দিচ্ছে, কেউ দিচ্ছে গায়ে টোকা। আর মুখে কাটছে মজার একটা ছড়া –

কানামাছি ভোঁ ভোঁ
যাকে পাবি তাকে ছোঁ।

খেলার নিয়মমতো রাতুল এদিক ওদিক হাত বাড়িয়ে কাউকে ধরার চেষ্টা করছে। সেও ছড়া কাটছে –

আনি মানি জানি না
পরের ছেলে মানি না।
আনি মানি জানি না
পরের মেয়ে মানি না।

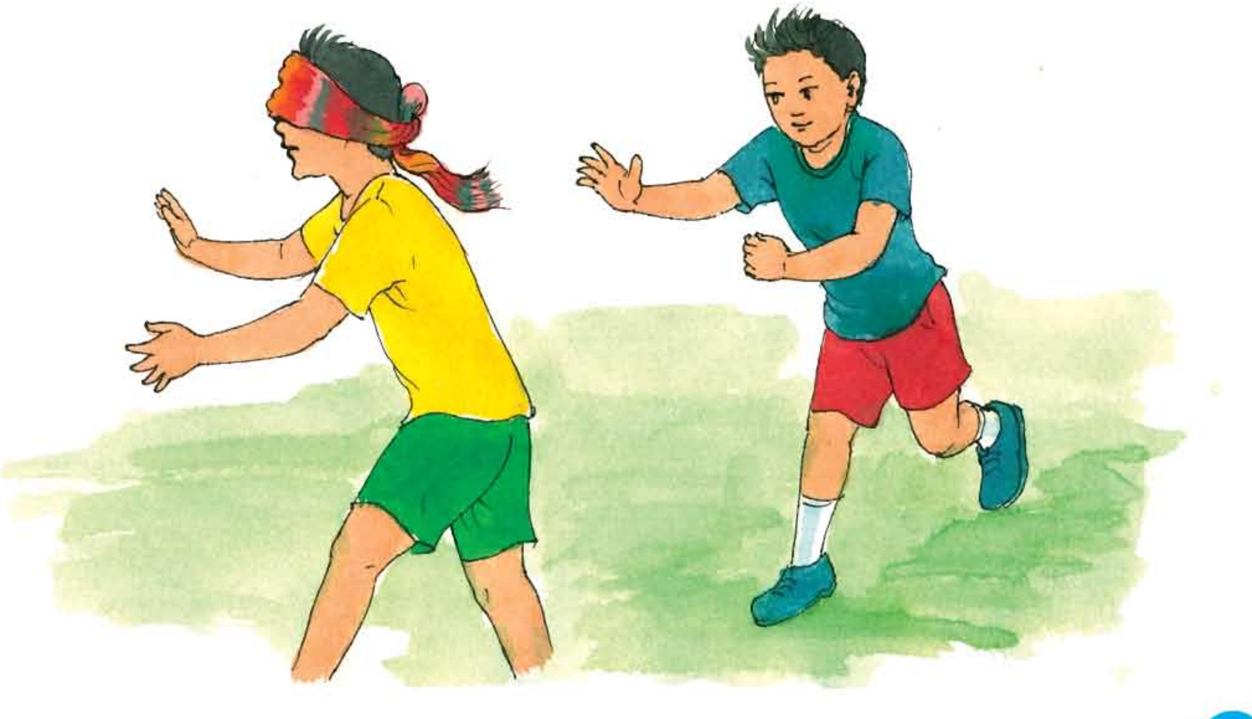

এমনি চলতে চলতে হঠাৎ করে রাতুল কান্তাকে ধরে ফেলল। বলল, “এটা কান্তা আপু।” ব্যস, রাতুলের মুক্তি। চোখ বাঁধা হলো কান্তার। এবার সবাই চোখ বাঁধা কান্তাকে ঘিরে ঘুরতে শুরু করল। মুখে সেই ছড়া। কান্তাও খুব অল্প সময়ে ছড়া শিখে নিয়েছে।

বাড়ির পিছনের ছোট্ট মাঠে খেলা চলছিল। এমন সময় ছোট মামা এলেন। বললেন, “আমায় নেবে তোমাদের সঙ্গে?” সবাই আনন্দে হইচই জুড়ে দিল। মামাও ছোটদের সঙ্গে তাঁর শৈশবে ফিরে গেলেন যেন। খেলা শেষে মামাকে ঘিরে গোল হয়ে বসল সবাই। তপু অবাক চোখে জিজ্ঞেস করল, মামা, তুমিও এ খেলা জানো?”

মামা হেসে উঠলেন। বললেন,“জানি মানে? এ তো অনেক পুরনো খেলা।”

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

গ্রীষ্ম মিছামিছি বনভোজন ঝাঁক ছড়া শৈশব

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

মিছামিছি গ্রীষ্ম বনভোজনে ঝাঁকে ছড়া শৈশব

ক. আমরা কাল .... গিয়েছিলাম।

খ. বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস .... কাল।

গ. .... তিনি ছুটে এসেছেন।

ঘ. .... ঝাঁকে পাখি উড়ছে।

ঙ. মা আমাকে .... শিখিয়েছেন।

চ. আমার .... কেটেছে মামার বাড়িতে।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

গ্রাম	গ্র	গ	্র	(র-ফলা)	গ্রহ, অগ্র
গ্রীষ্ম	ষ্ম	ষ	ম		উষ্ম, উষ্মা

৪. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. তপুর মামাবাড়ি কোথায়?

খ. সবাই কখন খেলা করে?

গ. নতুন শেখা খেলার নাম কী?

ঘ. রাতুলের চারপাশে সবাই কিসের মতো ঘুরতে লাগল?

৫. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. প্রথমে কার চোখ কাপড় দিয়ে বাঁধা হয়েছিল?

১. শিহাবের ২. সুবিমলের

৩. কেয়ার ৪. রাতুলের

খ. রাতে উঠানে মাদুর পেতে সবাই কী করে?

১. খেলে ২. ঘুমায়

৩. পড়ে ৪. গল্প করে

গ. খেলার সময় রাতুলের সামনে আঙুল কে উঁচু করল?

১. সোমা ২. কান্তা

৩. তপু ৪. কনক

ঘ. মামা এসে কী করলেন?

১. বসতে চাইলেন ২. খেলতে চাইলেন

৩. বাড়ি ফিরে যেতে চাইলেন ৪. খেলতে মানা করলেন

৬. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বড়	ছোট	অনেক	অল্প	সামনে	পিছনে	আনন্দে	দুঃখে

ক. পদ্মা একটি .... নদী।

খ. গ্রামে ছেলেমেয়েরা .... খেলাধুলা করে।

গ. সবাই .... হইচই শুরু করল।

ঘ. আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হলে.............. তাকানো যাবে না।

৭. বাক্যগুলো পড়ি। অবস্থান বোঝানো শব্দগুলো লিখি।

ক. আমরা বাগানে বনভোজন করছি। ....বাগানে.....................

খ. ওরা উঠানে গল্প করছে। ....

গ. মাঠে খেলা চলছিল। ....

ঘ. সন্ধ্যার পর আকাশে চাঁদ উঠল। ....

ঙ. গ্রামটি ছবির মতো সুন্দর। ....

৮. শব্দ খুঁজি। মালা বানাই।

এটি একটি শব্দখেলা। দুইজন বা কয়েকজন মিলে এটি খেলা যায়। খেলার নিয়ম এ রকম–প্রথম জন একটা শব্দ বলবে। যেমন: আম।

দ্বিতীয় জন আম শব্দটা বলে আমের শেষ বর্ণ দিয়ে একটা শব্দ তৈরি করবে। যেমন: আম, মশা।

তৃতীয় জন এই দুইটি শব্দ উচ্চারণ করে নতুন শব্দের শেষ ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করবে। যেমন: আম, মশা, শামুক।

এভাবে শব্দের মালা তৈরির খেলা চলবে। শব্দমালার প্রতিটি শব্দ ধারাবাহিকভাবে বলতে হবে। কেউ না পারলে সে বাদ যাবে। তখন পরের জনের পালা আসবে। এভাবে এক একজন ঝরে পড়ার পর শেষ জন বিজয়ী হবে।

৯. ছবি দেখি এবং ইচ্ছেমতো পাঁচটি বাক্য লিখি।

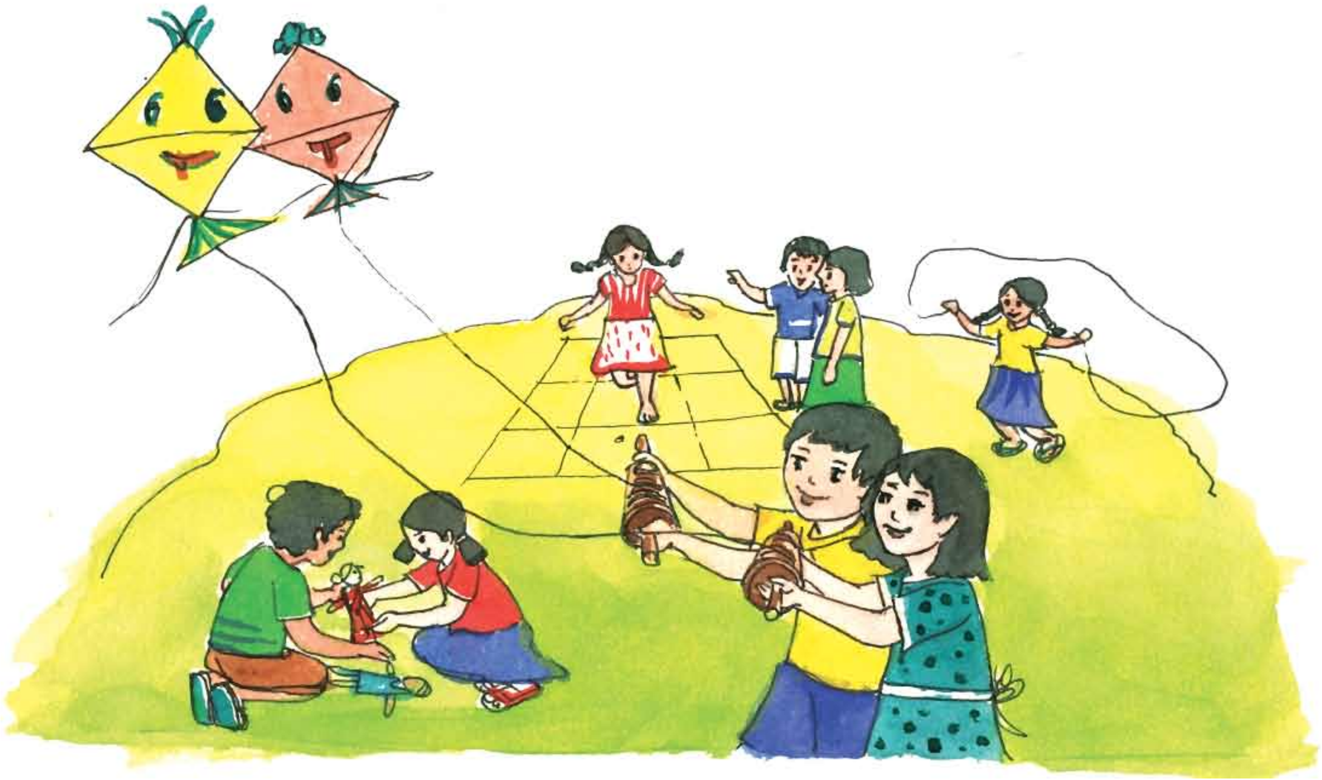

....

....

....

....

....

আদর্শ ছেলে

কুসুমকুমারী দাশ

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে?
মুখে হাসি, বুকে বল তেজে ভরা মন
‘মানুষ হইতে হবে’– এই তার পণ,
বিপদ আসিলে কাছে হও আগুয়ান,
নাই কি শরীরে তব রক্ত মাংস প্রাণ?
হাত, পা সবারি আছে মিছে কেন ভয়,
চেতনা রয়েছে যার সে কি পড়ে রয়?
সে ছেলে কে চায় বল কথায়-কথায়,
আসে যার চোখে জল মাথা ঘুরে যায়।
সাদা প্রাণে হাসিমুখে কর এই পণ-
‘মানুষ হইতে হবে মানুষ যখন’।
কৃষকের শিশু কিংবা রাজার কুমার
সবারি রয়েছে কাজ এ বিশ্ব মাঝার,
হাতে প্রাণে খাট সবে শক্তি কর দান
তোমরা মানুষ হলে দেশের কল্যাণ।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

আদর্শ কবে বল তেজ পণ চেতনা খাটা কল্যাণ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কল্যাণ কবে বল তেজ আদর্শ পণ চেতনা খাটা

ক. .... তুমি বাড়ি যাবে?

খ. আমাদের .... মানুষ হতে হবে।

গ. কঠিন কাজে মনের .... দরকার।

ঘ. আমরা দেশের .... করতে চাই।

ঙ. দেশের ভালোর জন্য আমাদের .... করা উচিত।

চ. মানুষের .... আছে, পাথরের নেই।

ছ. যখন তখন .... দেখানো ভালো নয়।

জ. খুব .... হয়েছে, এখন বিশ্রাম নাও।

৩. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. আমাদের শিশুরা কিসে বড় হবে?
খ. আমাদের শিশুরা কী পণ করবে?
গ. বিপদ এলে শিশুরা কী করবে?
ঘ. কেমন ছেলেকে কেউ চায় না?
ঙ. শিশুদের কীভাবে খাটতে হবে?
চ. কেমন করে দেশের কল্যাণ হবে?

৪. ডান দিক থেকে শব্দ বেছে নিয়ে বাম দিকের শব্দের সঙ্গে মিলাই।

ছেলে	ছোট
বড়	মেয়ে
হাসি	পা
বিপদ	বিদেশ
দেশ	আপদ
চোখ	কান্না
হাত	কান

৫. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. দেশের জন্য কী রকম ছেলে/ শিশু চাই?

১. কাজে নয় কথায় বড় ২. কথায় নয় কাজে বড়

৩. কথা বেশি কাজ কম ৪. কথা কম কাজ কম

খ. হাত,পা সবারি আছে মিছে কেন ভয়–কবি কেন এ কথা বলেছেন?

১. সাহস জোগাবার জন্য ২. শক্তি অর্জনের জন্য

৩. বুদ্ধি দেওয়ার জন্য ৪. চরিত্রবান হওয়ার জন্য

গ. কবি কোন ধরনের ছেলে / শিশু প্রত্যাশা করেন?

১. কথায় কথায় যার চোখে জল আসে

২. অল্পতেই যার মাথা ঘুরে যায়

৩. যার চেতনা রয়েছে

৪. সবার সামনে যে সংকুচিত থাকে

৬. নিচের শব্দগুলোতে প্রয়োজনমতো দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নচিহ্ন বসিয়ে লিখি ও পড়ি।

ক. হাত পা মুখ বুক কান নাক পিঠ কোমর

খ. আমার নাম আলো

গ. তুমি কোন শ্রেণিতে পড়

ঘ. আমি রোজ বিদ্যালয়ে যাই আমার বিদ্যালয়ে যেতে ভালো লাগে

৭. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করি।

মানুষ বিপদ শরীর চেতনা কল্যাণ

৮. ছবি দেখি এবং ইচ্ছেমতো তিনটি বাক্য লিখি।

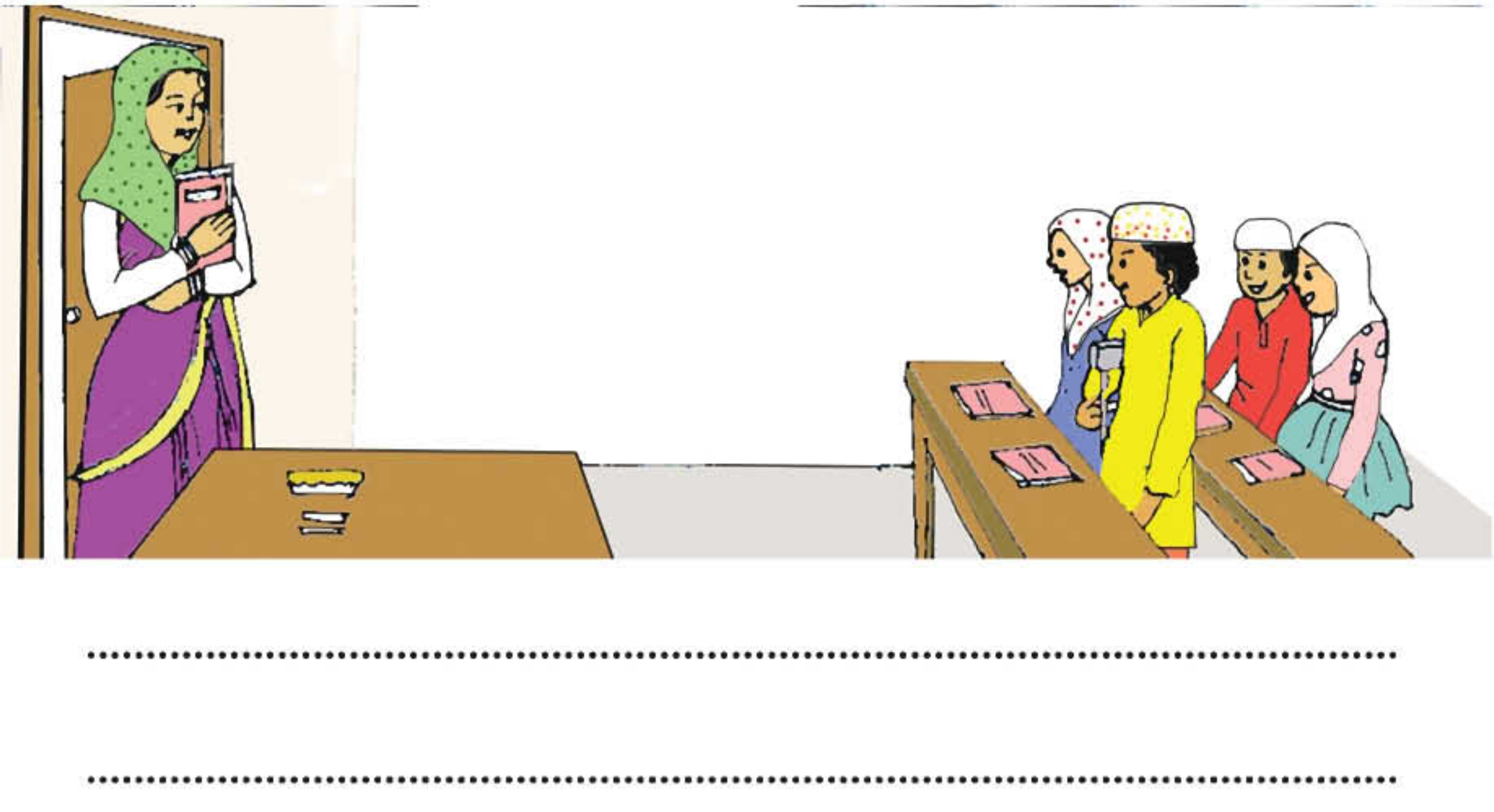

....

....

....

৯. কবিতাটি মুখস্থ বলি ও লিখি।

একজন পটুয়ার কথা

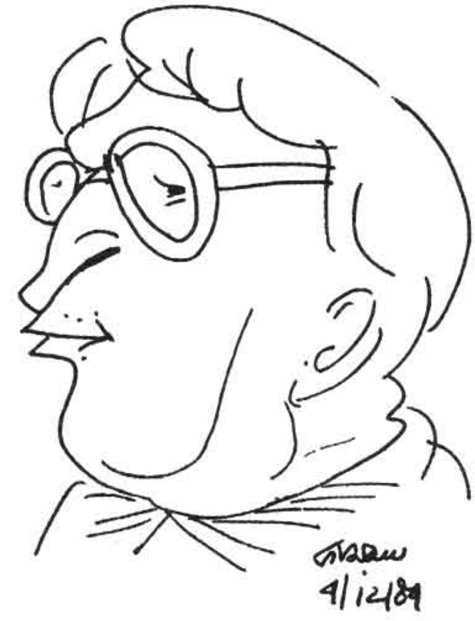

১৯৪৫ সাল। পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সারা বাংলায় ব্যায়াম ও শরীরচর্চা প্রতিযোগিতার খবর। তাতে প্রথম হয়েছেন একজন শিল্পী। ছবি আঁকার স্কুলে পড়েন তিনি। তিনি 'মিস্টার বেঙ্গল' হয়েছেন। পত্রিকায় ছবি বের হলো। চারদিকে হইচই পড়ে গেল। এভাবে যিনি সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আর কেউ নন। তিনি শিল্পী কামরুল হাসান।

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে।

১৯৭১ সাল। মুক্তিযুদ্ধের বছর। পাকিস্তানি সেনাশাসক ইয়াহিয়া ক্ষমতায়। তার হুকুমেই বাংলাদেশে নির্মম গণহত্যা হয়। তার চেহারাকে দানবের মতো করে আঁকলেন তিনি। বাংলাদেশের মানুষ আবার তাঁকে নতুনভাবে জানতে পারল। ইনি সেই শিল্পী কামরুল হাসান। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার চূড়ান্ত নকশা করেছেন তিনি।

তাঁর জন্ম কলকাতায়। বাড়ি বর্ধমান জেলার নারেঙ্গা গ্রামে। বাবার নাম মোহাম্মদ হাশিম। মায়ের নাম আলিয়া খাতুন।

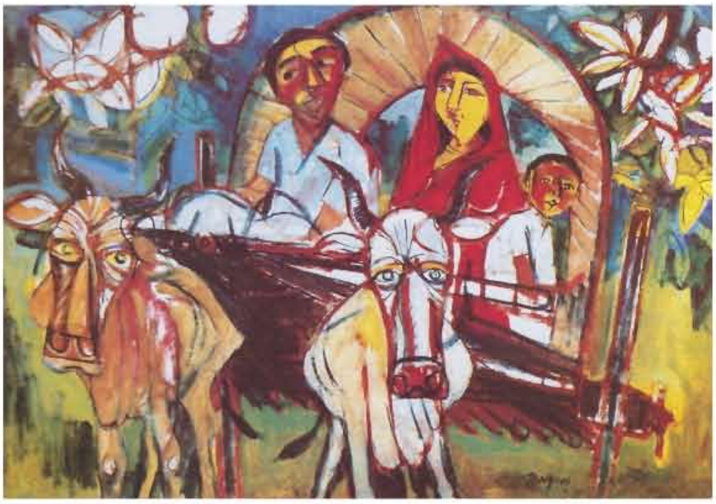

নাইওর

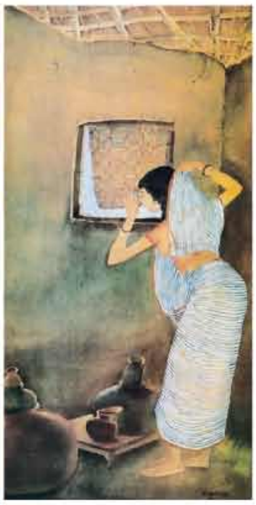

উঁকি

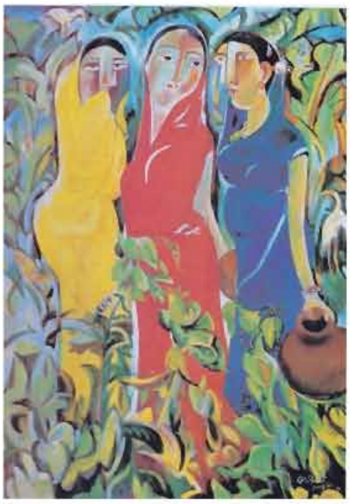

তিন কন্যা

ছোটবেলায় তিনি যে স্কুলে পড়তেন সেখানে ছবি আঁকা শেখানো হতো। এভাবে আঁকার প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি হলো। বাবা তাঁকে ভর্তি করে দিলেন কলকাতা মাদরাসায়। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা ছবি আঁকার স্কুলে পড়বেন। বাবা শেষে বাধ্য হয়ে তাঁকে ছবি আঁকার স্কুলে ভর্তি করালেন। বললেন, পড়ার খরচ তিনি দেবেন না।

পড়ার খরচ জোগাতে তিনি কাজ করেছেন পুতুলের কারখানায়।

তবে কামরুল কেবল ছবি আঁকা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন না। পাশাপাশি শরীরচর্চা করেছেন। দেশসেবক তরুণদের সংগঠন ব্রতচারীদের দলে যুক্ত হয়েছেন। তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছেন খাঁটি বাঙালি হওয়ার শিক্ষা।

শ্রদ্ধা করেছেন গ্রামের সাধারণ ছবি আঁকিয়েদের। এঁদের 'পটুয়া' বলা হয়। নিজেকে 'পটুয়া' বলে পরিচয় দিতে তাঁর গর্ব হতো। ব্রতচারীদের নিয়মনীতি তিনি মেনে চলেছেন। এর মধ্যে ছিল –

খিচুড়ি ভাষায় বলিব না।
ভুলেও ভুঁড়ি বাড়াইব না।
খিদে না থাকিলে খাইব না।
বিপদ বাধায় ডরিব না।
বিলাসিতা ভাব পুষিব না।
রাগ পাইলেও রুষিব না।
দুঃখেও হাসিতে ভুলিব না।
দেমাগেতে মনে ফুলিব না।
অসত্য চাল চালিব না।
দৈবে ভরসা রাখিব না।
চেষ্টা না করে থাকিব না।
বিফল হলেও ভাগিব না।
ভিক্ষা জীবিকা মাগিব না।
কথা দিয়ে কথা ভাঙ্গিব না।

ব্রতচারীদের এসব শিক্ষা তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল। সব সময় তিনি সহজ সরল জীবনযাপন করেছেন। কামরুল হাসান যুক্ত হয়েছিলেন শিশু-কিশোর সংগঠনের সঙ্গে। মুকুল ফৌজের নায়ক ছিলেন। কিশোরদের তিনি ব্যায়াম শেখাতেন। সহজ সরল জীবনের কথা তাদের বলেছেন। শিখিয়েছেন সততা। শিখিয়েছেন দেশকে ভালোবাসতে, মানুষকে ভালোবাসতে।

মানুষ ও দেশকে ভালোবাসতেন তিনি। সে জন্য ১৯৭১ সালে তিনি মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন। ‘তিন কন্যা’, ‘নাইওর’, ‘উঁকি’ ইত্যাদি তাঁর ছবির নাম। আমরাও তাঁর মতো দেশকে ভালোবাসব। ছবিকে ভালোবাসব। মানুষকে ভালোবাসব।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

ব্যায়াম হইচই সেনাশাসক নকশা মাদরাসা দানব কারখানা
ব্রতচারী সততা পটুয়া সংগঠন মুকুল ফৌজ কিশোর নাইওর নায়ক

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

নকশা মুকুল ফৌজের সেনাশাসক দানব সংগঠনে

ক. ইয়াহিয়া .... ছিলেন।

খ. ছবিতে ফুলপাতার .... আঁকা হয়েছে।

গ. খারাপ কাজ করে মানুষও .... হয়ে উঠে।

ঘ. আমরা শিশু .... কাজ করি।

ঙ. মিতু .... সদস্য।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

বেঙ্গল	ঙ্গ	ঙ	গ	অঙ্গ, বঙ্গ
ব্যস্ত	স্ত	স	ত	সমস্ত, তিস্তা

৪. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. কামরুল হাসান ‘মিস্টার বেঙ্গল’ হয়েছিলেন কোন প্রতিযোগিতায়?

১. ছবি আঁকা
২. ব্যায়াম ও শরীরচর্চা
৩. গান রচনা
৪. ব্রতচারী

খ. কামরুল হাসান কার চেহারাকে দানবের মতো করে এঁকেছিলেন?

১. আইয়ুবের ২. ইয়াহিয়ার
৩. ভুট্টোর ৪. মোনায়েম খাঁর

গ. কোনটি কামরুল হাসানের চিত্র?

১. সংগ্রাম ২. রোপণ
৩. নাইওর ৪. কবুতর

৫. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. চারদিকে .... পড়ে গেল।

খ. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার চূড়ান্ত .... করেছেন তিনি।

গ. নিজেকে .... বলে পরিচয় দিতে তাঁর গর্ব হতো।

ঘ. তিনি .... জীবনযাপন করতেন।

নকশা
পটুয়া
সহজ সরল
হইচই

৬. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি ।

ক. কামরুল হাসানের জন্ম কোথায়?

খ. কামরুল হাসানের গ্রামের নাম কী?

গ. পড়ার খরচ জোগাতে কামরুল হাসান কোথায় কাজ করেছেন?

ঘ. কোন সংগঠনে যুক্ত হয়ে কামরুল হাসান দেশসেবার দীক্ষা নিয়েছেন?

ঙ. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার চূড়ান্ত নকশা এঁকেছেন কে?

চ. কামরুল হাসান নিজেকে 'পটুয়া' পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন কেন?

ছ. ব্রতচারীদের তিনটি নিয়মনীতি লিখি।

জ. কামরুল হাসানের তিনটি ছবির নাম লিখি।

৭. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

খাঁটি	নকল

ক. .... জিনিস বর্জন করা উচিত।

৮. কি, কী, কে, কোন, কখন, কোথায় ইত্যাদি প্রশ্নশব্দ ব্যবহার করে প্রশ্নবাক্য তৈরি হয়। বাক্যে প্রশ্নশব্দের ব্যবহার দেখি।

ক. কামরুল হাসান কি ছবি আঁকার স্কুলে পড়তেন?

খ. তাঁর বাবা কী করতেন?

গ. কে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার চূড়ান্ত নকশা করেছেন?

ঘ. কোন শহরে কামরুল হাসানের জন্ম?

ঙ. কখন তিনি 'মিস্টার বেঙ্গাল' হন?

চ. কামরুল হাসানের বাড়ি কোথায়?

৯. কি, কী, কে, কোন, কখন, কোথায় প্রশ্নশব্দগুলো ব্যবহার করে একটি করে বাক্য লিখি।

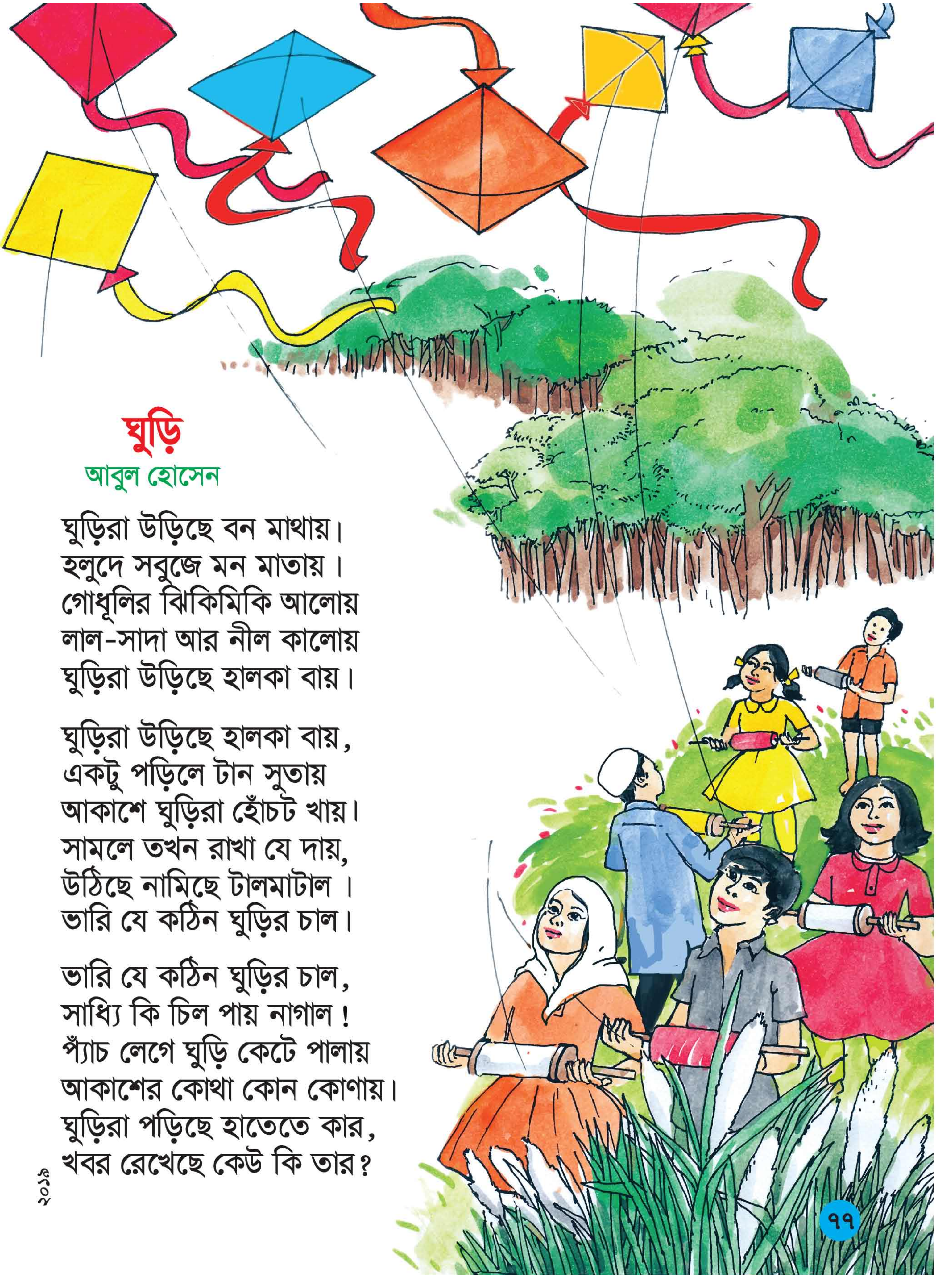

ঘুড়ি

আবুল হোসেন

ঘুড়িরা উড়িছে বন মাথায়।
হলুদে সবুজে মন মাতায় ।
গোধূলির ঝিকিমিকি আলোয়
লাল-সাদা আর নীল কালোয়
ঘুড়িরা উড়িছে হালকা বায়।

ঘুড়িরা উড়িছে হালকা বায়,
একটু পড়িলে টান সুতায়
আকাশে ঘুড়িরা হোঁচট খায়।
সামলে তখন রাখা যে দায়,
উঠিছে নামিছে টালমাটাল ।
ভারি যে কঠিন ঘুড়ির চাল।

ভারি যে কঠিন ঘুড়ির চাল,
সাধ্যি কি চিল পায় নাগাল !
প্যাঁচ লেগে ঘুড়ি কেটে পালায়
আকাশের কোথা কোন কোণায়।
ঘুড়িরা পড়িছে হাতেতে কার,
খবর রেখেছে কেউ কি তার?

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

গোধূলি হোঁচট চাল টালমাটাল

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

চাল হোঁচট গোধূলি

ক. সাবধানে চলো, ভাঙা রাস্তায় .... খেয়ে পড়বে।

খ. ঘুড়ি উড়াতে নানা .... খাটাতে হয়।

গ. .... বেলায় আকাশ নানা রঙে রঙিন হয়ে উঠে।

৩. কথাগুলো বুঝে নিই।

বন মাথায় – বনের মাথায়।

মন মাতায় – মনকে মাতায়।

হালকা বায় – হালকা বাতাসে।

টালমাটাল – টলমল অবস্থা। পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা।

নাগাল পাওয়া – ধরতে পারা। কাছে যেতে পারা।

৪. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কবি কতো রঙের ঘুড়ির কথা বলেছেন?

খ. ঘুড়ি কোথায় উড়ে যায়?

গ. ঘুড়ি যখন অনেক উপরে উঠে তখন কেমন অবস্থা হয়?

ঘ. ঘুড়ি কেটে যাওয়ার পরে কোথায় যায়?

৫. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. আকাশে ঘুড়িরা কী করে?

১. ঘুরে বেড়ায়　　২. প্যাঁচ লাগায়

৩. হোঁচট খায়　　৪. ছুটে পালায়

খ. কখন ঘুড়ির অবস্থা টালমাটাল হয়?

১. সন্ধ্যার অল্প আলোয়　　২. সুতার টান পড়লে

৩. বাতাসের বেগ বাড়লে　　৪. প্যাঁচ লেগে কেটে গেলে

গ. চিলেরা ঘুড়ির নাগাল পায় না। কারণ –

১. বাতাসে ঘুড়ি টালমাটাল হয়

২. চিলের চেয়ে ঘুড়ি উঁচুতে উড়ে

৩. ঘুড়ি কৌশলে উড়ানো হয়

৪. ঘুড়ি কেটে অনেক দূরে যায়

৬. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. হলুদে সবুজে .... নীল কালোয়/মন মাতায়

খ. একটু পড়িলে .... টান সুতায়/হোঁচট খায়

গ. উঠিছে নামিছে .... ঘুড়ির চাল/টালমাটাল

ঘ. প্যাঁচ লেগে ঘুড়ি .... কোথায় যায়/কেটে পালায়

স্টিমারের সিটি

বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। অনেক দিন মাদরাসা ছুটি। মা-বাবা এই ছুটিতে ঢাকার বাইরে কোথাও বেড়ানোর কথা বললেন। আমরা আনন্দে নেচে উঠলাম। ঠিক হলো, আমরা নদীপথে চাঁদপুরে যাবো। নদীপথে ভ্রমণের নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করব। বাবা জানালেন,“আমাদের ভ্রমণ হবে রকেট স্টিমারে।” এটিও আমাদের সকলের জন্য খুবই খুশির খবর। অনেকের কাছে গল্প শুনেছি, রকেট স্টিমারে চড়ার মজাই আলাদা।

শীতের সকাল। আটটার মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম ঢাকার সদরঘাটে। মা-বাবার সঙ্গে আমার ছোট ভাই তনু ও ছোট বোন নিনা। সাড়ে আটটায় ছাড়বে স্টিমার। স্টিমার ছাড়ার আগেই আমরা নিচতলা ও দোতলায় ডেকে ঘুরে বেড়ালাম।

এর মধ্যে হঠাৎ ভোঁ করে স্টিমারের সিটি বাজল। স্টিমার ছাড়ার সময় হলো। স্টিমারের দুই পাশে চাকা। চাকার অর্ধেকটা পানির মধ্যে, বাকিটা উপরে। দুইটি চাকা ঘুরে স্টিমারকে সচল করে তুলল। এটি দেখার মতো একটি দৃশ্য।

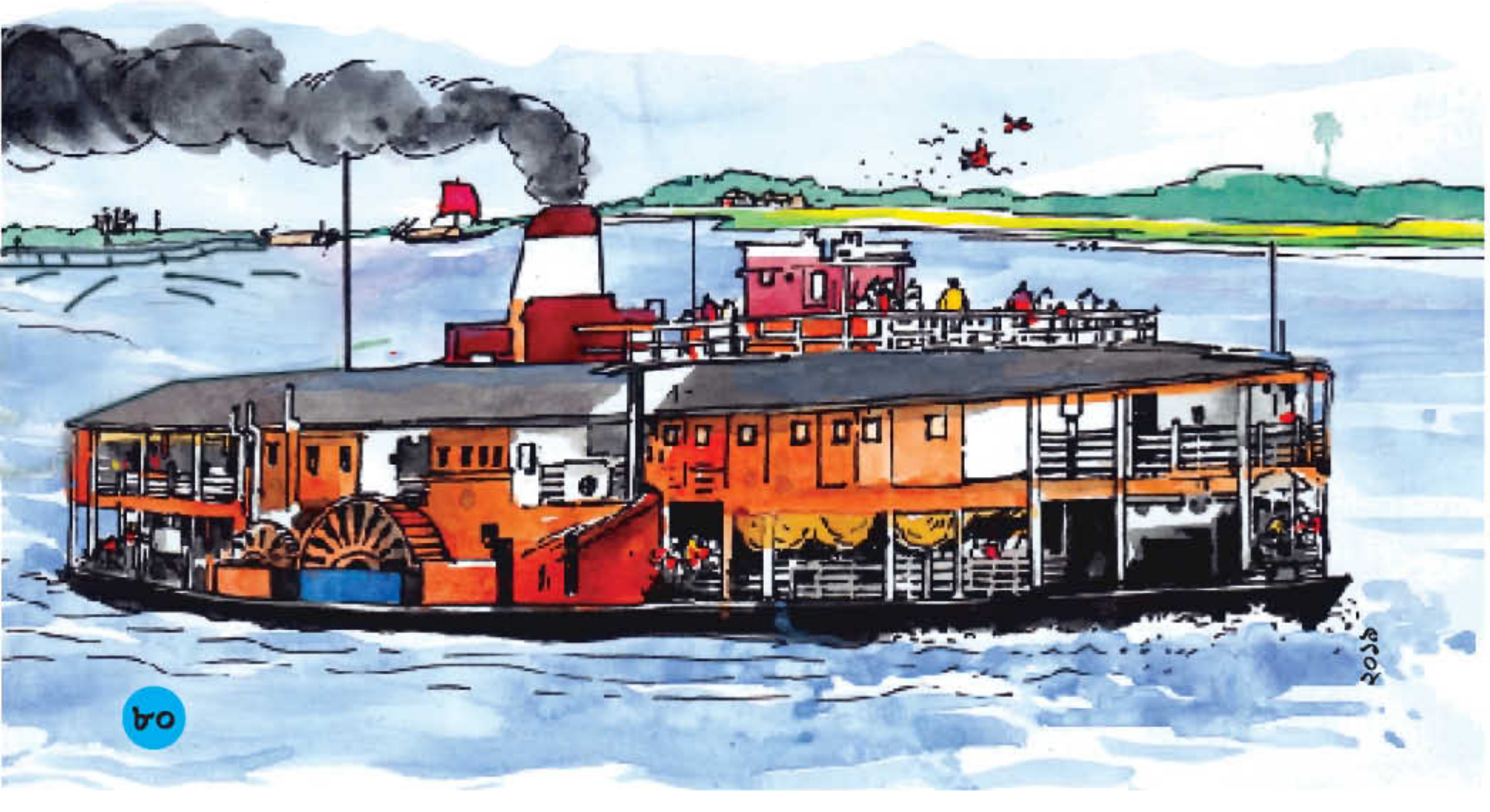

স্টিমার ক্রমশ সদরঘাট পেরিয়ে এগিয়ে চলছে। দেখলাম বুড়িগঙ্গা নদীর উপর ব্রিজ। তার নিচ দিয়ে আমাদের স্টিমার যাচ্ছে। সেও এক সুন্দর দৃশ্য।

যেতে যেতে বুড়িগঙ্গার দুই পাড়ের দৃশ্য দেখছি আমরা। তারপর একসময় স্টিমার এলো মুন্সিগঞ্জে। দেখা গেল ধলেশ্বরী নদীর মোহনা। তারপর আরও একটু এগিয়ে দেখা গেল নারায়ণগঞ্জ। পৌঁছে গেলাম শীতলক্ষ্যা নদীর মোহনায়। স্টিমার এক সময় মেঘনা নদীতে পড়ল। দুই তীরের দৃশ্যে আমাদের চোখ জুড়িয়ে গেল। একদিকে শ্যামল শস্যের বিস্তীর্ণ মাঠ, আরেক দিকে দূরে গাছপালায় ঘেরা গ্রাম। মাঝখানে নদীর বিপুল জলধারা।

স্টিমার যতই এগোচ্ছে নদী ততই প্রশস্ত হচ্ছে। নদীর পানির উপরে সাদা গাঙচিল উড়ে বেড়াচ্ছে। তারা কখনো ঝাঁক বেঁধে স্টিমারের পিছনে পিছনে উড়ে চলেছে। নদীতে দেখা গেল এক ধরনের প্রাণী। পানির উপর একটু উঠেই আবার ডুবে যাচ্ছে। বাবা বললেন, "এগুলোর নাম শুশুক।"

নদীতে চলাচল করছে নানা আকারের নৌকা ও লঞ্চ। নৌকায় করে জেলেরা মাছ ধরছে। লঞ্চে চড়েছে যাত্রীরা। তরতর করে এগিয়ে চলে স্টিমার।

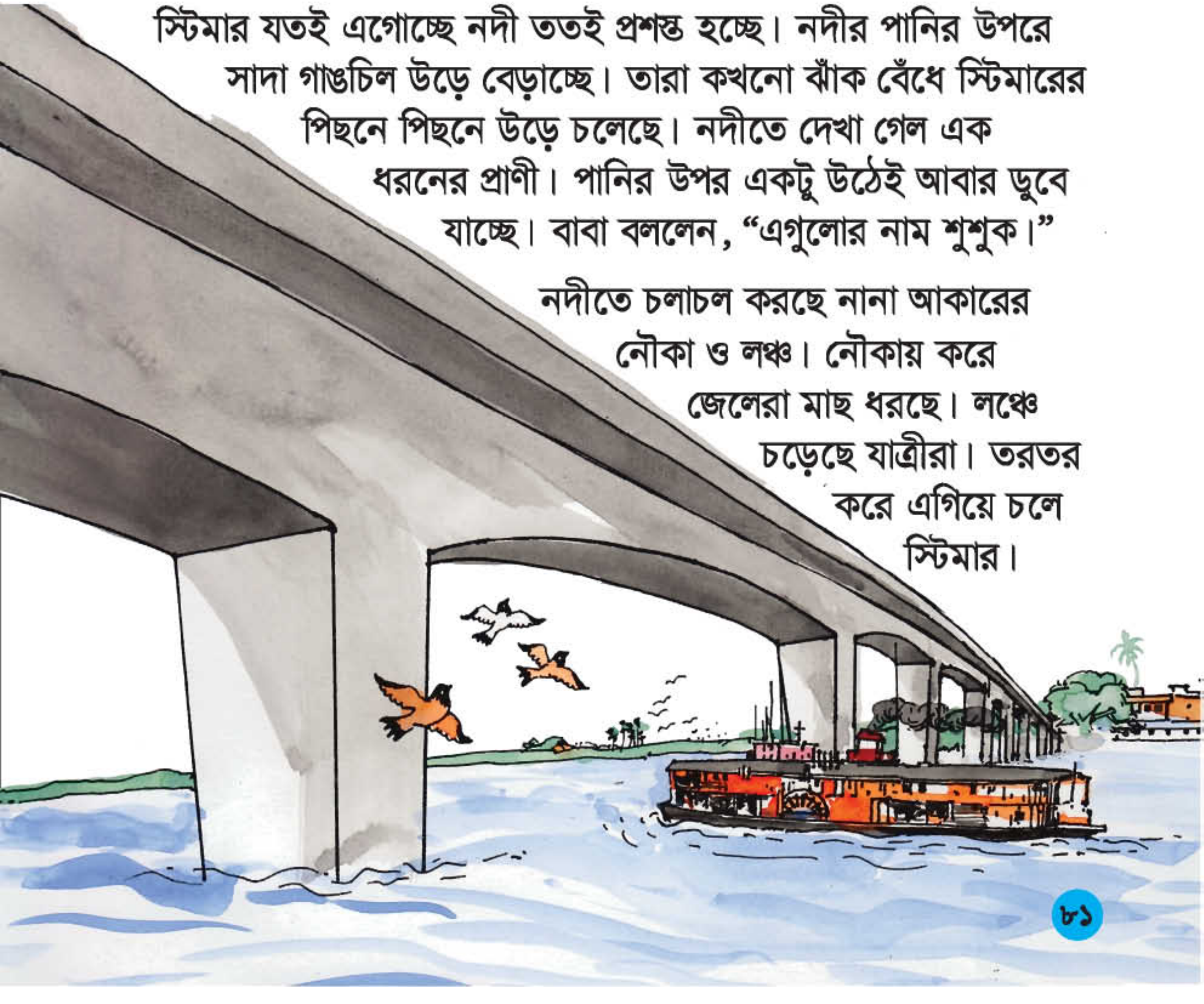

তনু বাইনোকুলার দিয়ে নদী ও নদীতীরের দৃশ্য দেখছে। আর নিনা ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলছে। স্টিমার থেকে তীরের ঘরবাড়িগুলো খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে নদীর ঘাটে মানুষ গোসল করছে। কোথাও মহিলারা কাপড় কাচছে। কোনো ঘাটে আবার যাত্রীবাহী নৌকা ভিড়ানো। যাত্রীরা তাতে উঠানামা করছে।

আমি, তনু ও নিনা একসময় উঠে গেলাম স্টিমারের ছাদে। ছাদে রয়েছে কাপ্তেনের একটি ছোট ঘর। সেখান থেকেই তিনি সিটি বাজাচ্ছেন।

মেঘনা নদী যেখানে পদ্মার সঙ্গে মিশেছে সেখানে একসময় এসে গেল স্টিমার। সেখানে এক তীর থেকে আরেক তীর আর দেখা যায় না। শুধু পানি আর পানি। এর কাছেই চাঁদপুর। স্টিমার চলে এলো চাঁদপুরের কাছে। চাঁদপুর ইলিশ মাছ ও নদীবন্দরের জন্য বিখ্যাত। মেঘনা নদী থেকে স্টিমার ঢুকবে একটি ছোট নদীতে। নদীটির নাম ডাকাতিয়া। নদীতে খুবই স্রোত। স্টিমারের গতি কমে গেল। আবার বেজে উঠল স্টিমারের সিটি। ধীরে ধীরে ঘাটে এসে ভিড়ল স্টিমার। এর মধ্যে শুরু হলো লাল জামা পরা কুলিদের হইচই। এবার আমাদের নামার পালা। শেষ হলো আমাদের আনন্দ ভ্রমণ।

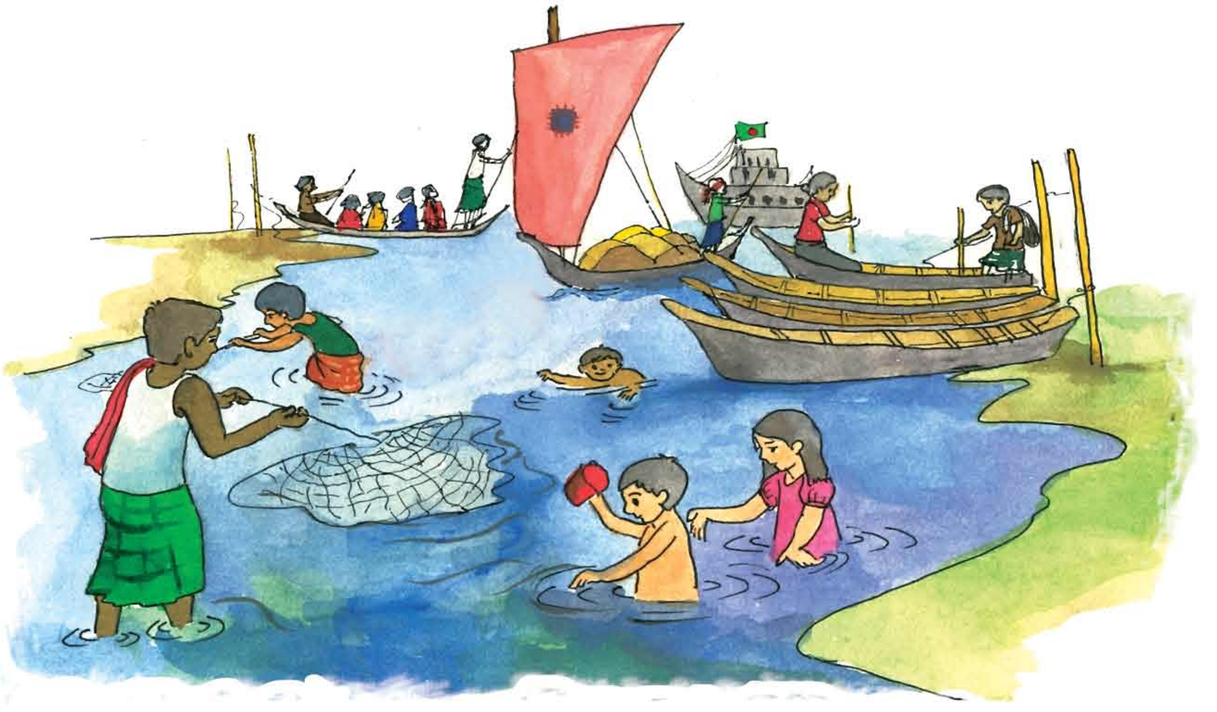

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

বার্ষিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রশস্ত শ্যামল শস্য কাপ্তেন দৃশ্য বিস্তীর্ণ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অভিজ্ঞতা ভ্রমণে প্রশস্ত কাপ্তেনের শ্যামল শস্য

ক. নতুন নতুন জায়গা দেখলে .... হয়।

খ. ....আনন্দ হয়।

গ. বাংলার প্রকৃতির রূপ ....।

ঘ. মাঠে .... ফলে।

ঙ. ছাদে রয়েছে .... একটি ছোট ঘর।

চ. মেঘনা নদী অনেক ....।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

বার্ষিক	র্ষ	´	ষ	বর্ষ, হর্ষ
অভিজ্ঞতা	জ্ঞ	জ	ঞ	বিজ্ঞ, বিজ্ঞান
স্টিমার	স্ট	স	ট	পোস্টার, ডাস্টার
কাপ্তেন	প্ত	প	ত	সপ্ত, দীপ্ত

৪. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. নদীপথে কোথায় যাওয়া ঠিক হলো?

১. বরিশাল ২. খুলনা
৩. চাঁদপুর ৪. মুন্সিগঞ্জ

খ. তনু সাথে করে কী নিয়ে এসেছিল?

১. বই ২. ক্যামেরা
৩. খাবার ৪. বাইনোকুলার

গ. হঠাৎ করে পানির ভিতর থেকে কী লাফ দিল?

১. শুশুক ২. মাছ
৩. কুমির ৪. ইলিশ মাছ

ঘ. পদ্মা এবং মেঘনা যেখানে মিশেছে সেখানে দেখা যায় না–

১. পানি ২. নৌকা
৩. তীর ৪. লঞ্চ

৫. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. চাঁদপুর কেন বিখ্যাত?
খ. তনু ও নিনা নদী তীরে কী দেখেছিল?
গ. মেঘনা ও পদ্মার সংযোগস্থল দেখতে কেমন?
ঘ. স্টিমারের পিছনে ঝাঁক বেঁধে উড়ে কোন পাখি?
ঙ. স্টিমারের সিটি বাজে কেমন করে?

৬. নদীপাড়ের দৃশ্য সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখি।

৭. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. স্টিমারের সিটিটা হঠাৎ .... করে বেজে উঠল।
খ. নদীপথে ভ্রমণের নতুন .... লাভ করব।
গ. .... মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম ঢাকার সদরঘাটে।
ঘ. নদীর পানির উপরে সাদা .... উড়ে বেড়াচ্ছে।
ঙ. চাঁদপুর .... ও নদীবন্দরের জন্য বিখ্যাত।

ইলিশ মাছ
আটটার
গাঙচিল
ভোঁ
অভিজ্ঞতা

৮. জোড় শব্দগুলো আলাদা করে পড়ি ও লিখি।

নদীপথ	নদী	পথ
নীচতলা	....	....
জলধারা	....	....
ঘরবাড়ি	....	....
ছেলেমেয়ে	....	....
নদীবন্দর	....	....

৯. দুইটি বাক্য জুড়ে একটি বাক্য তৈরি করি ও লিখি।

ক. আমরা ডিম পরোটা খেলাম।
খ. আমরা চা খেলাম। আমরা ডিম, পরোটা ও চা খেলাম।

ক. চাঁদপুর ইলিশ মাছের জন্য বিখ্যাত।
খ. চাঁদপুর নদীবন্দরের জন্য বিখ্যাত। ....

ক. নদীর ঘাটে ছেলেমেয়েরা সাঁতার কাটছে।
খ. নদীর ঘাটে মহিলারা কাপড় কাচছে। ....

পাল্লা দেওয়ার খবর

ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন সাহানা আপা। এমন সময় একটি বিজ্ঞপ্তি এলো। আপা বললেন, "একটা পাল্লা দেওয়ার খবর আছে।" আপা খবরটি পড়লেন।

নীলগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

আগামী পঁচিশ তারিখে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হবে। দুইটি বিভাগে ছাত্রছাত্রীরা নাম দিতে পারবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা 'ক' বিভাগে নাম দিবে। আর চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা 'খ' বিভাগে নাম দিবে।

খেলার বিষয়:

১. ৫০ মিটার দৌড়
২. ১০০ মিটার দৌড়
৩. বিস্কুট দৌড়
৪. মারবেল দৌড়
৫. বস্তা দৌড়
৬. মোরগ লড়াই
৭. অঙ্ক দৌড়
৮. মনে রাখার খেলা

নিয়ম: ১. প্রত্যেকে সর্বমোট তিনটি খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
২. যে কেউ 'যেমন খুশি তেমন সাজো' বিষয়ে অংশ নিতে পারবে।

সকল শ্রেণিতে ছক দেওয়া হলো। তাতে প্রতিযোগিতার নাম, বিভাগ, শ্রেণি, রোল, খেলার নাম লিখে ছক পূরণ করবে। আগামী তেইশ তারিখের মধ্যে শ্রেণি শিক্ষকের কাছে ছক জমা দিতে হবে।

মাকসুদা বেগম
প্রধান শিক্ষক
নীলগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

ঘোষণা শোনার পর শানু ও কবির হাত তুলল। আপা জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হলো? একজন বলো।" শানু বলল, "কীভাবে ছক পূরণ করব আপা?"

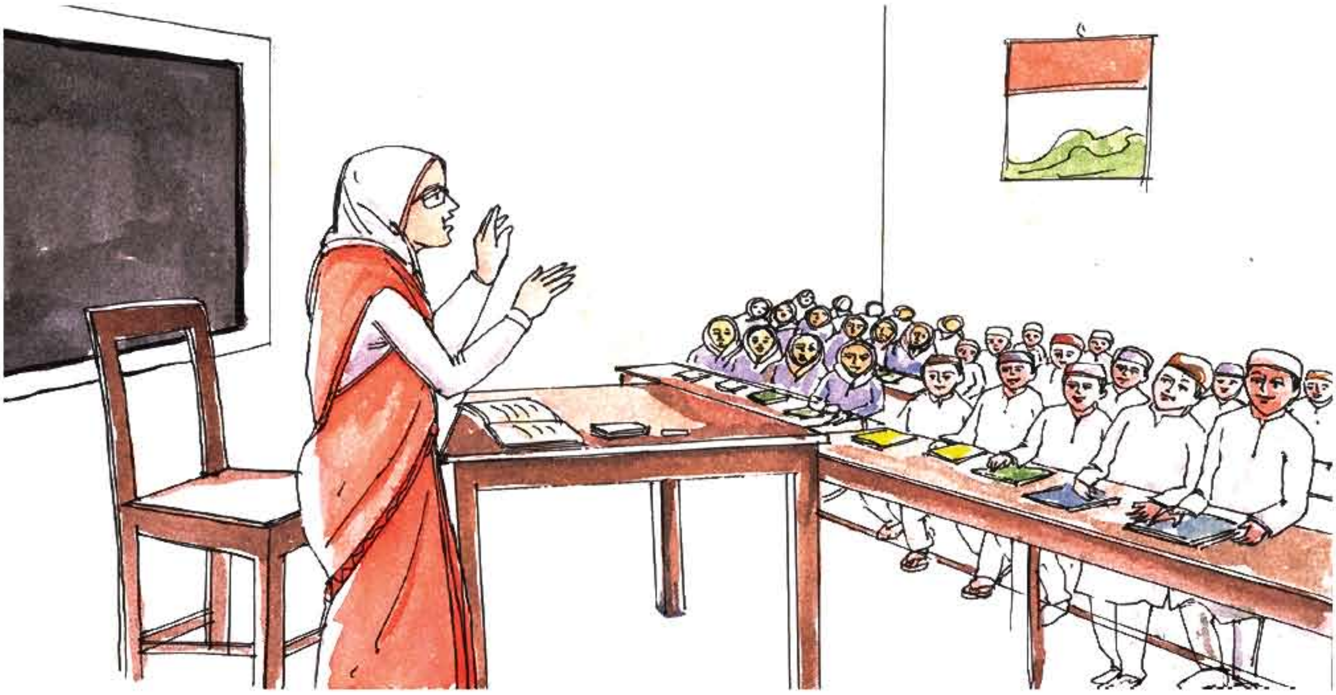

আপা বললেন, "ঘোষণাটি আমি বিজ্ঞাপন বোর্ডে লাগিয়ে দিচ্ছি। আর আমি একটা ছক আমার নামে বোর্ডে পূরণ করে দেখিয়ে দিই। তোমরা সেটা অনুসরণ করো।"

খেলায় নাম দেওয়ার ছক

নামঃ সাহানা হক

শ্রেণিঃ তৃতীয়　　রোল নম্বরঃ ৩　　বিভাগঃ ক

যে খেলা খেলতে ইচ্ছুক তার নামঃ

১. ৫০ মিটার দৌড়
২. মোরগ লড়াই
৩. মনে রাখার খেলা
৪. যেমন খুশি তেমন সাজো

অনুশীলনী

১. ঘোষণা পড়ে নিজে নিজে ছকটি পূরণ করি।

নাম:

শ্রেণি: রোল নম্বর: বিভাগ:

যে খেলা খেলতে ইচ্ছুক তার নাম:

১.
২.
৩.
৪.

২. খেলায় অংশগ্রহণ সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখি।

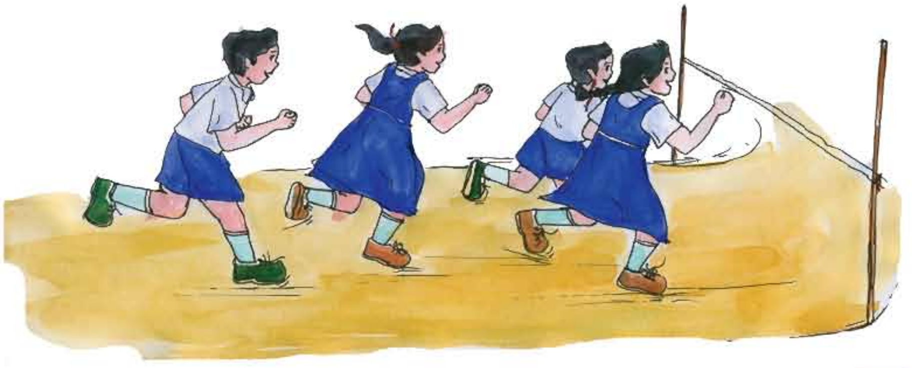

৩. ক্রমবাচক শব্দগুলো পড়ি ও লিখি।

প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ

সপ্তম অষ্টম নবম দশম

৪. ক্রমবাচক শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করে বলি ও লিখি।

প্রথম – শিমুল মোরগ লড়াই খেলাতে প্রথম হয়েছে।

দ্বিতীয় – ....

তৃতীয় – ....

চতুর্থ – ....

পঞ্চম – ....

ষষ্ঠ – ....

সপ্তম – ....

অষ্টম – ....

৫. ক্রমবাচক শব্দ লিখে নিচের ছকটি পূরণ করি।

নিচে আমার বন্ধুদের নাম এবং তাদের ফলাফল ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে লিখি।

ফলাফল	বন্ধুদের নাম
প্রথম	

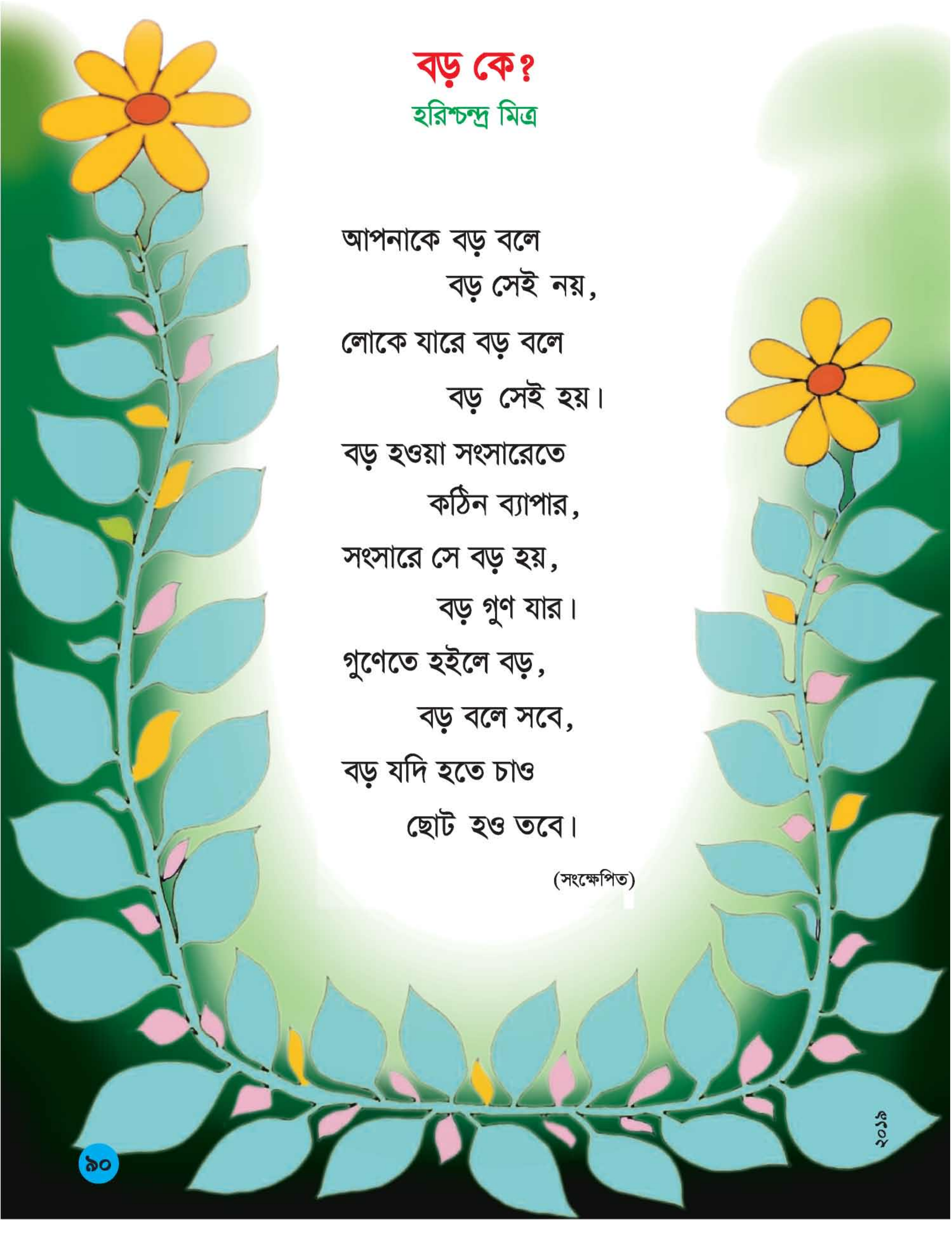

বড় কে?

হরিশ্চন্দ্র মিত্র

আপনাকে বড় বলে
বড় সেই নয়,
লোকে যারে বড় বলে
বড় সেই হয়।
বড় হওয়া সংসারেতে
কঠিন ব্যাপার,
সংসারে সে বড় হয়,
বড় গুণ যার।
গুণেতে হইলে বড়,
বড় বলে সবে,
বড় যদি হতে চাও
ছোট হও তবে।

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কঠিন ব্যাপার সংসার

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ব্যাপার কঠিন

ক. কখনো কখনো আমাদের .... কাজ করতে হয়।

খ. সে জিজ্ঞেস করল, ... কী?

৩. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বড় কে?
খ. সংসারে কীভাবে বড় হওয়া যায়?
গ. কাকে সকলে বড় মনে করে?

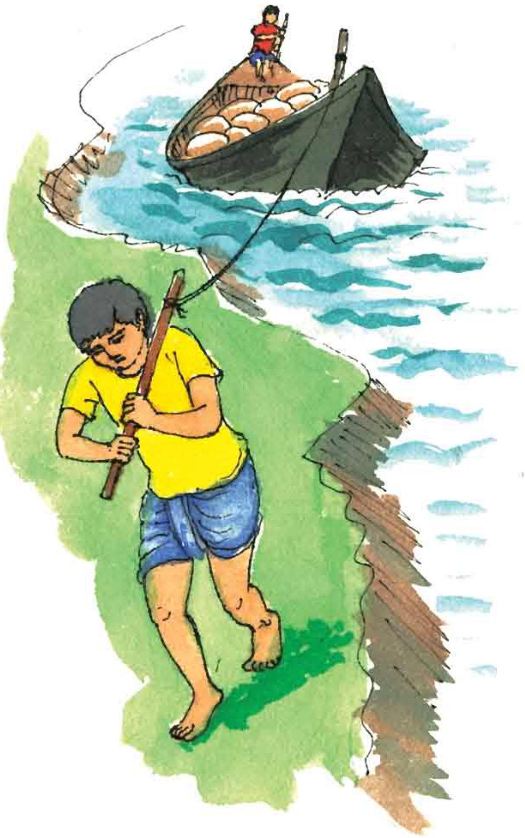

৪. বানান ও অর্থের পার্থক্য মনে রাখি।

গুণ–ভালো বৈশিষ্ট্য। ছেলেটির অনেক গুণ আছে।

গুন– নৌকা টানার দড়ি। মাঝি গুন টানছে।

৫. পরের চরণটি বলি ও লিখি।

গুণেতে হইলে বড়,
.... ,
বড় যদি হতে চাও
.... ।

৬. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. প্রকৃত বড় কে?

১. যে অনেক ধনসম্পদের মালিক

২. লোকে যারে ছোট বলে

৩. যে ধনসম্পদ চায় না

৪. যার বড় গুণ আছে

খ. সত্যিকারের বড় হতে হলে কী গুণ থাকা দরকার?

১. নিজেকে ছোট করে দেখা

২. সব কাজে নিজেকে প্রকাশ করা

৩. অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করা

৪. শক্তি ও ক্ষমতা প্রকাশ করা

৭. বুঝে নিই।

সংসারেতে	– পৃথিবীতে। জীবনে।
বড় যদি হতে চাও	– জীবনে সফল হতে হলে।
ছোট হও	– বিনয়ী হও। অহংকার করো না।

৮. কবিতাটি লিখি।

৯. সবাই মিলে কবিতাটি আবৃত্তি করি।

১০. বাক্য রচনা করি।

বড় – গাছটি অনেক বড়।

ছোট ....

কঠিন ....

ব্যাপার ....

গুণ ....

১১. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. আপনাকে................................. বলে বড় সেই নয়, — বড়/ছোট/খাটো

খ. বড় হওয়া সংসারেতে ....ব্যাপার, — দুঃখের/সহজ/কঠিন

গ. সংসারে সে বড় হয়, বড় .... যার। — রাগ/গুণ/মন

নিরাপদে চলাচল

পরীক্ষা শেষ। ছবি আর ইজাজ মায়ের সঙ্গে ঢাকা এলো। ওদের ছোট মামা জামিল। তাঁর বাসায় উঠল। বায়না ধরল শিশুপার্ক, চিড়িয়াখানা সবকিছু দেখাতে হবে। মামাতো বোন টিয়ার বয়স পাঁচ বছর। সে বলল, “আমিও যাবো।” জামিল বললেন, “শুক্রবারে নিয়ে যাবো।”

শুক্রবার দুপুরের পর সবাই জামা-জুতা পরে তৈরি হলো। মামা ওদের নিয়ে নিজের ছোট্ট গাড়িতে চড়লেন। শুক্রবার হলে কী হবে? ওদের মতো আরও অনেকেই বেরিয়েছে। রাস্তায় বেশ ভিড়। খামারবাড়ি থেকে বের হয়ে ফার্মগেট পার হলো গাড়ি। বাংলা মটরের সামনেই গাড়ি থামালেন জামিল। ছবি জানতে চাইল, “গাড়ি কেন থামল মামা?” জামিল বললেন, “ডান দিকে তাকাও। ওই যে লালবাতি জ্বলছে। একে বলে ট্রাফিক বাতি। লালবাতি জ্বললে গাড়ি সম্পূর্ণ থেমে যাবে। তখন পথচারীরা যেতে পারবে। তারপরে সবুজ বাতি জ্বললে আমরা যেতে পারব।”

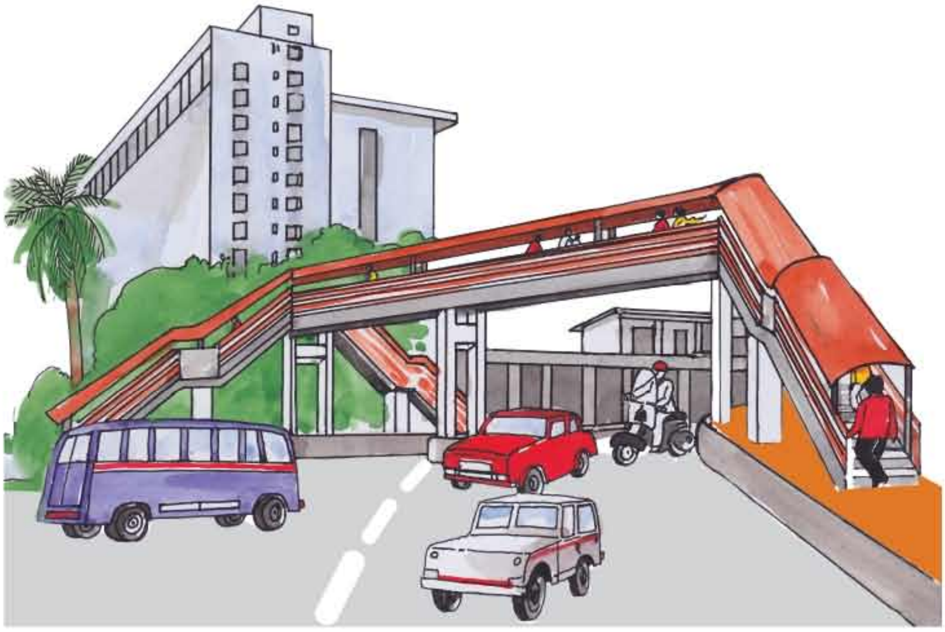

জামিল রাস্তার এপার থেকে ওপার পর্যন্ত একটি উঁচু সেতু দেখালেন। বললেন, “ওটাকে বলে ফুটওভারব্রিজ। দেখ, লোকজন ওটা দিয়ে হেঁটে রাস্তার এপার থেকে ওপার যাচ্ছে। এখানে রাস্তা পার হওয়া বিপজ্জনক। ফুটওভারব্রিজ দিয়ে যাওয়াই নিরাপদ।”

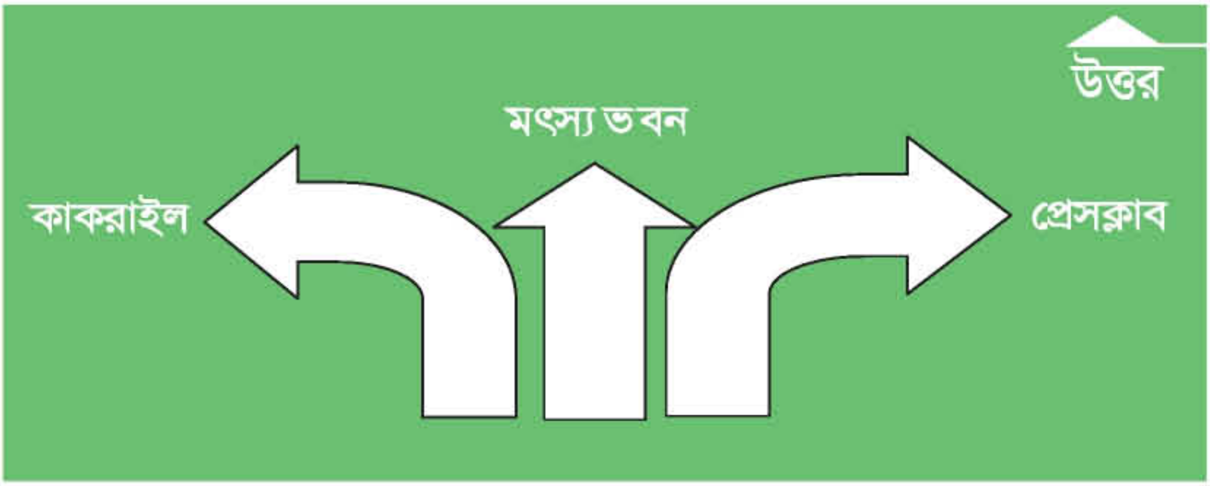

হঠাৎ টিয়া চিৎকার করে সামনের দিকে দেখাল। সবাই সেদিক তাকাল। আড়াআড়ি পথ দিয়ে দ্রুতগতিতে গাড়ি চলছিল। সেখান দিয়ে সাদা ছড়ি হাতে একজন বৃদ্ধ লোক রাস্তা পার হতে যাচ্ছিলেন। একজন ট্রাফিক পুলিশ লোকটিকে রাস্তার কিনারে নিয়ে এলেন। জামিল আবার গাড়ি চালাতে শুরু করলেন। সেটা চলল শাহবাগের দিকে। বললেন, “নিরাপদে রাস্তা পার হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা আছে। একটু সামনে গেলেই দেখতে পাবে।”

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি শাহবাগে থামল। আবার ট্রাফিক সিগন্যালে লালবাতি জ্বলে উঠেছে। রাস্তার দুই দিকের সব যানবাহন থেমে গেল। সামনের রাস্তাতেই চওড়া জায়গায় সাদা-কালো রং করা। সেখান দিয়ে অনেক পথচারী রাস্তা পার হচ্ছেন। জামিল বললেন, “ইজাজ দেখেছ, এখানে নিরাপদে রাস্তা পার হওয়া যায়। এটাকে বলা হয় জেব্রাক্রসিং।”

শিশুপার্কে অনেক কিছু দেখল সবাই। ইজাজ, ছবি, টিয়াকে জামিল ট্রেনে, ঘোড়ায়, নাগরদোলায় চড়ালেন। বেলুন, বাঁশি কিনে গাড়িতে ফিরে চলল ওরা। রমনা পার্কের পাশ দিয়ে একটু সামনে এগিয়ে গেল গাড়ি। রাস্তার এপার ওপারজুড়ে বেশ উঁচুতে একটা অনেক বড় বোর্ড। বোর্ডটি সবুজ রঙের, তাতে সাদা তীরচিহ্ন দিয়ে স্থানের নাম লেখা–ওরা বাঁ দিকের রাস্তায় এগিয়ে গেল। মগবাজারের দিকে যাবে।

মগবাজার পার হতেই একটানা ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। কান পেতে ইজাজ সেটা শুনল। তারপর জানতে চাইল,“এটা কিসের শব্দ মামা?” জামিল বললেন,“সামনেই লেভেলক্রসিং। লেভেলক্রসিংয়ে রাস্তার দুই পাশে গেট থাকে। রেলগাড়ি যাওয়ার সময় দুই দিকের গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়।”

বলতে বলতেই ঝকঝক শব্দ করে একটি রেলগাড়ি ওদের সামনে দিয়ে চলে গেল। ছবি ও ইজাজ খুব আগ্রহ নিয়ে দেখল। রেললাইন পার হয়ে বেশ তাড়াতাড়ি তেজগাঁও ফ্লাইওভারে চলে এলো গাড়ি। উড়ালসেতুর উপর দিয়ে যাওয়ার সময় খুব আনন্দ পেল ছবি, টিয়া, ইজাজ। তারপর তাড়াতাড়ি খামারবাড়িতে জামিলের বাসায় চলে এলো। মজা করে খাওয়া হলো। একসময় ইজাজ বলল,“ঢাকায় অনেক ভিড়। আমাদের ছোট শহরে ভিড় নেই। যখন যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাওয়া যায়”।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

ব্রিজ বোর্ড সতর্ক সরব নির্দিষ্ট নাগরদোলা

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ব্রিজ ট্রাফিক নির্দিষ্ট নাগরদোলায়

ক. নিরাপদে পথ চলতে .... নিয়ম মানা দরকার।

খ. প্রতিদিন .... জায়গা থেকে বাস ছাড়ে।

গ. বৈশাখী মেলায় .... চড়েছিলাম।

ঘ. গ্রামের রেলপথে খালের উপর রেল .... থাকে।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

পার্ক	র্ক	ˊ	ক		অর্ক, তর্ক
ব্রিজ	ব্র	ব	্র	(র–ফলা)	ব্রত, তীব্র
নির্দিষ্ট	ষ্ট	ষ	ট		নষ্ট, কষ্ট
ঘণ্টাধ্বনি	ণ্ট	ণ	ট		কণ্টক, বণ্টন

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. ছবি ও ইজাজের ছোট মামার নাম কী?

খ. ট্রাফিক পুলিশ কীভাবে বৃদ্ধকে সাহায্য করলেন?

গ. জেব্রাক্রসিং কেন ব্যবহার করা হয়?

ঘ. লেভেলক্রসিং কী?

৫. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. ট্রাফিক লাইটে লালবাতি দেখা গেলে পথচারীরা –

১. সম্পূর্ণ থেমে যাবে　　২. একটু পরে চলবে

৩. রাস্তা পার হবে　　৪. ডান দিকে যাবে

খ. পায়ে হেঁটে নিরাপদে রাস্তা পার হওয়া যায় –

১. ফ্লাইওভার দিয়ে　　২. সামনে পিছনে দেখে

৩. ট্রাফিক লাইট মেনে　　৪. ফুটওভারব্রিজ দিয়ে

গ. রাস্তার উপর সাদা–কালো দাগই –

১. লেভেলক্রসিং　　২. ফুটওভারব্রিজ

৩. জেব্রাক্রসিং　　৪. ফ্লাইওভার

ঘ. উড়ালসেতুর উপর দিয়ে যাওয়ার সময় –

১. মজা পেল　　২. আনন্দ পেল

৩. দুঃখ পেল　　৪. কষ্ট পেল

৬. ছবি দেখি। কোনটি কী নির্দেশ করে মিলাই।

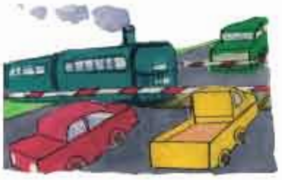

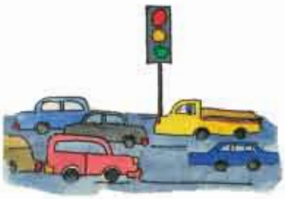

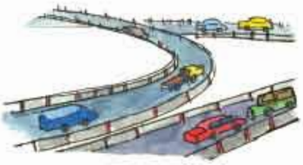

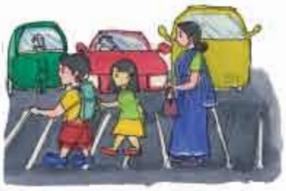

ট্রাফিক লাইট – নিয়মমাফিক যানবাহন চলাচলের জন্য বাতি।

জেব্রাক্রসিং – রাস্তা পারাপারের জন্য দাগকাটা সাদা-কালো জায়গা।

লেভেলক্রসিং – রেলপথ ও সড়কপথের সংযোগস্থল।

ফ্লাইওভার – উড়ালসেতু। রাস্তার উপর দিয়ে যানবাহন চলাচলের সেতু।

৭. আরও কিছু সংকেত চিনে নিই।

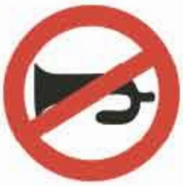

সামনে হাসপাতাল
ভেঁপু বাজানো নিষেধ

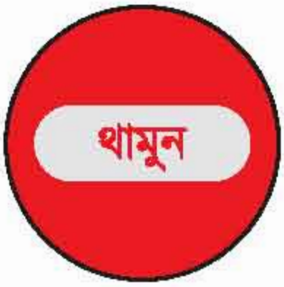

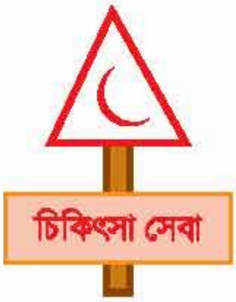

৮. ছবি দুইটি মনোযোগ দিয়ে দেখি। কী লেখা আছে বুঝে পড়ে সবাইকে শোনাই।

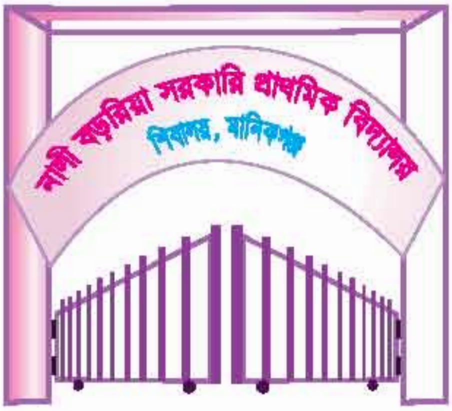

নালী বড়রিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
শিবালয়, মানিকগঞ্জ

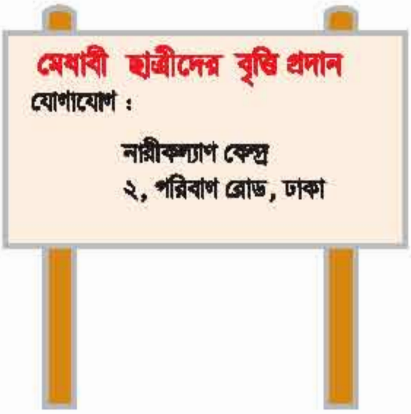

মেধাবী ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান
যোগাযোগ :
নারীকল্যাণ কেন্দ্র
২, পরিবাগ রোড, ঢাকা

খলিফা হযরত আবু বকর (রা)

হযরত মুহাম্মদ (স) এর মৃত্যুর পর যে চারজন খলিফা হয়েছিলেন, তাঁদেরকে খোলাফায়ে রাশিদিন বলা হয়। হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন খোলাফায়ে রাশিদিনের প্রথম খলিফা। তিনি ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশের তাইম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কুহাফা উসমান আর মাতার নাম সালমা। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর সর্বাধিক প্রিয় সাহাবি ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)। নবিজি (স) এর সাথে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল।

শিশুকাল থেকে আবু বকর (রা) কোমল হৃদয় ও সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। পবিত্র কুরআনের জ্ঞানও ছিল তাঁর অসাধারণ। তিনি বড় কবি, সুবক্তা ও দানশীল ছিলেন।

তাঁর পিতা ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী। শিক্ষাশেষে তিনি পিতার ব্যবসায় দেখাশোনা করতেন। নবিজিকেও তিনি ব্যবসায় কাজে সাহায্য করতেন। মুহাম্মদ (স) নবুয়ত লাভ করার পর গোপনে আল্লাহর বাণী প্রচার করতে শুরু করলেন। এতে অনেক বাধা-বিঘ্ন

আসতে লাগল। নবিজির দাওয়াত পেয়ে আবু বকর (রা) পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতাও মহানবি (স) এর কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সুখে-দুঃখে আবু বকর (রা) নবিজির সাথে ছায়ার মতো থাকতেন।

আবু বকর (রা) ছিলেন সাহসী ও প্রভাবশালী। তাই তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন। ইসলাম ধর্ম প্রচার করার সময় মক্কার অনেক লোক মহানবি (স) এর সঙ্গে শত্রুতা শুরু করেছিল। সেই সময় আবু বকর (রা) মহানবি (স) কে সাহস যুগিয়েছিলেন। অনেক অত্যাচারও সহ্য করেছিলেন। মহানবি (স) কে কাফেররা হত্যা করতে চাইলে তিনি আল্লাহর আদেশে হযরত আবু বকর (রা) কে সাথে নিয়ে মদিনায় হিজরত করেছিলেন।

আবু বকর (রা) নবিজির কাছে শুনেছিলেন ক্রীতদাসকে মুক্তি দেওয়া সওয়াবের কাজ। তাই তিনি নিজের অর্থে হযরত বিলাল (রা) এবং আরও অনেক ক্রীতদাস ক্রয় করে তাদেরকে মুক্তি দেন।

তাবুক যুদ্ধের সময় হযরত আবু বকর (রা) তাঁর সমস্ত সম্পদ মহানবি (স) কে দান করেন। নবিজি (স) অবাক হয়ে আবু বকর (রা) কে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি ঘরে কী রেখে এসেছ?" তিনি বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে রেখে এসেছি।"

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রা) সমগ্র মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন গরিবের বন্ধু। নিঃস্ব, দুঃখী ও অভাবী মানুষের আপনজন। খলিফা হয়েও তিনি তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যান নি। মহান সেবক ছিলেন খলিফা হযরত আবু বকর (রা)। মহানবি (স) বলেছিলেন, "ইসলাম প্রচারে সামর্থ্য ও ধন সম্পদ দিয়ে আমাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন আবু বকর (রা)।"

আবু বকর (রা) ছিলেন দায়িত্বশীল মানুষ। কীভাবে সাধারণ মানুষের ভালো করা যায় এই ভাবনাই ছিল তাঁর। তিনি রাজকোষের রক্ষক ছিলেন। অভাবের জন্য উপোস করলেও তিনি রাজকোষের কিছু ভোগ করেন নি।

হযরত আবু বকর (রা) ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর মেয়ে আয়শা (রা) কে বলেছিলেন, "মা আয়শা, আমার কাছে রাষ্ট্রের একটি উট ও একজন দাস আছে। আমার মৃত্যুর সাথে সাথে তুমি তা পরবর্তী খলিফা হযরত উমর (রা) এর নিকট পৌঁছে দিও। কোনো অবস্থাতেই ভুল করবে না।"

সত্যি মহৎ মানুষ ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

বংশ গোত্র খলিফা সাহাবি অসাধারণ নবুয়ত ক্রীতদাস
হযরত মুহাম্মদ (স) মহৎ আদর্শ বন্ধুত্ব সুবক্তা শত্রুতা
ক্রয় রক্ষক ইন্তেকাল নিঃস্ব

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

হযরত মুহাম্মদ (স) মহৎ গোত্র নবুয়ত আদর্শ অসাধারণ ক্রীতদাস সাহাবি

ক. .... শত্রু-মিত্র সবাইকে ক্ষমা করতেন।
খ. আমরা মহানবি (স) এর .... অনুসরণ করে চলব।
গ. মহানবি (স) এর প্রিয় .... ছিলেন আবু বকর (রা)।
ঘ. বংশসূত্রে সম্পর্কিত কয়েকটি পরিবারকে একত্রে .... বলে।
ঙ. তিনি একজন .... প্রাণের মানুষ ছিলেন।
চ. হযরত আয়শা (রা) .... গুণের অধিকারী ছিলেন।
ছ. মহানবি (স) ৪০ বছর বয়সে .... লাভ করেন।
জ. মহানবি (স) বলেছিলেন .... মুক্তি দেওয়া সওয়াবের কাজ।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

সমস্ত	স্ত	স	ত	প্রশস্ত, মস্ত
সম্পদ	ম্প	ম	প	সম্পর্ক, চম্পা

৪. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

প্রিয়	অপ্রিয়	বিশ্বাস	অবিশ্বাস	যুদ্ধ	শান্তি	বন্ধুত্ব	শত্রুতা

ক. হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন আল্লাহ্ তায়ালার .... বান্দা।
খ. আরব দেশের মানুষ সামান্য কারণে .... করত।
গ. মহানবি (স) সকলকে .... করতেন।
ঘ. মক্কার অনেক লোক মহানবি (স) এর সাথে .... শুরু করেছিল।

৫. ছকের বাম দিকের চিহ্ন ব্যবহার করে যেসব শব্দ মূল পাঠে আছে সেগুলো খুঁজে বের করি এবং খালি জায়গায় আরও শব্দ লিখি।

র-ফলা (্র)	খ্রিষ্টাব্দে		
য-ফলা (্য)	সাহায্যে		
রেফ-র (র্)	সর্বাধিক		

৬. এক কথায় জেনে নিই এবং শব্দগুলো দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

যা সাধারণ নয় – অসাধারণ। ....
রক্ষা করেন যিনি – রক্ষক। ....
অনেক জ্ঞান আছে যাঁর – জ্ঞানী। ....

৭. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. খোলাফায়ে রাশিদিনের প্রথম খলিফা কে ছিলেন?

১. হযরত আলী (রা)
২. হযরত আবু বকর (রা)
৩. হযরত উমর (রা)
৪. হযরত উসমান (রা)

খ. হযরত আবু বকর (রা) তাবুক যুদ্ধের সময় মহানবি (স) কে কী দান করেছিলেন?

১. একটি উট
২. একজন ক্রীতদাস
৩. সমস্ত সম্পদ
৪. ব্যবসার অর্থ

গ. মহানবি (স) কেন মদিনায় হিজরত করেছিলেন?

১. রাজকোষের সম্পদ ভোগ করতে
২. আল্লাহর আদেশ পালন করতে
৩. ব্যবসায় দেখাশোনা করার জন্য
৪. ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য

৮. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. খোলাফায়ে রাশিদিন কাকে বলে ?

খ. হযরত আবু বকর (রা) কে ছিলেন ?

গ. তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

ঘ. তাঁর মাতা এবং পিতার নাম কী ?

ঙ. পুরুষদের মধ্যে কে প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ?

চ. নবুয়ত লাভের পর হযরত মুহাম্মদ (স) কী করলেন ?

ছ. ক্রীতদাসকে মুক্তি দিলে কী হয় ?

জ. কখন হযরত আবু বকর (রা) সমস্ত সম্পদ দান করেন ?

ঝ মৃত্যুর পূর্বে তিনি মেয়ে আয়শা (রা) কে কী বলেছিলেন ?

ঞ. হযরত আবু বকর (রা) কবে মৃত্যুবরণ করেন ?

শব্দের অর্থ জেনে নিই

শব্দ	অর্থ
অ	
অকুতোভয়	ভয় নেই এমন।
অধিনায়ক	দলপতি, দলনেতা।
অপেক্ষা	প্রতীক্ষা, সবুর।
অভিজ্ঞতা	দেখা ও জানার মাধ্যমে লাভ করা জ্ঞান।
অমর	যার মৃত্যু নেই, চিরদিনের জন্য স্মরণীয়।
অরণ্য	গাছপালায় ভরা বন জঙ্গল।
অরুণ	সকালের সূর্য।
অস্থির	চঞ্চল।
অসুস্থ	সুস্থ নয়, রুগ্ন, পীড়িত।
অসাধারণ	যা সাধারণ নয়।
আ	
আত্মীয়	আপনজন।
আত্মত্যাগ	নিজের প্রাণ উৎসর্গ করা।
আদেশ	হুকুম।
আদর্শ	অনুসরণীয়, মেনে চলার যোগ্য, নীতি, ন্যায়।
আপন	নিজ।
আর্টবোর্ড	ছবি আঁকার শক্ত কাগজ।
ই	
ইন্তেকাল	মৃত্যু।
উ	
উজির	মন্ত্রী।
উতলা	ব্যাকুল, অস্থির।
উষা	ভোরবেলার সূর্য।
ঊ	
ঊর্ধ্ব	উপরের দিক।
এ	
এক্ষুনি	এখনি, একটুও দেরিতে নয়।
ক	
ক্রয়	কেনা, খরিদ।
কাপ্তেন	জাহাজের অধ্যক্ষ বা পরিচালক।
কারুকাজ	সুন্দর কাজ, শিল্প।
কারখানা	যে স্থানে দ্রব্যসামগ্রী তৈরি হয়।

কিরণ	–	আলো।
কিশোর	–	১১ থেকে ১৫ বছর বয়সী ছেলে।
কঠিন	–	শক্ত।
কবি	–	যিনি কবিতা লেখেন।
কবে	–	কখন।
কভু	–	কখনো।
কল্যাণ	–	মঙ্গল।
কড়ি নেই কড়া নেই	–	টাকা পয়সা নেই।
কুঁজো	–	যার পিঠ বাঁকা ও ফোলা।
ক্রীতদাস	–	কেনা গোলাম।

খ

খাটা	–	পরিশ্রম করা।
খিদে	–	ক্ষুধা।
খেয়াল	–	ইচ্ছা।
খলিফা	–	খেদমতকার।
ক্ষুধার্ত	–	যার খিদে পেয়েছে।

গ

গুটি	–	ছোট ছোট দানা বা গোলাকার বস্তু।
গর্ব	–	অহঙ্কার।
গ্রীষ্ম	–	গরমের কাল।
গগন	–	আকাশ।
গাছগাছালি	–	নানা ধরনের গাছ ও লতা।
গোধূলি	–	সূর্য ডোবার সময়।
গুরুজন	–	সম্মানীয় ব্যক্তি।
গোলা	–	গোল আকৃতি বিশিষ্ট পদার্থ।
গোত্র	–	গোষ্ঠী

চ

চঞ্চল	–	স্থির নয় যা।
চাল	–	কৌশল।
চেতনা	–	জ্ঞান, বোধ।

ছ

ছোপ	–	দাগ, রং।
ছড়া	–	এক ধরনের ছোট কবিতা।

জ

জিজ্ঞাসা	–	জানার ইচ্ছা।
জিরিয়ে	–	বিশ্রাম করে।
জন	–	সাধারণ মানুষ।
জন-প্রাণী	–	মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী।

জবাব	উত্তর।
ঝ	
ঝাঁক	পাখি, মাছ, মাছি ইত্যাদির দল বা পাল।
ঝুঁটি	খোঁপা, মাথার উপরে গোছা করে বাঁধা চুল।
ট	
টগবগে	গরম হয়ে উঠা, রাগে উত্তেজিত হয়ে উঠা।
টালমাটাল	টলমল অবস্থা।
টুটাব	ভাঙব, দূর করব।
য	
যুদ্ধ	লড়াই।
ত	
তক্ষুনি	তখনই।
তিমির	অন্ধকার।
তেজ	শক্তি, জোর।
তাঁতি	কাপড় বোনে যে।
থ	
থত্থর	থর থর।
থমথমে	বিপদের ভয়ে নীরব অবস্থা।
দ	
দানব	অসুর, দৈত্য।
ধ	
ধরণী	পৃথিবী।
ন	
নকশা	চিত্রের কাঠামো, ডিজাইন।
নাইওর	বিবাহিতা নারীর বাপের বাড়ি গমন।
নাগরদোলা	এক রকমের দোলনা।
নাজির	রাজার কর্মচারী।
নাস্তানাবুদ	নাজেহাল।
নায়ক	নেতা, পরিচালক।
নি-ঘাটা	যেখানে ঘাট নেই, যেখানে নৌকা ভিড়ানোর জায়গা নেই।
নির্মম	মায়া ও মমতাহীন।
নিম্নে	নিচে।
নির্দিষ্ট	নির্ধারিত।
নির্বিঘ্নে	নিরাপদে, বাধাহীনভাবে।
নবীন	নতুন।
নিঃস্ব	কপর্দকহীন, খালি।

নবুয়ত	–	আল্লাহর বাণী প্রচারের জন্য আদেশ পাওয়া।

প

প্রাতে	–	সকালে।
প্রিয়	–	পছন্দ করা হয় এমন।
প্রচণ্ড	–	ভয়ানক।
প্রতিবেশী	–	পড়শি, কাছাকাছি বসবাস করে যারা।
প্রভাত	–	সকাল।
প্রশস্ত	–	চওড়া, প্রসারিত, বিস্তৃত।
পাইক	–	লাঠিয়াল, পেয়াদা।
পাঠ	–	পড়া।
পাঠশালা	–	বিদ্যালয়।
পালক	–	পাখির শরীর বা পাখার আবরণ।
পিরিয়ড	–	বেঁধে দেওয়া সময়।
পটুয়া	–	চিত্রকর, যে পট বা ছবি আঁকে, গ্রামের সাধারণ ছবি আঁকিয়ে।
পণ	–	প্রতিজ্ঞা, শপথ।
পূর্বদেশ	–	পূর্ব দিকে আছে এমন দেশ।
পরিখা	–	শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে মাটির মধ্যে তৈরি গর্ত।
পুরস্কার	–	বখশিশ।
পোঁচ	–	মাখানো, লেপা।

ফ

ফাঁকি	–	কাজে অবহেলা।

ব

বন্ধুত্ব	–	যার সাথে ভালো সম্পর্ক থাকে।
ব্যাপার	–	বিষয়, কাজ।
ব্যায়াম	–	স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শারীরিক কসরত।
ব্যবসায়	–	কারবার, বাণিজ্য।
ব্রিজ	–	সেতু, পুল।
ব্রতচারী	–	দেশ সেবায় যারা ব্রত পালন করে।
বার্ষিক	–	বছর বিষয়ক, প্রতি বছরের শেষে হওয়া।
বিন্ধ্যাচল	–	বিন্ধ্যা পর্বত।
বিস্বাদ	–	কোনো স্বাদ নেই।
বীর	–	বলবান, সাহসী।
বীরশ্রেষ্ঠ	–	মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্যে দেওয়া বিশেষ উপাধি।

বিরক্ত	–	অসন্তুষ্ট ,জ্বালাতন
বেজায়	–	খুব।
বেপরোয়া	–	ভয়হীন, কোনো বাধা নিষেধ মানে না এমন।
বোর্ড	–	ফলক, রাস্তায় চলাচলের নিয়ম লেখা ফলক।
বনবাসে	–	বনে বাস করার জন্য পাঠানো এক ধরনের শাস্তি।
বনভোজন	–	চড়ুইভাতি।
বরকন্দাজ	–	যে সেপাইয়ের সঙ্গে বন্দুক থাকে।
বল	–	শক্তি।
বংশ	–	কুল।
বিস্তীর্ণ	–	বিস্তার, প্রসার।

ভ

ভাষাশহিদ	–	বাংলা ভাষার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছেন।
ভূষিত	–	অলংকৃত ,সজ্জিত।
ভ্রমণ	–	বেড়ানো।

ম

মুকুল	–	কুঁড়ি, আমের বউল।
মুকুল ফৌজ	–	শিশু কিশোর সংগঠনের নাম।
মগডাল	–	গাছের সবচেয়ে উঁচু ডাল।
মাতৃভাষা	–	মায়ের মুখ থেকে শিশু যে ভাষা শেখে।
মাদরাসা	–	ইসলামি শিক্ষা কেন্দ্র।
মাদল	–	ঢোলের মতো বাদ্যযন্ত্র।
মিছিল	–	শোভাযাত্রা।
মিছামিছি	–	কোনো কারণ ছাড়া, খামোখা।
মুশকিল	–	অসুবিধা।
মহৎ	–	উদার।

র

রক্ষক	–	রক্ষাকর্তা।
রাইফেল	–	বন্দুক, এক ধরনের হাতিয়ার।
রাংতা	–	ধাতুর খুব পাতলা পাত।

শ

শ্যামল	–	শ্যাম বা সবুজ বর্ণের।
শ্মশান	–	মৃতদেহ পোড়ানোর স্থান।
শখ	–	পছন্দ, আগ্রহ।
শত্রুতা	–	বিরোধিতা।
শৈশব	–	ছোটবেলা, শিশুকাল।
শস্য	–	ফসল।

স

সংসার	–	পরিবার, ঘরকন্না।
স্বাধীন	–	মুক্ত।
স্বাধীনতা	–	বাধাহীনতা, মুক্তি।
সংগঠন	–	কিছু লোক মিলে গড়ে তোলা দল।
সরব	–	আওয়াজ, শব্দ করে।
সাধ	–	ইচ্ছা।
সুবক্তা	–	সুন্দর বক্তব্য দেন যিনি।
সামলিয়ে	–	এড়িয়ে।
সেথা	–	সেখানে।
সেনাশাসক	–	দেশের শাসক হিসাবে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা।
সজীব	–	সতেজ, জীবন্ত।
সততা	–	সাধুতা।
সমাহিত	–	কবরে শায়িত।
সাঁটা	–	লাগানো, যুক্ত করা।
সাহাবি	–	সাথি।
স্থির	–	অবিচল, দৃঢ়।
সতর্ক	–	সাবধান।

হ

হইচই	–	সাড়া, গোলমাল।
হযরত মুহাম্মদ (স)	–	নবিজি, নবি, মহানবি।
হুকুম	–	আদেশ।
হাসির রেখা	–	হাসির চিহ্ন।
হাসপাতাল	–	চিকিৎসালয়।
হেন	–	এরূপ, এরকম।
হেলা	–	অবহেলা।
হোঁচট	–	চলার সময় পা আটকে যাওয়া।

সমাপ্ত

২০১৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ৩য়-বাংলা

পরনিন্দা ভালো নয়

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য